সূচীপত্র।

পত্রাঙ্ক।

গ্রন্থারম্ভ ১
মনের উপদেশ ৩
শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য ৬
মনকে বৃন্দাবন গমনের দীক্ষা ৮
গঙ্গার মাহাত্ম্য ১১
ভগীরথের গঙ্গা আনা উপাখ্যান ১৩
ভগীরথের জন্ম ১৫
বশিষ্ঠ কৃত সূর্য্যবংশ পরিচয় ১৮
ভগীরথের দীক্ষা ২১
সত্যবতীর খেদ ২৩
ভগীরথ জননীর নিকট বিদায় ২৬
ভগীরথের শিব আরাধনা ২৯
ভগীরথের গঙ্গা আরাধনা ৩২
ভগীরথের নিকট গঙ্গার আগমন ৩৪
ভগীরথের ব্রহ্মা আরাধনা ৩৭
গঙ্গার আগমন ৪০
ঐরাবতের প্রতি গঙ্গার রোষ ৪২
জহ্নু মুনির গঙ্গা পান করা ৪৫
সগর বংশ উদ্ধার ৪৭
দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান ৫০
সতীর নিকটে নারদের গমন ৫৩

সূচীপত্র।

পত্রাঙ্ক।

সতীর দক্ষালয়ে যাত্রা ৫৫
সতীরে নন্দীর প্রবোধ বাক্য ৫৮
কুবেরের কৃত সতীর সজ্জা ৬০
দক্ষালয়ে সতীর গমন ৬২
সতীর কৃত প্রসুতীর ভৎর্সনা ৬৫
দক্ষের কৃত শিব নিন্দা ৬৮
দক্ষ প্রতি শাপ ও সতীর প্রাণত্যাগ ৭১
দক্ষ যজ্ঞে বীরভদ্রের গমন ৭৩
দক্ষ যজ্ঞ নাশ ৭৬
দক্ষালয়ে ভূতের উৎপাৎ ৭৮
মহেশের রোদন ৮০
হর গৌরী মিলন ৮৩
গৌরাঙ্গদেবের উপাখ্যান ৮৬
অদ্বৈত প্রভুর অবতীর্ণ ৮৯
নিত্যানন্দ প্রভুর অবতীর্ণ ৯১
গৌরাঙ্গদেবের জন্ম ৯৩
নগরীয় রমণীগণের গৌর দর্শন ৯৬
ব্রহ্ম হরিদাসের জন্ম ৯৯
গৌরাঙ্গের পাঠ শিক্ষা ১০২
গৌরচন্দ্রের মাহাত্ম্য ১০৪
লক্ষ্মীর জন্ম ১০৭
গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ ১০৯
পাষণ্ডদলন ১১১
জগাই মাধাইয়ের বৈরাগ্য ভাব ১১৪
গৌরচন্দ্রের কৃত হিতোপদেশ ১১৬
গৌরচন্দ্রের গুণ ও নবদ্বীপ গমন ১১৯

পত্রাঙ্ক।

শচী মায়ের রোদন ১২২
নদেবাসীদিগের খেদ ১২৪
বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য ১২৭
বৈষ্ণবের তেজঃ হ্রাস ১৩৫
ভেকের মাহাত্ম্য ১৪৮
নিতাইচাঁদের গৃহধর্ম্মের যুক্তি ১৫১
নিত্যানন্দ প্রভুর খেদ ১৫৪
নিত্যাইচাঁদের পাণীহাটী আগমন ১৫৭
সূর্য্যদাস কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণন ১৬০
জাহ্নবার মৃত্যু ও প্রাণদান ১৬২
পাষণ্ডের ব্যঙ্গ ১৬৫
নিত্যাই গোঁউরের গুণ ব্যাখ্যা ১৬৮
জাহ্নবার সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ ১৭০
শ্রীদামের কৃষ্ণ অন্বেষণ ১৭৩
অভিরাম গোস্বামির খানাকুলে আগমন ১৭৬
অভিরাম গোস্বামির পরিচয় ১৭৮
অভিরামের মাহাত্ম্য প্রকাশারম্ভ ১৮১
খানাকুলে দ্বিজগণের যুক্তি ১৮৩
মালিনী ঠাকুরাণীর আবির্ভাব ১৮৬
অভিরামের ব্রাহ্মণ ভোজন ১৮৮
অভিরামের গৌর দর্শন ১৯০

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ভ্রমসংশোধন।

বিনয় সহকারে পাঠকগণকে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে, এই "মনোদীক্ষা সুধাতরঙ্গিণীর" অষ্টম ফরমার পর নবম ফরমার স্থলে দশম ফরমার অঙ্ক লিখিত হওয়ায় ১১৮ পত্রাঙ্কের পশ্চাত ১৪৫ পত্রাঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে, ফলতঃ সে কেবল পত্রাঙ্ক ভ্রম মাত্র, রচনা রীতিমতই আছে, অতএব পাঠ কালীন কোন ব্যাঘাত হইবেক না কেবল পত্রাঙ্ক দর্শনে সন্দেহ হইবেক। অতএব কৃপাবলোকন পূর্ব্বক পাঠক ও গ্রাহক মহাশয়েরা এ দোষ মার্জ্জনা করিবেন নিবেদন ইতি।

শ্রীবেণীমাধব দে।

বিদ্যারত্ন যন্ত্রাধ্যক্ষ

মনোদীক্ষা সুধাতরঙ্গিণী।

পয়ার।

আরে রে পামর মন, প্রপঞ্চ মায়ায়।
আপনি মজিয়া কেন, মজালি আমায়॥
কি কর ক্ষেপার মত, অপার বাসনা।
তুমি কার কে তোমার, মনে কি ভাবনা॥
ছাড় গোল মিছা বোল, আমার আমার।
বারেক ভাবিয়া দেখ, কে আছে তোমার॥
ক্ষণেক আবৃত মোহে, ক্ষণেক উদাস।
তথাপি করিছ কেন, এত অভিলাষ॥
না কর দেহের তম, জীবনের হেতু।
তরঙ্গের মুখে যেন, বালুকার সেতু॥
যেমন জলের বিম্ব, জলে ভগ্ন হয়।
তুষার তৃণের অগ্রে, কতক্ষণ রয়॥
থাকয়ে গাভীর শৃঙ্গে, সরিষা যেমন।
পর্ব্বতে পড়িলে জল, থাকে কতক্ষণ॥
ছাড়িলে হাতের ডেলা, তিলমাত্র রয়।
তেমনি দেহেতে তোর, জীবন নিশ্চয়॥

কখন কফেতে রুদ্ধ, করিবেক ঘর।
এই বেলা তার চিন্তা, কররে পামর ॥
দিন নাই রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই তার।
কখন হইবে মৃত্যু, কোথায় তোমার ॥
জলেতে হইবে কিম্বা, স্থলেতে হইবে।
কে আছে এমন বন্ধু, সে কথা কহিবে ॥
কোথা রবে দ্বারাসুত, কোথা রবে ধন।
কোথায় হইতে হবে, কোথায় গমন ॥
তুমি বা কোথায় যাবে, আমি বা কোথায়।
এক দিন না ভাবিলে তাহার উপায় ॥
কোথায় থাকিবে শয্যা কোথা রবে ঘর।
কোথায় থাকিবে তোর, পিন্ধন অম্বর ॥
কোথায় থাকিবে তন, মোহ বা কোথায়।
মৃত্তিকা হইবে তোর, মৃত্তিকার কায় ॥
জলে জল মিশাইবে, পবনে পবন।
অবনীর অংশ লবে, অবনী তখন ॥
আকাশে আকাশ যাবে, অনলে অনল।
কোথায় থাকিবে সুখ, কোথায় সম্বল ॥
কে দিবে চন্দন গায়, কে তুষিবে মন।
কে আসি করিয়া দিবে, শরীর মার্জ্জন ॥
দিন যাবে ক্ষণ যাবে, তুইও যাবি মন।
কেবল ঘোষণা রবে, কর্ম্মের কারণ ॥
পাঁচভূতে ঘর যার, ছয় ভূত নাচে।
এ ঘরে থাকিয়া লোক, কি করিয়া বাঁচে ॥

ঘরের কানাচে চোর, রয়েছে শমন।
নয়দিকে নটাদ্বার, খোলা আছে মন॥
গেলরে গেলরে দিন, এলো এলো কাল।
সামাল সামাল ঘর, সামাল সামাল॥
শুনেছি দুয়ারি আছে, কৃষ্ণের সাধন।
নিয়োগ কররে তারে, আনিয়া এখন॥
হওরে চেতন মায়া মুখে দিয়া ছাই।
জ্বালিয়া জ্ঞানের আল, জেগে থাক ভাই॥
রসিক কহিছে দেখ, যুক্তি বটে ভাল।
কোথায় থাকিবে ভয়, কোথা রবে কাল॥

মনের উপদেশ।

কত মায়া নিদ্রা যাও মন। আগত শমন দূত জগত এখন॥ নিত্য কাজ পরিহরি, নিদ্রাবশে কাল হরি, আমার আমার করি, কি দেখ স্বপন। নিদ্রা ত্যজে ভাব সার, কে তোমার তুমি কার, আছে সার ভরসার, সেই কৃষ্ণধন। অতএব বলি তাঁর, নাম লহ অনিবার, তবে কি রসিকে আর, করিবে শমন॥

পয়ার।

ত্যজরে বিষয় আশা, ত্যজরে সংসার।
অনিত্য বসিয়া ভাব, এ কোন বিচার॥

আইল বিকট দিন, নিকট তোমার।
কখন মুদিতে হবে, নয়ন আগার॥
গেলরে গেলরে দিন, এলো এলো কাল।
ছিন্ন করি ফেল মায়া, জঞ্জালের জাল॥
মনেতে বৈরাগ্য আন, হৃদে ভাব সার।
হরির চরণ পদ্ম, হৃদিয়ে এবার॥
ভাবরে ভাবরে মন, দিন বয়ে যায়।
সময় থাকিতে কর, কার্য্যের উপায়॥
অসময় কি হইবে, সময় যাইলে।
আপনার কাজে কেন, আপনা খাইলে॥
এখন সময় আছে, বুঝে কর ভাল।
ছাড়িয়া তাড়িয়া ধরা, সে বড় জঞ্জাল॥
ভুবনের সার হরি, নাম কি মধুর।
স্মরিয়া হরির নাম, দুঃখ কর দূর॥
শুনিয়াছি ধর্ম্ম তত্ত্বে, বুঝেছি নিশ্চয়।
যেখানে হরির নাম, সেই খানে জয়॥
বিষয় রোগেতে তোর, জীর্ণ কলেবর।
প্রবৃত্তি পিত্তের জ্বালা, বাড়িছে বিস্তর॥
বসেছে বাসনা কফ, বুকেতে তোমার।
মোহ আর স্নেহ দুটা, হেঁচকি তাহার॥
ক্ষণে দাহ ক্ষণে মোহ, ক্ষণেক প্রলাপ।
ভ্রমেতে করিছ কার, সঙ্গেতে আলাপ॥
এবড় বিষম রোগ, জন্মেছে যেমন।
আছয়ে কৃষ্ণের নাম, ঔষধি তেমন॥

সেবন করিয়া তাহা, শ্রীগুরুর ঠাঁই।
শরীরের রোগ তাপ, দূর কর ভাই॥
যদি বল কেবা কৃষ্ণ, দয়াল কেমন।
কহিব বিশেষ কথা, শুন দিয়া মন॥
কমলা সেবিত যাঁর, চরণ অভয়।
অকুল কাণ্ডারী হন, গোকুলে উদয়॥
কিবা রূপ কিবা গুণ, আহা! কি গঠন।
মুরহর মনোহর, নিরদ বরণ॥
চরণ নখরে যাঁর, দশখানি চাঁদ।
তাহাতে নূপুর করে, মধুর নিনাদ॥
উরু ভুরু চারুতর, নাভী সুধাকূপ।
ক্ষীণমাঝা দিনকরে, রজনীতে রূপ॥
চৌদিক ঘেরিয়া সব, গোপাঙ্গণা গণ।
বামেতে কিশোরী মেঘে, বিদ্যুৎ যেমন॥
কত রস কত ভাব, কতই বিহার।
কত মত কত কব, কত রঙ্গ তার॥
যেমন রসিক কৃষ্ণ, সেইমত রাই।
দোঁহায় করিলা ধন্য, গোকুলের ঠাঁই॥
কখন নিকুঞ্জ কভু, মধুর কানন।
কত ঠাঁই কত রসে, কত আলাপন॥
ধন্য সেই বৃন্দাবন, ধন্য গোপিকায়।
ধন্য সে ব্রজের ধূলি, রাঙ্গাপদ পায়॥
ধন্য সেই শারী শুক, ধন্য তরু সব।
ধন্যরে গাছের পত্র, ধন্যরে পল্লব॥

ধন্য সেই রত্ন বেদী, বিহারের স্থান।
ধন্য রাই প্রেমময়ী, ধন্য ভগবান॥
ব্যাসের কবিতা ধন্য, ভারত বিদিত।
রসিকের ভাষা ধন্য, নামের সংগীত॥

শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্য।

ভাঁরিয়ে শ্রীনন্দনন্দনং। জগৎ বন্দনং। হাস তড়িত, সুধা জড়িত, ভাব ভব রঞ্জনং। কাল ভয় ভঞ্জনং, গোপী নেত্র অঞ্জনং, করুণা নীরধি ভব তারণং। গোকুল বালকং, গোকুল পালকং, কারুণ্য কেশব কর্ম্ম কারণং। ভকতি ভবনং, পতিত পাবনং, রসিক সুস্পৃহা পদ শরণং॥

পয়ার।

এ রূপে বিহরে কত, মদনমোহন।
হরষিত আনন্দিত, পুলকিত মন॥
কখন ভাণ্ডীর বন, কখন বিশ্রাম।
কুঞ্জেতে ভুঞ্জেন সুখে, কতই আরাম॥
কখন বকুল বনে, গোকুলের গায়।
কখন কদম্ব মূলে, করেন বিহার॥

কখন যমুনা তীরে, নীরেতে খেলায়।
কখন থাকেন কৃষ্ণ, মাধবী তলায়॥
এইরূপে কত মতে, খেলে দুই জন।
কিশোরী যেমন তার, কিশোর তেমন॥
তাহাতে গোপীর মালা, চৌদিক বেড়িয়া।
যৌতুক দিয়াছে প্রাণ, কৌতুক করিয়া॥
এমন পুণ্যের ঠাঁই, বৃন্দাবন সার।
কত দিনে নিরখিব, মৃত্তিকা তাহার॥
মাখিব ব্রজের ধূলি, দেখিব কেমন।
বিনোদ বিহারি হরি, বিহারের বন॥
চল সে অলস ত্যজে, যাইব তথায়।
বদনে বলিব হরি, কথায় কথায়॥
বাক্যের অতীত গুণ, শুনেছি যাহার।
বাজিব নূপুর হয়ে, চরণে তাহার॥
অথবা পাদুকা হয়ে, রব দুটি পায়।
ধূলা হয়ে মিশাইব, ব্রজের ধূলায়॥
কিম্বা সে কুঞ্জের তরু, কিম্বা শারী শুক।
কিম্বা হয়ে লতা পাতা, দেখিব কৌতুক।
ভ্রম ত্যজি শ্রম করি, চল ব্রজপুর।
চেষ্টা না করিলে কোথা, দুঃখ হয় দূর॥
আগে কর চেষ্টা ভাই, তবে পাবে সুখ।
যেখানে অনল দেখ, সেইখানে ধূম॥
সাধনা সম্পত্তি সুখ, সকলি চেষ্টায়।
এখন বুঝিয়া কর, ইহার উপায়।

অলস ত্যজিয়া কর, যতনে যতন।
যতনে হইবে লভ্য, কালিয়ে রতন॥
পুরাণে শুনেছি কৃষ্ণ, যতনের ধন।
অযতনে নাহি হয়, কভু উপার্জ্জন॥
যতন করিয়া যেবা, করয়ে স্মরণ।
অবশ্য তাহার হন সে নীল রতন॥
যতন করিয়া তাঁরে পাইল প্রহ্লাদ।
শুনিতে ধ্রুবের কথা, সে বড় আহ্লাদ॥
যতন কররে কৃষ্ণে, গোকুলে যাইয়া।
আকুল হয়েছ কেন, অকুলে পড়িয়া॥
দিন গেল মিছা কাযে, রাত্র গেল ঘুমে।
এত কি পড়েছ তুমি, সংসারের ধুমে॥
কার ঘর কার দ্বার, কার বা তনয়।
রসিক কহিছে দেখ কেহ কার নয়॥

মনকে বৃন্দাবন গমনের দীক্ষা।

মন চল শ্রীবৃন্দাবন। হেরিতে শ্রীনন্দ নন্দন॥ পদে শশী দিবাকর, প্রাণ তাতে দিবাকর, তবে হবে দিবাকর, সুতের দমন॥ লোলিত ত্রিভঙ্গ ঠামে, হেরিয়া কিশোরী বামে, রসিক বৈকুণ্ঠ ধামে, করিবে গমন॥

পয়ার।

চল যাই বৃন্দাবন, লভ্য হবে রস।
না কর বিলম্ব আর, নাকর অলস॥
স্বদেশে স্বদ্বেষ কর, সে দেশে বিদ্বেষ।
তবেত বলিব তুই, রসিকের শেষ॥
অনিত্য রসিক নামে, কি লাভ হইবে।
জীবন যাবার কালে, সঙ্গেতে লইবে॥
জগতের ইষ্ট সেই, কৃষ্ণ নাম রস।
সে রসে রসিক হৈলে, তবে রবে যশ॥
কি কর দেহের ঘরে, কাম ক্রোধ আদি॥
সঙ্গেতে রয়েছে তোর, ছয় জন বাদী॥
বাদীর কুহুকে পড়ে, কেন ভাঙ্গ ঘর।
তুমি হও প্রতিবাদী, বাদীর উপর॥
জাননা অরির সঙ্গে, বসত কেমন।
স্বসর্প গৃহেতে বাস, যেমন তেমন॥
না শুনে বারণ ছটা, উন্মত্ত বারণ।
ভবতি কমল তোর, করিল দলন॥
আগুণের সম যেন, উঠিছে বাড়িয়া।
তুমি দেহ হরিনাম, কেশরী ছাড়িয়া॥
এ সব শাসিয়া পড়, ব্রজের ধুলায়।
যে করে তীর্থেতে তাহা, না করে তুলায়॥
বৃন্দাবন পরিক্রম, করে যেই জন।
তাহার পুণ্যের কথা, না যায় কহন॥

এমন যে বৃন্দাবন, ভুবনের সার।
কিঞ্চিৎ বর্ণনা আমি, করিব তাহার ।।
কত ঠাঁই কত বন, কত কব তার।
মধু নিধু কুঞ্জশ্যাম, সুখের আগার ।।
তমাল ভাণ্ডীর আর, নিকুঞ্জ কানন।
গোকুলে বকুল কুঞ্জ, অতুল শোভন ।।
কি শোভে কদম্ব তরু, যমুনার ঘাট।
দিবা নিশি পক্ষীগণে, করিতেছে নাট ।।
বিকচ কুসুম গন্ধে, আমোদে মাতিয়া।
দ্বিরেফ পিইছে মধু, কুসুমে বসিয়া ।।
সেই সে গোকুলে মন, গমন করিয়া।
জনম সফল কর, নয়নে হেরিয়া ।।
কে জানে কখন কিবা, হইবে ঘটন।
না কর বিলম্ব শুভ, কাযের কারণ ।।
আগে চল বৈদ্যবাটি, তবে পাবি সার।
সেখানে হইবে তোর, দর্শন গঙ্গার ।।
বড়া আর বৈদ্যবাটী, দুই ক্রোশ পথ।
গমন করিয়া কর, ধন্য মনোরথ ।।
যেহেতু বিরাজমানা, জাহ্নবী তথায়।
যাঁহার স্মরণে পাপ, ধ্বংস হয়ে যায় ।।
সেই সে গঙ্গার জল, পরশ করিয়া।
গঙ্গা নারায়ণে চল, স্মরিয়া স্মরিয়া ।।
যে হবে পুণ্যের লভ্য, কহিতে অপার।
রসিক বর্ণনা করে, মহিমা গঙ্গার ।।

গঙ্গার মাহাত্ম্য।

ত্রিপদী।

শুনরে পামর মন, এই গঙ্গা বিবরণ,
যেহেতু আইলা মহীতলে।
শ্রবণে ঘুচিবে দুখ, অহিকে বিস্তর সুখ,
পারত্রিকে মুকতি ফল ফলে॥
সুখ সম্ভোগের হেতু, কেবল পুণ্যের সেতু,
কহিয়া পুরাব মনস্কাম।
স্বর্গে মন্দাকিনী গতি, পাতালেতে ভোগবতি,
ভূতলে অলকানন্দা নাম॥
কে বর্ণে মহিমা যার, এমত ক্ষমতা কার
হরি পদোদ্ভবা রূপ বারি।
শুনিয়া হরের গান, দ্রব হন ভগবান,
আর মতে মেনকা কুমারী॥
তত্ত্ব জানি বিশেষিয়া, তিনে তিন মিশাইয়া,
ব্রহ্মায় রাখিলা ব্রহ্মবাস।
সে জল পরশ তরে, সকলে আকাঙ্ক্ষা করে,
কিবা যার মহিমা প্রকাশ॥
ব্রহ্ম কমণ্ডলে রন, হরের গৃহিণী হন,
পুরাণে পুরাণ কথা শুনি।
সাধকের অধিকার, সে জল মাহাত্ম্য সার,
লিখেছেন বেদব্যাস মুনি॥
তারক্তে আরত যায়, বাতাসে দুতাপ যায়,
মান দান মুক্তির কারণ।

পূরাণে শুনেছি যাহা, বেদের মরম তাহা,
তন্ত্রে কয় সেইত বচন ॥
গঙ্গায় ত্যজিলে কায়, যবনে বৈকুণ্ঠে যায়,
এম্নি মার জলের মাহাত্ম্য।
এ জলে করিতে স্নান, ইচ্ছা যুক্ত ভগবান,
পরম পুরুষ পরমাত্ম ॥
গঙ্গার তীরেতে বাস, যদি করে বারোমাস,
কাশীর অধিক তার ফল।
কাশীতে মরিলে শিব, গঙ্গায় নির্ব্বাণ জীব,
এ যে সর্ব্ব তীর্থময়ী জল ॥
ভঙ্গ দিয়া ব্রহ্মপূরে, শিবের জটায় উরে,
ভগীরথ সাধনের ফলে।
তথা হৈতে ভগীরথ, আগে দেখাইয়া পথ,
মায়েরে আনিলা মহীতলে ॥
মৈলে জীব অবঘাতে, কুজাতি স্পর্শিয়া তাতে,
ফেলে যদি কুস্থানে টানিয়া।
পুরাণে শুনেছি তায়, লাগিলে গঙ্গার বায়,
তরে যায় পবিত্র হইয়া।
শতেক যোজনে রয়ে, যদি গঙ্গা গঙ্গা কয়ে,
হয় কোন জীবের মরণ।
খেদায়ে কালের চর, যায় সে বৈকুণ্ঠে নর,
রসিক কহিছে শুন মন ॥

ভগীরথের গঙ্গা আনা উপাখ্যান।

ভাব সেই ভাগীরথি পতিতপাবনী। জগতের গতি যিনি জগৎ জননী॥ হরি পদ পঙ্কজোদ্ভবা, জলময়ী যার চরণে জবা, ব্রহ্মা হরিহর যে প্রসবা, পার্থিক রতন খনি॥ ষড়ঋপুদল প্রহারিণী, হর জটাজুট বিহারিণী,রসিক ভাবয়ে নিস্তা-রিণী, পাপকান্ট দগ্ধাবনি॥

পয়ার।

অতঃপর শুন মন, ধরমের নীতি।
যেই রূপে এই গঙ্গা, আইলেন ক্ষিতি॥
যেই রূপে ভগীরথে, দিলেম চরণ।
যেই রূপে করিলেন, জগৎতারণ॥
সেই রূপে উদ্ধারিল, সগরের সুত।
কহিতে সে সব কথা, বড়ই অদ্ভুত॥
শুনেছ পুর্ব্বের রাজা, নামেতে সগর।
যশের সাগর আর, রসের সাগর॥
যেমন গুণের ঘটা, সেইমত রূপ।
রূপবাণ গুণবান, বলবান ভুপ॥
আছিল সুর্য্যের বংশে, অযোধ্যার পতি।
ভিক্ষুকের পিতা মাতা, ভিক্ষুকের গতি॥

যে করিল অশ্বমেধ, ঊনশত বার।
শতেকের মধ্যে বাকী, একই তাহার॥
কত দিনে সেই যজ্ঞ, আরম্ভ করিল।
ভ্রমিতে যজ্ঞের ঘোড়া, নৃপতি ছাড়িল॥
ঘোড়ার রক্ষক ষাটি, হাজার তনয়।
যে দিকে গমন করে, সেইদিকে যায়॥
মহাকায় পায় পায়, চলে যায় ঝাটি।
মালসাটে কেবা আঁটে, ফুটি কাটে মাটি॥
কে ধরে যজ্ঞের ঘোড়া, কে করে বন্ধন।
যে পড়ে সম্মুখে তার, তখনি মরণ॥
কোন বীর শোষে তীর, কেহ ঠুকে তাল।
কেহ বলে আরে বেটা, সামাল সামাল॥
কেহ মারে কীলনাথি, কেহ মারে হুড়া।
মুদ্গর মারিয়া কেহ, করে ফেলে গুঁড়া॥
কেহ ঢাল তলোয়ার, কেহ ধরে অসি।
হুঙ্কারে তপন যেন, পড়িতেছে খসি॥
সগরের দলবল, মহাবল ধরে।
টল টল করে ক্ষিতি, বলবান ভরে॥
মার মার কাট কাট, হাট ঘাট ময়।
শব্দেতে সকল লোক, স্তব্ধ হয়ে রয়॥
এইরূপে অনেকেরি, দর্প করে দূর।
হেথায় ভাবেন ইন্দ্র, দেবের ঠাকুর॥
যে যজ্ঞ করিল গুণ, সাগর সগর।
কি জানি পাছে বা হরে, অমর নগর॥

তখন রক্ষের হেতু, প্রভুত্ব আপন।
আসিয়া যজ্ঞের ঘোড়া, করিল হরণ ॥
যথায় কপিলমুনি, যোগে কাটে কাল।
রাখিল তথায় অশ্ব, যাইয়া পাতাল ॥
ওখানে সগরসুত, আকুল ভাবিয়া।
কে নিল যজ্ঞের ঘোড়া, কেমন করিয়া ॥
এইরূপে সাত পাঁচ, ভাবিয়া বিস্তর।
ভ্রমিল বিস্তর ঠাঁই, কহিতে বিস্তর ॥
কি করিব কোথা যাব, কব কার ঠাঁই।
ভাবিয়া পাতালে গেল, সড়যুত ভাই ॥
উপনীত কপিলের, নিকটে তখন।
দেখিল যজ্ঞের ঘোড়া, রয়েছে বন্ধন ॥
রাগেতে নাগের প্রায়, গর্জ্জন করিয়া।
মারিল মুনিরে কত, কুন্তলে ধরিয়া ॥
যেমন ভাঙ্গিল ধ্যান, ক্রোধের উদ্ভব।
অশ্বত রহিল বাঁধা, ভস্ম হৈল সব ॥
দূত গিয়া অযোধ্যায় জানায় সত্বর।
রসিক কহিছে শোকে, মোহিল সগর ॥

ভগীরথের জন্ম।

কালীর করুণা বুঝা ভার। নাগর বিহনে নারী প্রসবে কুমার ॥ জগতে যে অসম্ভব, কালীতে সম্ভব সব, তাই শিব হয়ে

শব চরণে পতিত তাঁর। যেই ডাকে
তারে তারে, লয়ে যাইতে পারে পারে,
রসিক ভুস্তারে তাঁরে, ডাকে অনিবার॥

পয়ার।

সগরের দুই ভার্য্যা, কেশিনী সুমতি।
রূপের নাহিক সীমা, গুণে গুণবতী॥
সুমতির হৈল ষাটি, হাজার তনয়।
অসমঞ্জ নামে পুত্র, কেশিনীর হয়॥
অসমঞ্জ হৈতে হয়, অংশুমান সুত।
যে আনে যজ্ঞের ঘোড়া, বড় গুণযুত॥
সকল কাজেতে দড়, সুজন ভাজন।
হইল তাহার পুত্র, দিলীপ রাজন॥
দিলীপ মরিয়া গেল, রাখি দুই নারী।
বংশ হৈল লোপাপত্তি, চিন্তা হৈল ভারি॥
বান্ধিয়া তপনকুলে, ধরনের সেতু।
শক্তি আরাধিল দোঁহে, সন্তানের হেতু॥
হইল আকাশ বাণী, হইবে তনয়।
দুজনে সম্ভোগ কর, যেবা মনে লয়॥
আকাশ বাণীতে দোঁহে, সম্ভোগ করিল।
তাহাতে মাংসের পিণ্ড, পুত্র জনমিল॥
যে আনে ভুতলে গঙ্গা, দেখাইয়া পথ।
ভগে ভগে জন্ম তেঁই, নাম ভগীরথ॥

পঞ্চম বৎসরে শিশু, পড়ে পাঠশালে।
আইলেন অষ্টবক্র, মুনি সেইকালে॥
মুনি দেখে প্রণমিয়া, রাজার নন্দন।
ধূলায় পড়িয়া করে, চরণ বন্দন॥
সহজে মাংসের পিণ্ড, নাজানি কারণ।
মুনি ভাবে বিপরীত, এ আর কেমন॥
দ্বিজ দেখে ব্যাঙ্গ যদি, কর দুরাচার।
ত্বরায় হইবে তোর, এমনি আকার॥
নতুবা পুরুষ হবি, পরম সুন্দর।
শাপ হৈতে ভগীরথ, পাইলেন বর॥
নিস্কলঙ্ক চন্দ্র যেন, হইল বদন।
ভ্রূমদনের শর, নয়ন খঞ্জন॥
দশন মুকুতা পাতি, অধর বিন্দুর।
হাসি বিদ্যুতের সম, বচন মধুর॥
পদ্মের মৃণাল যেন, শোভাকর কর।
শ্রবণ গৃধিনী সম, শ্রবণ সুন্দর॥
উরু সে করীর কর, কোমলে কমল।
নব মালিকায় ধরে, নখরের ছল॥
বাসনা বরণ করি, বরণ অনুপ।
মেঘ ছাড়ি বিদ্যুৎ, হইল রূপ রূপ॥
হেনকালে হেরে ভগী, রথের জননী।
আহ্লাদে করিল কোলে, আয়রে বাছনি॥
বিধাতা হরিল যদি, মনের দুখ।
কোলে আর নিরখিয়া, দেখি চাঁদমুখ॥

তুইরে তিলক বাছা, তপনের কুলে।
বারেক মা বোলে ডাক, চন্দ্রমুখ তুলে ॥
এত বোলে কোলে লয়ে, সাধনের ধন।
বার বার চন্দ্রমুখে, করিল চুম্বন ॥
রসিক কহিছে রাণী, চুম্ব আরবার।
এই পুত্র হৈতে হবে, জগৎ উদ্ধার ॥

বশিষ্ঠ কৃত সূর্য্যবংশ পরিচয়।

গুরুদেব কি হবে আমার। কেমনে তরিব বল এ ভব সংসার ॥ কিসে হবে পিতৃকাজ, তুষ্ট রবে ধর্ম্মরাজ, বুঝি এ সংসারে লাজ, পাইনু এবার ॥ রসিক কহিছে সার, ভাবনা কি আছে তার, ভবের সাগরে যার, গুরু কর্ণধার ॥

পয়ার।

এইরূপে আর কত, দিন যায় বোয়ে।
পাঠশালে পড়ে শিশু, পুলকিত হোয়ে ॥
যখন অষ্টম বর্ষ, বয়স হইল।
জননীরে জন্ম কথা, জিজ্ঞাসা করিল ॥

বলগো জননী কোথা, জনক আমার।
কেমন পুরুষ তিনি, কি নাম তাহার॥
রূপ বা কেমন তাঁর, গুণ বা কেমন।
শুনিব তোমার মুখে, সেই বিবরণ॥
কহিছেন সত্যবতী, আরেরে কুমার।
এখন সে সব কথা, কাজ কি তোমার॥
এখন উচিত করা, বিদ্যার উপায়।
বিদ্যা না হইলে তত্ত্ব, কে কারে বুঝায়॥
সকলের সার বিদ্যা, বিদ্যা মূলাধার।
বিদ্যার সমান বন্ধু, কেবা আছে আর॥
বিদ্যা হৈতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানেতে ধরম।
ধরম থাকিলে জানে, পিতার মরম॥
কে আছে পিতার সম, উচ্চ বা কোথায়।
মাতার সমান গুরু, পাওয়া বড় দায়॥
এমন বয়সে তাহা, কেমনে জানিবে।
কেমনে এমন কথা, বুঝালে বুঝিবে॥
ভগীরথ বলে মাতা, ছাড় ফের ফার।
কহ সবিশেষ কথা, নিকটে আমার॥
কি করে বয়সে আর, কি করে বিদ্যায়।
যে করে আমার প্রাণ, কহিব কাহায়॥
সতী কয় তবে যদি, শুনিবে কাহিনী।
সুধাবে বশিষ্ঠে যাহা, কহিবেন তিনি॥
এত শুনি ভগীরথ, পুলকিত মন।
ডাকান সে পুরোহিত, বশিষ্ঠে তখন॥

বিশেষ জিজ্ঞাসে সব, বিনয় করিয়া।
মুনি দেন পরিচয়, হাসিয়া হাসিয়া॥
শুনিয়া নয়নে জল, বরষিয়া যায়।
ভগীরথ বলে গুরো, কি হবে উপায়॥
এ যেন করিছে মন, কেমন কেমন।
কেমনে উদ্ধার হবে, পিতামহগণ॥
কুলাঙ্গার জন্মিয়াছি, আমি কি করিব।
তরাইয়া পিতৃগণ, কেমনে তরিব॥
যে না করে পিতৃকাজ, ভারতে জন্মিয়া।
কি ফল জনমে তার, কি ফল বাঁচিয়া॥
পিণ্ডের কারণ পুত্র, করহ বিচার।
যে না করে পিণ্ডদান, পিণ্ডদান তার॥
পিণ্ড দাতা হৈলে পায়, পিতামহ ধন।
তাহা বিনা এ রাজত্ব, কার্য্য কি এখন॥
ইহার উপায় বল, কোথা আমি যাই।
পিতৃলোক উদ্ধারিয়া, পরলোক পাই॥
মুনি বলে ভগীরথ, যেন তুমি সার।
শক্তির সাধন বিনা, গতি নাহি আর॥
তব পিতা পিতামহ, এই সে কারণ।
করিলা অনেক কাল, গঙ্গা আরাধন॥
পাইয়া কঠোর কষ্ট, জীবন ত্যজিল।
তথাপি মা গঙ্গাদেবী, সদয়া নহিল॥
আগে আন গঙ্গাদেবী, তবে পাবে পার
হইবেক পিতৃলোক, তোমার উদ্ধার॥

এতেক বলিয়া মুনি, কহিলেন তথা।
গঙ্গার মাহাত্ম্য সার, অপরূপ কথা॥
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল, রাজার অন্তর।
রসিক কহিছে মন, শুন অতঃপর॥

ভগীরথের দীক্ষা।

গুরু বিনা গতি আছে কার। অপারে করিতে পার গুরু কর্ণধার। কে জানে গুরুর মর্ম্ম, গুরু জ্ঞান গুরু ধর্ম্ম, গুরু ব্রহ্ম, গুরু ব্রহ্ম, বল অনিবার। গুরু বাণী বেদ উক্তি, গুরু সেই জ্ঞান মুক্তি, রসিকের এই যুক্তি, গুরু কর সার॥

পয়ার।

শুনে কথা ভগীরথ, হইল ব্যাকুল।
কেমনে আনিয়া গঙ্গা, উদ্ধারিব কুল॥
যে হকু সে হকু গুরু, দীক্ষা দেহ কাণে।
দীক্ষা হীন ব্যক্তি নাহি, ধর্ম্মপথ জানে॥
দীক্ষা আর শিক্ষা গুরু, একই সমান।
যেই গুরু সেই ধর্ম্ম, সেই ভগবান॥

আপনি কুলের গুরু, কুল পুরোহিত।
এক্ষণে আমারে জ্ঞান, শিখান উচিত॥
মুনি বলে ক্ষন্ত হও, ক্ষমা দেহ মোরে।
এ নবীন বয়সে কে, ছাড়িবেক তোরে॥
কুলের তিলক তুমি, অযোধ্যার ধন।
মায়ে কি করিয়ে দিবে, করিতে সাধন॥
এখন সাধনে বিদ্যা, নাহি কোন বাধা।
পরেতে উচিত বটে, মন্দাকিনী সাধা॥
যাগ বল যজ্ঞ বল, ধনের সঞ্চয়।
সময়ে সকল ভাল, অসময়ে নয়॥
ভগীরথ মনোরথ, বলে মনোরথে।
আরোহিয়া লয়ে যাও, ধরমের পথে॥
তুমি গুরু মূলাধার, তুমি সর্ব্বসার।
অকুলে পড়েছি আমি, তুমি কর পার॥
তবেত বশিষ্ঠ মুনি, রীতি অনুসারে।
শঙ্করের বীজ মন্ত্র, শিখাইল তাঁরে॥
শ্রবণ আকাশে বীজ, সূর্য্যের উদয়।
মনের তিমির আর, কতক্ষণ রয়॥
হৃদ সরোবরে প্রেম, কমল ফুটিল।
ভাব রূপ গন্ধ তার, চৌদিকে ছুটিল॥
ভকতি ভ্রমর আসি, গুঞ্জরে তখন।
মুদিল বিষয় আশা, কুমুদের বন॥
ভগীরথ বলে গুরো, করহ আদেশ।
তোমার আদেশে আমি, দেশে করি দ্বেষ॥

এক্ষণে মানস করি, গঙ্গার সাধন।
তুমি দেহ অনুমতি, আমি যাই বন॥
গুরুর আদেশে শিশু, চলে পায় পায়।
গঙ্গা আরাধন হেতু, মায়েরে জানায়॥
মা তুমি পরম গুরু, সকলের সার।
আদেশ করিলে করি, কুলের উদ্ধার॥
কেনগো এতেক স্নেহ, এত ভালবাসা।
পিতৃলোক স্বর্গ হেতু, সন্তানের আশা॥
যে পুত্র হইতে কার্য্য, নহিল পিতার।
থাকা না থাকায় সম, ভারতে তাহার।
তেঁই সে কারণে যাব, গঙ্গা আরাধিতে
রসিক কহিছে হয়, এইত উচিতে॥

সত্যবতীর খেদ

লঘু-ত্রিপদী।

শুনে সত্যবতী, বলে একি মতি,
কি কথা কহিলি মোরে।
কি বোল বলিলি, কি ফেরে ফেলিলি,
যাদুরে কি কব তোরে॥
এ রীতি কেমন, এমন বচন,
কেমনে জীবনে সবে।

রূপ গুণ যুত, দিয়া যোগ্য সুত,
বিমলা কি পুনঃ লবে ॥
আরে পুত্র তোর, কথা শুনে মোর,
শিরে যেন পড়ে বাজ।
পুরাইয়া আশ, পুনঃ করে নাশ,
কেমন বিধির কাজ ॥
আকাশ বাণীতে, দেখিতে শুনিতে,
পায়েছি সুন্দরসুত।
তুই যাবি বন, রবে কি জীবন,
বংশেতে নাচিবে ভূত ॥
বধিবারে মোরে, কে শিখালে তোরে,
এ হেন কঠিন বাণী।
ভাবি তোর জন্যে, যোগ্য রাজকন্যা,
বিবাহ ঘটাব আনি ॥
নয়নের তারা, পুত্র পুত্রদারা,
লইয়া করিব ঘর।
সে সাধে বিবাদ, একি পরমাদ,
শরীরে আইল জ্বর ॥
তনু জর জর, আর থর থর,
কাঁপিছে কথার দোষে।
ও কথা না বল, ও পথে না চল,
জননীরে রাখ তোষে ॥
পুত্র হয়ে হেন, কহিছিরে কেন,
কাননে পাঠাব কারে।

আমি যেই তেঁই, সহিলাম এই,
অপর মায়ে কি পারে ॥
হত মোর ভাগ্য, নতুবা বৈরাগ্য,
হইতে চাহিবি কেন।
কি পাপ কোরেছি, কি ফেরে পড়েছি,
পাপিনী কে আছে হেন ॥
ছিল যেই ভালে, তাই কতকালে,
পাইয়াছি সেই ফলে।
একি কথা তোর, হৃদি দহে মোর,
ফেলিলি বিপদানলে ॥
মা বলিতে আর, কে আছে আমার,
সবে তুই যাদুধন।
বলি সেই জন্য, কারে দিব স্তন্য,
তুই যদি যাবি বন ॥
কে বলিবে মামা, কে তুষিবে আমা,
ইহার উপায় বল।
গুরু কি লিখালে, এই কি শিখালে,
জননী বধার ছল ॥
বয়সেতে শিশু, বিষ মাখা ইশু,
এ বাণী কোথায় পেলি।
রসনা ধনুকে, যুক্তি এ তনুকে,
বিন্ধিবার তরে এলি ॥
মানা করি তোরে, ক্ষমা দেরে মোরে,
ও কথা বোলনা ফিরে।

রসিক কহিছে, মায়েনা সহিছে,
কতই দিতেছে কিরে॥

ভগীরথ জননীর নিকট বিদায়॥

তোমায় সঁপিলাম তনয়ে। রাখ অভয়ে অভয়ে॥ হর হৃদাম্বুজ সোহাগিনী, হরি পদ রজ বিহারিনী, সর্ব্বেশ্বরী সুর শৈবলিনি, উর শিবে সন্তান জয়ে॥ কর্ম্ম রূপা ধর্ম্ম স্বরূপিনি, মহা কলহ নিনাদিনি, সঁপি মন পঙ্কজিনী, চরণ পঙ্কজ দ্বয়ে॥

পয়ার।

না শুনে মায়ের বাক্য, বিনিয়া বিনিয়া।
ভগীরথ কহে কথা, সুধায় জিনিয়া॥
কি বুঝিলে কি ভাবিলে, কি করিলে মনে
মা হয়ে এমন কথা, কহিলে কেমনে॥
আমি চাই পিতৃ কাজ, তুমি কর মানা।
ধর্ম্ম পথে জননী গো, কেন দেও হানা॥
ধরম করমে বাধা, দেই যেই জন।
এক মুখে তার পাপ, না যায় বর্ণন॥

জানিয়া শুনিয়া বল, এ কোন বিচার।
বিদায় করিতে মাগো, কি দায় তোমার ॥
যদি না বিপদে হৈল, রক্ষের কারণ।
কোন কাজে লাগে বল, কৃপণের ধন ॥
তেমনি সে পিতৃ কাজ, রহিত সন্তান।
থাকা আর নাহি থাকা, উভয় সমান ॥
বিচার করিয়া বল, তবে হয় কাজ।
নতুবা সংসারে আসি, পাইলাম লাজ ॥
না চাহি ধর্ম্মের পানে, না করে বিচার।
যে কহে বিফল কথা, কি ফল তাহার ॥
আপনি সকল জান, ধরম করম।
জানিয়া নিষেধ কর, এ কোন মরম।
পিতৃ লোক উদ্ধারের, কারণ তনয়।
তাহে বিপরীত হৈলে, বিপরীত হয় ॥
মনুর সংহীতা তন্ত্রে, শুনিয়াছি সার।
পিতা মাতা আচার্য্যের, আজ্ঞা মূলাধার ॥
তেঁই সে কারণে সাধি, চরণে ধরিয়া।
বিদায় করহ মাতা, করুণা করিয়া ॥
এ কথা শ্রবণে ধনি, করিয়া শ্রবণ।
কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া ধরে, তনয়ে তখন ॥
আরেরে বাছনি শুনি, একি পরমাদ।
জনকের শির মণি, কনকের চাঁদ ॥
কুলের তিলক তুই, অযোধ্যার ধন।
স্নেহের রতন মণি, দেহের জীবন ॥

কি কব অধিক বাছা, ধিক্ ধিক্ মোরে।
কেমনে পাশরি মুখ, ছাড়ি দিব তোরে ॥
এত বলে সত্যবতী, ডাকে উত্তরায়॥
কোথায় তারিণী গঙ্গে, পুত্রে লহ পায় ॥
তোমারে সঁপিনু সুত, তুমি দেহ জয়।
আমারতো নয় পুত্র, তোমার তনয় ॥
জগতের মাতা তুমি, জগতের সার।
যে করে তোমার আশা, তুমি হও তার ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, তুমি মহাকাল।
সকল ব্যাপিত তুমি, আকাশ পাতাল ॥
ঘটে আছ পটে আছ, আছ সব ভূতে।
চরণ আশ্রয় দেহ, ভগীরথ সুতে ॥
জলে হকু স্থলে হকু, বনে বা কোথায়।
যে রূপে যে খানে পার, রাখিবেন পায় ॥
দুর্গে গো দুর্গতি হরা, তুই মা কোথায়।
দুর্গমে পড়েছে দাসী, কে রাখিবে পায় ॥
তুমি দেছ ভগীরথে, তুমি লহ কোলে।
এ যেন ভাসে গো তোর, দয়ার হিল্লোলে ॥
সপিনু তনয়ে আমি, চরণে তোমার।
তোমার করুণা রক্ষা, কারণ আমার ॥
কোথা আছে কৃষ্ণ চন্দ্র, ভুবনের মুল।
অকুলে দাসীর সুতে, তুমি দিও কুল ॥
বন্দিনু দেবতা কোটি, আদি দেবরাজ।
সিদ্ধি দাতা গণপতি, সিদ্ধি কর কাজ ॥

যত দেব যত দেবী, যত গুরু জন।
রসিক কহিছে হও, কল্যাণ কারণ॥

ভগীরথের শিব আরাধনা।

জয় শিব শঙ্কর। প্রসীদ প্রসীদ নীল কণ্ঠ হর॥ ধনেশ জনেশ গণেশ পিতা, স্বরেশ সুরেশ দীনেশ মিতা, অশেষ বিশেষ গুণ যুতা, নিত্য নিরঞ্জন, বিশ্বেশ্বর॥ মরণ হরণ শরণ ময়, তারণ কারণ চরণ দ্বয়, ধারণ কারণ রসিক কয়, দেহিমে নিদয় পদো পর॥

পয়ার।

এই রূপে সত্যবতী, বিস্তর কহিয়া।
বিদায় করিলা সুতে, কান্দিয়া কান্দিয়া॥
স্মরিয়া দুর্গার নাম, শিশু যায় বন।
হৃদয়ে জাগিছে মাতা, গঙ্গার চরণ॥
অন্তরে অশেষ ভয়, বিশেষ পশুর।
তথাপি সাধনে নাই, শিশুর কশুর॥
ভাবিয়া গঙ্গার পদ, প্রবেশিয়া বন।
যোগাসনে বসি করে, শিবের সাধন॥

করিলা বিস্তর স্তব, কহিতে বিস্তর।
কোথাহে করুণাময়, আশুতোষ হর॥
তুমি বেদ তুমি বিধি, তুমি তন্ত্র সার।
তুমি জগতের গতি, জগৎ তোমার॥
প্রবৃত্তির সার তুমি, নিবৃত্তির মূল।
তুমি জীব তুমি জাতি, তুমি সর্ব্ব কুল॥
অনাদী অনন্ত তুমি, তুমি বিশ্বাধার।
তুমি রাজা তুমি রাজ্য, তুমি সে বিচার॥
তুমি স্বর তুমি সুর, তুমি সে সংগীত।
যে জানে সারের সার, সেইত পণ্ডিত॥
তোমারি সংসার সব, তোমারি বিষয়।
যাহারে তোমার দয়া, সেই ধন্য হয়॥
তুমি যাগ তুমি যজ্ঞ, তুমি যোগ ধ্যান।
তুমি যে পরম ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম জ্ঞান॥
দেহের বৈরাগ্য তুমি, বিবেকের রূপ।
গতায়াতে লিঙ্গ দেহ, আপনি অনুপ॥
চিৎস্বরূপ চিদানন্দ, চিতা ভস্ম গায়।
শ্মশানে সংসারে সম, জ্ঞান কেবা পায়॥
অজ্ঞানের জ্ঞান তুমি, জ্ঞানের মুকতি।
বুঝিতে তোমার অন্ত, কার বা শকতি॥
গলায় অস্থির মালা, কণ্ঠেতে গরল।
নিদয় কখন নহে, হৃদয় সরল॥
এইরূপে ভগীরথ, করিলেন স্তব।
হাজার বৎসর পরে, জানেন ভৈরব॥

স্তবে তুষ্ট শঙ্করের, কৃপা হৈল তায়।
আকাশ বাণীতে শিব, কহিলা উপায়॥
আরেরে ভকত ভগীরথ বাছাধন।
এ নব বয়সে তোর, যে দেখি সাধন।
যে তোর ভকতি দেখি, যে তোর মনন।
ত্বরায় করিবে গঙ্গা, ধরায় গমন॥
যে রূপ স্তবেতে তুষ্ট, জন্মালে আমার।
সেই রূপ স্তব তুমি, করহ গঙ্গার॥
শুনেছ হেমন্ত নামে, আছে গিরিবর।
তাহার দুহিতা গঙ্গা, রূপ মনোহর॥
অনেক পুণ্যের ফলে, তাঁর শুভ কাল।
হেনকার মেনকার, সমান কপাল॥
এখন উচিত গঙ্গা, সাধনের হেতু।
চিন্তার সাগরে বান্ধ, ভকতির সেতু॥
যখন হৃদয়ে আনি, ভকতি থুইবা।
কঠোর তপস্যা ফলে, গঙ্গায় পাইবা॥
চেষ্টা কর লভ্য হবে, জ্ঞানের অঙ্কুর।
শ্রম না করিলে কোথা, শ্রম যায় দূর॥
আকাশ বাণীতে পায়ে, গঙ্গার উদ্দেশ।
ভগীরথ করে হিম, আলয়ে প্রবেশ॥
কঠোর তপস্যা করে, ধেয়ানে বসিয়া।
রসিক কহিছে গঙ্গে, হের মা আসিয়া॥

ভগীরথের গঙ্গা আরাধনা।

ত্রিপদী।

তেয়াগিয়া অন্নাহার, বন ফল করি সার,
কঠোর তপস্যা করে রায় ॥
ত্যজে জীবনের ভয়, জীবন পানেতে রয়,
এইরূপে কত দিন যায়।
অনাহারে শুষ্ক দেহ, ওমা গঙ্গে দেখা দেহ,
সদা মুখে এমত বচন।
মনে যে সাধন ছিল, পঞ্চ তপা আরম্ভিল,
কত তার কহিব ব্যসন ॥
কারণে কারণ বারী, কঠোর করিল ভারি,
কারণ বুঝিতে কেবা পারে।
কত দিন বোয়ে যায়, মনে গঙ্গা গঙ্গা গায়,
গঙ্গা না ফিরিয়া চান তারে ॥
দারুণ ঘর্ম্মের কাল, তপনের তাপে ভাল,
বিষ যেন বরিষয় ঝাঁটি।
পতঙ্গ বিবরে ধায়, মাতঙ্গ শীতল চায়,
ফুটির সমান ফাটে মাটি ॥
সেইকালে ভগীরথ, পাইতে পুণ্যের পথ,
চারিদিকে জালিয়া পাবক।
ঊর্দ্ধ পদ অধোমুণ্ডে, নম্রমান অগ্নি কুণ্ডে,
ধন্য সেই মায়ের সেবক ॥

সে কঠোর করি সায়, কি কঠোর বরিষায়,
শরতে দুঃখের নাহি পর।
শিশিরে বসন হীন, কিবা রাত্তি কিবা দিন,
শীতে রন জলের ভিতর ॥
বসন্তে যোগীর মন, যোগে করে উচাটন,
মদনের তীক্ষ্ণ ফুলশরে।
মলয় বাতাস বয়, সাধক বাধক নয়,
ভগীরথ বোসে জপ করে ॥
বারোমাসে ছয় ঋতু, কদাচ না হয় ভীতু,
ভগীরথ সাধকের মন।
নাই তৃষ্ণা নাই ক্ষুধা, স্থধু গঙ্গা নাম সুধা,
অর্দ্ধনিশি পানেতে মগন ॥
এরূপ কহিব কত, অযুত বৎসর গত,
তবে গঙ্গা জানিলেন মনে।
ভকতে করিতে ছল, তখনি ভূতের দল,
পাঠালেন ভূতেশী কাননে ॥
লাগিল বিষম বাদ, ভৈরবের ভীমনাদ,
বেতাল বেতালে নাচে গায়।
দানা গায় তানা নানা, পিশাচে পাড়িছে হানা,
ঘোর দায় ঘুরুলে ঘটায় ॥
যোগিনীর ধেই ধেই, ডাকিনীর থেই থেই,
পেত্নীর নাচনি বা কত।
তবে ভগীরথে হেরে, বনের চৌদিক ঘেরে,
নাচিতে লাগিল ভূতশত ॥

ডাকি কয় আরে রে রে, বনমাঝে তুই কেরে,
কার বেটা বাড়ি কোথা তোর।
আপন মঙ্গল চাও, এখনি উঠিয়া যাও,
নতুবা প্রমাদ হবে ঘোর॥
কাল যাতে পরাজয়, থাকুক ভূতের ভয়,
সাধকের কি করিবে হানি।
মহা সিদ্ধ ভগীরথ, না দেয় যাইতে পথ,
কাণেব কুহরে ওই বাণী॥
কি করে ভূতের গোল, তাঁর সদা এই বোল,
দেখা দেহ কোথা মাতো গঙ্গে।
রসিক কান্দিয়া কয়, আর না বিলম্ব সয়,
লহ শিবে জলের তরঙ্গে॥

ভগীরথের নিকট গঙ্গার আগমন।

পয়ার।

দেখে শুনে ভক্ত ভগীরথের সাধন।
গঙ্গারে ভৈরব গিয়া, কহিলা তখন॥
ধার্ম্মিকের সার তিনি, সাধকের সার।
কে আছে তাঁহার তুল্য, ভকত তোমার॥
শুনিয়া চঞ্চল হৈল, পার্ব্বতীর মন।
স্থির নহে তীর সম, গেলেন তখন॥

যে খানে আছেন বসি, ভক্ত ভগীরথ।
ডাকিয়া বলেন বাছা, চাহ কোন পথ॥
এসেছি তোমার মাতা, আমি গঙ্গা এই।
লহ বর ভগীরথ, মনোরথ যেই॥
যে বর চাহিবে দিব, ওরে ভগীরথ।
চাহ সে করিয়া দিব, কৈলাসের পথ॥
ইন্দ্রের রাজত্ব চাহ, তাও দিতে পারি।
কিম্বা সে শমন পুরে, হও অধিকারী॥
অরুণের রথ লহ, বরুণের ভার।
কুবেরের চাহ যদি, লুটিতে ভাণ্ডার॥
তোমারে অদেয় নাহি, দিতে পারি সব।
যজ্ঞের আহুতি আর, স্বর্গের বৈভব॥
ভগীরথ বলে মাগো, তাতে নাহি আশ।
কাজ কি ইন্দ্রত্ব আর, কাজ কি কৈলাস॥
কাজ কি বৈকুণ্ঠ ধাম বিরিঞ্চির পুর।
করুণা করিয়া মনোদুঃখ কর দূর॥
অযোধ্যে নগরে মাগো, তপনের কুল।
যে বংশে সগর জন্মে, নরের শার্দ্দূল।
ষড়যুত পুত্র তার, কপিলের শাপে।
জীবন ত্যজিল তারা, কুবচন পাপে॥
সেই সে সূর্য্যের বংশে, আমি দুরাচার।
কেমনে করিব মাগো, কুলের উদ্ধার॥
কি হবে তারিণী গঙ্গে, এই ঘোর দায়।
আপনি উপায় কর, ভরসা ও পায়॥

যাতে দীন দিন পায়, বারেক চাহিয়া।
দীনের দুর্গতি হর, করুণা করিয়া॥
তুমি রাত্রি তুমি দিন, সন্ধ্যার আকার।
তুমি সে বিনাশ কর, মনের আঁধার॥
কি আর বলিব গঙ্গে, পতিতপাবনী।
সূর্য্যকুল উদ্ধারিতে, হইবে জননী॥
কৃপা করি ধরাধামে, করিয়া গমন।
প্রকাশি মহিমা মোর, পুরাও মা মন॥
পার্ব্বতী বলেন বাছা, ওই বড় দায়।
সকল পারিব কিন্তু, না যাব ধরায়॥
ব্রহ্ম কমণ্ডলে থাকি, বিরিঞ্চির পাশ।
কেমনে করিব আমি, ব্রহ্মারে নৈরাশ॥
বিরিঞ্চি দিবেন কেন, যাইতে তথায়।
রাজা বলে কি কারণে, বঞ্চ মা আমায়॥
স্বর্গমর্ত্ত রসাতল, সকল আপুনি।
ব্রহ্ম রূপ ব্রহ্মার জননী হেন শুনি॥
পার্ব্বতী বলেন ব্রহ্মা, ভকতের সার।
তেকারণে বাঁধা আছি, নিকটে তাহার॥
ব্রহ্মার তপস্যা তুমি, কর এইক্ষণ।
রসিক কহিছে তবে, পাইবে চরণ॥

ভগীরথের ব্রহ্মা আরাধনা।

ভুলনা দেখে দিনভ্রান্ত। স্থর নরকান্ত
ওহে কর নরকান্ত ॥ হরি নাভী পদ্ম,
বাসী, দেহ পাদ পদ্ম আসি, শ্রীচরণ
অভিলাষী, রসিক নিতান্ত ॥

পয়ার।

এতবলে গঙ্গা যান, আপনার ঠাঁই।
ভগীরথ বলে কোথা, রহিলে গোঁসাই ॥
কোথা হে সাবিত্রী পতি, ত্রিলোকের ধন।
কর্ম্মের কারণ তুমি, ধর্ম্মের কারণ ॥
সৃজন করিলে সৃষ্টি, বিধি আর বেদ।
যেই তুমি সেই ব্রহ্মা, সেইত অভেদ ॥
বিকার বিহীন বিভু, নিরাকার যেই।
ভক্তের কারণ তুমি, সাকারেতে সেই ॥
সকলে ব্যাপিত তুমি, জলস্থল বন।
তোমার নিয়মে ফিরে, ভাস্কর পবন ॥
তোমার সৃজন জীব, তোমাতে বৈভব।
তুমি রাখ তুমি মার, তুমি হর সব ॥
তুমি দাও কুল শীল, তুমি দাও মান।
মুকতি যুকতি তব, বেদের বিধান ॥
এইরূপে ভগীরথ, করিলেন স্তব।
স্বস্থানে থাকিয়া ব্রহ্মা, জানিলেন সব ॥
আসিয়া বলেন বর, লহ ভগীরথ।
বর লয়ে মুক্ত কর, মানসের পথ ॥

ভগীরথ বলে বর, কি দিবে গোঁসাই।
হইলে আদেশ তব, গঙ্গা লয়ে যাই॥
বিরিঞ্চি বলেন বাছা, এ আর কেমন।
কেমনে কহিলে তুমি, বচন এমন॥
আমার সাধন ধন, তুমি চাও নিতে।
চাহিলে কেমনে আমি, পারিব তা দিতে॥
কোরেছি কঠোর কত, পাইয়াছি তেঁই।
গুরু দত্ত তত্ত্ব মণি, কেবা কারে দেই॥
যে বলিলে সে বলিবে, না বলিবে আর।
ও কথা কাণের বিষ, জাতুরে আমার॥
অপর চাহিবে যাহা, লহ এইক্ষণে।
ওকথাটী আর কভু, এনো না বদনে॥
আপনি যেমন কর, তেমন আশয়।
ইথে বিপরীত হৈলে, বিপরীত হয়॥
ভগীরথ বলে যদি, না দিবে গঙ্গায়।
কাজ কি বরেতে আর, কাজ কি তোমায়॥
জানিনু যেমন তুমি, গুণের আকর।
তুমি যাও ব্রহ্মলোক, আমি যাই ঘর॥
অভাগার ভাগ্য কোথা, ভাল হইয়াছে।
আমার কপাল তব, কিবা দোষ আছে॥
তুমি বল ভাল করি, ভালে করে দূর।
দাতাত নিষ্ঠুর নয়, কপাল নিষ্ঠুর॥
এই রূপে ভগীরথ, কহিতে বচন।
উভয় শঙ্কট হৈল, ব্রহ্মার তখন॥

কি করে ভক্তের কথা, এড়াইতে দায়।
অঙ্গিকার করিলেন, সঁপিতে গঙ্গায়॥
তবেত গঙ্গার বেগ, করিতে ধারণ।
ভগীরথ আরম্ভিল, শিবের সাধন॥
ওখানেতে ব্রহ্মপুরে, বিরিঞ্চি যাইয়া।
গঙ্গারে বুঝান সব, সম্বাদ কহিয়া॥
জাহ্নবী বলেন কেন, কৈলে হেন পণ।
কেমনে যাইব আমি, মেদিনী ভুবন॥
কলিতে হইবে মহা, পাতক অশেষ।
শূদ্রেতে করিবে যত, ব্রাহ্মণের দ্বেষ॥
ব্রাহ্মণে করিবে সব, কুনীতি অভ্যাস।
না করিবে সন্ধ্যা যপ, না করিবে ন্যাস॥
মায়ে না পালিবে পুত্র, কলত্রে তুষিবে।
অবিচার যত সব, কলিতে হইবে॥
অধিক হইবে নষ্ট, রমণীর কুল।
পাপ কথা কয়ে সব, হারাইবে মূল॥
এমন জানিয়া আমি, কেমনে যাইব।
যাইতে মরমে ব্যথা, অধিক পাইব॥
রসিক কহিছে মাগো, কেন ভাব আর।
হইবে কলির পাপ, করিবে নিস্তার॥

গঙ্গার আগমন।

চলে গঙ্গা কত রঙ্গে। তর তর তর তর
জলের তরঙ্গে॥ কুল কুল কুল কুল
ডাকিছে সঘনে, চিক চিক চকমক রবির
কিরণে, কল কর কল কল শব্দ কি
জীবনে, গমন শমন ভয় ভঙ্গে॥

পয়ার।

তবে বিধি বিধিমতে, গঙ্গায় কহিতে।
সম্মতা হলেন মাতা, ভূলোকে আসিতে॥
হেথা রাজা ভগীরথ, সাধকের শেষ।
কৈলাসে কহিল গিয়া, শিবেরে বিশেষ॥
কি করি উপায় গঙ্গা, কহিলেন যেবা।
উদ্বেগ হইল বেগ, ধরিবেক কেবা॥
শঙ্কর বলেন বাপু কি ভাবনা তার।
প্রতিজ্ঞা করিনু বাছা আমার সে ভার॥
শুনে তুষ্ট ভগীরথ ব্রহ্মপুরে গিয়া।
কহিল ব্রহ্মার কাছে বিশেষ করিয়া॥
ব্রহ্মা শুনে সেই কথা জননীরে কন।
তবে অতি বেগবতী ভগবতী হন॥
তীর সম নীর তাঁর বেগেতে ধাইয়া।
পড়িছে শিবের শিরে থাকিয়া থাকিয়া॥
বিষম জলের ডাক করে কুল কুল।
না পারি সহিতে শিব হইলা আকুল॥

নকুল ব্যাকুল হয়ে ক্রোধে করি ভর।
রাখিয়া জটায় গঙ্গা হাজার বৎসর॥
হায় গঙ্গা কোথা গঙ্গা বলিয়া বলিয়া।
ভগীরথ কান্দে কত বিনিয়া বিনিয়া॥
গঙ্গা দেহি গঙ্গা দেহি গঙ্গা দেহি হর।
ববম ববম বম বম মহেশ্বর॥
প্রসীদ প্রসীদ হর কৈলাসের পতি।
কোথায় রাখিলে গঙ্গা অগতির গতি॥
এই যে তোমার শিরে হইলা পতন।
জানত পায়েছি কত যতনে রতন॥
তোমার প্রসাদে মাকে আমি যাই লয়ে।
আশুতোষ দেহ গঙ্গা আশুতোষ হয়ে॥
তবে কত দিনে শিব হাসিয়া হাসিয়া।
জটা হৈতে দেন গঙ্গা বাহির করিয়া॥
উদ্ধার করিতে সব সগর সন্তান।
তিনধারা হয়ে গঙ্গা তিন ঠাঁই যান॥
মন্দাকিনী স্বর্গপুর ভোগবতী তল।
চলিলা অলক নন্দা অবনীমণ্ডল॥
আগে যান ভগীরথ পথ দেখাইয়া।
পড়িল গঙ্গার নীর হিমালয়ে গিয়া॥
পর্ব্বত গহ্বরে পড়ি চারিদিকে ধান।
ত্রিপথ গামিনী পথ খুজে নাহি পান॥
কহিলেন ভগীরথে ঐরাবতে চাই।
সাধনা করহ তার তবে পথ পাই॥

দশনে চিরিয়া গিরি করিবেক পথ।
তবে সে চলিবে তোর মনোরথ রথ॥
জননী কহিলা যদি বচন এরূপ।
মায়ের আজ্ঞায় তবে গজে ভজে ভূপ॥
সে নহে সামান্য গজ দেবের সমান।
কত দিনে রাজারে হইল দয়াবান॥
বলিল গঙ্গারে বল ভজিতে আমায়।
ভগীরথ সেই কথা মায়েরে জানায়॥
গঙ্গার হইল ক্রোধ গজের উপর।
রসিক কহিছে সবে শুন অতঃপর॥

ঐরাবতের প্রতি গঙ্গার রোষ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

গজেতে করিল দোষ, গঙ্গার হইল রোষ,
বলে একি বিপরীত হায়।
নিচ মুখে উচ্চ কয়, বল হীনে সয়ে রয়,
বলিষ্ঠ সহিবে কেন তায়॥
পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি, সিংহের উদর চিরি,
শৃগালে করিবে রক্তপান।
বামনে ধরিবে চাঁদ, একি শুনি পরমাদ,
দেখিব কেমন বলবান॥

পশু হয়ে এত নাট, আমারি উপরে ঠাট,
হায় দুঃখ জানাইব কায়।
বল বুদ্ধি আর ধন, পায় যদি নীচ জন,
মহতে ভাবয়ে তৃণপ্রায়॥
এখনি আসিতে বল, তবেত বুঝিব বল,
মম বেগ করুক ধারণ।
জিনিলে আমার ঠাঁই, যে বলে করিব তাই,
দেখা যাকু বলিষ্ঠ কেমন॥
রাজা কয় ঐরাবতে, ঐরাবত সেই মতে,
মত্ত করি আইলেন তবে।
করী না করিল ভয়, যেখানে শঙ্করী রয়,
দাঁড়াইল করী অরি রবে॥
তবে গঙ্গা বেগে ধায়, বিষম তরঙ্গ তায়,
বহে ঢেউ পর্ব্বত সমান।
কুলকুল ঘন ডাক, লাগিলে জলের পাক,
এক তৃণ হয় শতখান॥
সে জল যেখানে পড়ে, গর্ব্বেতে পর্ব্বত নড়ে,
পাহাড় ভাঙ্গিয়া করে চুর।
বাজে যেন পড়ে বাজ, মেঘের হইল লাজ,
পশ্চাৎ কেশরী কত দূর॥
কুল কুল কল কল, রবে ক্ষিতি টল টল,
কোথায় পড়িয়া রহে করী।
জলের তরঙ্গ যায়, ঐরাবত খাবি খায়,
কে আর তুলিবে তায় ধরি॥

ভয়ে করী কম্পমান, গঙ্গা গঙ্গা গুণ গান,
বলে প্রাণ রাখগো শঙ্করী।
যেমন করেছি গর্ব্ব, তেমনি হইল খর্ব্ব,
জানিলাম তুমি সর্ব্বেশ্বরী॥
তুমি শোক তুমি রোগ,তুমি মা জীবের ভোগ,
শিবের সর্ব্বস্ব তুমি শিবে।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, ওমা অগতির গতি,
আর কেন নাশ ক্ষুদ্রজীবে॥
বুঝেছি যেমন বল, পাইয়াছি প্রতিফল,
কৃপায় পামরে কর দয়া।
তুমি কৃষ্ণ তুমি জীব, তুমি সেই সদাশিব,
বেদে ব্রহ্ম তুমি গো অভয়া॥
বুঝিয়া গজের মতি, তুষ্টা হৈলা ভগবতী,
প্রাণ রক্ষা করিয়া তাহার।
বেগেতে চলিল জল, জল করে কল কল,
তরঙ্গ বহিছে অনিবার॥
লাগিয়া গঙ্গার ঢেউ, বাকী না রহিল কেউ,
যেবা মার পরশ পাইল।
সকলে বৈকুণ্ঠে যায়, রসিক আনন্দে গায়,
যেইরূপে জাহ্নবী আইল॥

জাহ্নু মুনির গঙ্গাপান করা।

মায়ের কি মহিমা বলিহারি। যম গম তম নাশ কারণ কারণ বারী। তরঙ্গে তরঙ্গ কত, পাতক তরঙ্গ হত, ভবের তরঙ্গ যত, বিনাশ তরঙ্গে তারি॥

পয়ার।

এ রূপে নাশিয়া ঐরাবতের গৌরব।
করিয়া চলিল গঙ্গা কুল কুল রব॥
উপনীত হোয়ে জহ্নু মুনির আশ্রম।
সেখানে জলের বড় বাড়িল বিক্রম॥
আছিল একক মুনি যোগেতে বসিয়া।
গেল সে মুনির কোশা তরঙ্গে ভাসিয়া॥
ভাঙ্গিয়া মুনির ধ্যান কম্পিত হৃদয়।
অন্ত গিয়া রস হৈল রোষের উদয়॥
পড়িয়া যোগীর যোগে আর কোথা যান।
ধরিয়া গণ্ডুষে মারে মুনি করে পান॥
তবে রাজা ভগীরথ গঙ্গা না দেখিয়া।
হইল উন্মাদ প্রায় ভাবিয়া ভাবিয়া॥
হায় মা কোথায় গঙ্গা কোথা আমি যাই।
যাইলে মায়ের দেখা কোন খানে পাই॥
কে নিল গঙ্গায় হরি কে সাধিল বাদ।
হায়! হায়! হায়! বিধি, একি পরমাদ॥

হায়রে কপাল দোষে মর্ম্মে মরেরই।
আমি বলি দুখে ছাড়ি দুঃখছাড়ে কই॥
ভাগ্যে না থাকিলে ভোগ কে কারে ঘটায়।
বঁড়'সর গাঁথা মাচ চিলে ধরে খায়॥
এইরূপে ভগীরথ বিস্তর ভাবিয়া।
মুনিরে মিনতি করে কান্দিয়া কান্দিয়া।
সদয় হইয়া মুনি কতকাল বই।
ডাকিয়া বলেন আরে মাভৈ মাভৈ॥
না কর ভাবনা বাছা জননীর তরে।
ব্রহ্মাণ্ড উদরে যার সে মোর উদরে॥
আরে বাছা ভগীরথ বাঞ্ছা যেই ছিল।
তোর পুণ্যে মোর জন্ম সার্থক হইল॥
উদর পবিত্র হৈল পাপ গেল দুর।
তাপের বিনাশ হৈল বাপের ঠাকুর॥
অনেক ভাবিয়া মুনি অনেক বিচারি।
উরুত চিরিয়া গঙ্গা করিলেন বারি॥
একবার হয়ে জহ্নু মুনির আহার।
এ হেতু জাহ্নবী নাম হইল তাহার॥
তথা হৈতে মহাদেবী মহাবেগে যান।
কত কব এড়াইল কতমত স্থান॥
তবেত প্রয়াগে মাতা আসিয়া তখন।
ভগীরথে জিজ্ঞাসিলা পথের কারণ॥
সেইখানে সরস্বতী যমুনার দেখা।
অদ্যাপি রয়েছে তার মাঝে খাল রেখা॥

কি কব তিনের যুক্তে মহিমা অপার।
এই হেতু যুক্তবেণী নাম হৈল তার॥
মস্তক মুণ্ডন করি যেবা সেই স্থলে।
পিণ্ড দেয় চারি ফল পায় সেই ফলে॥
অভয় মাগিয়া মাতা জাহ্নবীর পায়।
রচিয়া রসিকচন্দ্র গঙ্গাগুণ গায়॥

সগর বংশ উদ্ধার

পয়ার।

প্রেয়াগে পশ্চাৎ করি হর্ষিতা হইয়া।
চলিলা অচল কন্যা তরঙ্গ বহিয়া॥
নানা দেশ এড়াইয়া ছাড়াইয়া দুর।
কাশিতে আসিতে সুখ হইল প্রচুর॥
তবেত ত্রিবেণী আসি উপনীত হন।
দ্বিতীয় প্রেয়াগ যারে পণ্ডিতেরা কন॥
সেখান হইতে পূর্ব্বে যমুনার গতি।
পশ্চিম দিকেতে যান দেবী সরস্বতী॥
যুক্ত ছিল তিনজনে মুক্ত হয়ে যান।
যুক্তবেণী মুক্তবেণী একই সমান॥
সেখান হইতে গঙ্গা বাহির হইয়া।
দরশন দিল বৈদ্য বাটীতে আসিয়া॥

কলীকাতা কালীঘাট গড়িয়ার বন।
পশ্চাৎ রাখিয়া করে দক্ষিণে গমন ॥
ব্যস্ত হয়ে যান মাতা সুস্থ নাহি রন।
সুধামুখী শশীমুখী শতমুখী হন ॥
এমনি চলিল গঙ্গা কুল কুল ডাকে।
তীর তারা উল্কাপাৎ কোনখানে থাকে ॥
পবন হরিয়া যায় দেখে যায় বেগ।
মনের অধিক হয় মনের উদ্বেগ ॥
পাতালে পড়িয়া জল চারিদিকে ধায়।
যেখানে সগর সুত ত্যজিয়াছে কায় ॥
জলের পরশে ফুটে হৃদয় অম্বুজ।
এক এক জন হৈল চারি চারি ভুজ ॥
ধন্যরে সগর পুত্র ধন্য ভগীরথ।
আইল ত্রিদশ হৈতে কুসুমের রথ ॥
শুবেত চড়িয়া সেই রথের উপর।
ভগীরথে ডাকিয়া কহেন পরস্পর ॥
ধন্য পুত্র ভগীরথ ধন্যরে তোমায়।
ধন্য তোর রত্নগর্ভা সত্যবতী মায় ॥
কি বলিব তোর গুণ কি কহিব আর।
মহাপাপী পূর্ব্বকূলে করিলে উদ্ধার ॥
গুণেতে শীতল করে সকলের প্রাণ।
কুলের সুপুত্র আর ফুলের আঘ্রাণ ॥
সুজনের বুদ্ধি আর দিবসের আল।
বুঝিয়া দেখরে বাছা সবাকার ভাল ॥

এমত বিস্তর বাক্য কহিয়া তখন।
আলিঙ্গন দিয়া করে বদন চুম্বন ॥
চিরজীবি হও বাছা সদা রও সুখে।
আশীর্ব্বাদ তোরে কি করিব একমুখে ॥
যে কাজ করিলি বাছা কহিব কি আর।
ধরাধামে এই যশ ঘুষিবে তোমার ॥
এতেক বলিয়া সবে হইয়া বিদায়।
পুষ্পক বিমানে চড়ি বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥
যে যেখানে জীবজন্তু, যত মরে ছিল।
মায়ের পরশে সব, তরিয়া চলিল ॥
এক জন হৈতে হয়, জগতের হিত।
সে জন কেমন জন, বুঝহে পণ্ডিত ॥
ধন্য সেই ভগীরথ, ধন্য তার মন।
দেশের মঙ্গলকারী, যাহার সাধন ॥
অনেক সুজনে করে, দশ দিক আল।
কে কোথা কুজনে কার, করিয়াছে ভাল ॥
সেই হৈতে এই গঙ্গা, আইল ধরায়।
প্রণাম কররে মন, জাহ্নবীর পায় ॥
বুঝিয়া শুনিয়া চল, ধন্যবাদ রবে।
রসিকেরে যেন তুমি, ডুবাইওনা ভবে ॥

সগর বংশ উপাখ্যান সমাপ্ত।

দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান।

কালী না ভজিয়া ওরে মন। এ ভব সংসারে কর কি ধন সাধন॥ না বলিলি কালী কালী, কালীপদে না বিকালি, কোথায় লুকালি কালী, ভকতি সেধন॥ মাখিয়া বিষয় কালি, কাটাইলি চির-কালি, রসিকের আজিকালি, নিকট মরণ॥

পয়ার।

জীবন সঁপিয়া মাতা, জাহ্নবীর পায়।
ভূষিত কররে গঙ্গা, মৃত্তিকায় কায়॥
কালীঘাটে কালীকারে, প্রণাম করিয়া।
চলরে শ্রীবৃন্দাবন, হর্ষিত হইয়া॥
শুনেছি এ কালীঘাট, পীঠের প্রধান।
বিশেষ বৃত্তান্ত কই, শুন সে বিধান॥
দক্ষের যজ্ঞেতে সতী, ত্যজিলেন কায়।
শোকেতে মোহিয়া শিব, লইল মাথায়॥
সেই সে সতীর অঙ্গ, কেশব কাটিল।
কহিব একান্ন পীঠ, যে মতে হইল॥

যে হেতু করিল যজ্ঞ, দক্ষ প্রজাপতি।
যে হেতু যজ্ঞেতে কায়, ত্যজিলেন সতী॥
বলিব বৃত্তান্ত তার, বিশেষ করিয়া।
সুস্থির হইয়া মন, শুন মন দিয়া॥
পূর্ব্বেতে করিল যজ্ঞ, ভৃগু মুনিবর।
যজ্ঞেতে আইল যত, দেবতা কিন্নর॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি, আইসে বহুতর।
নারায়ণ পরায়ণ, বিধির বিস্তর॥
এ হেন সময়ে দক্ষ, তথায় আইল।
বিধি বিষ্ণু হর বিনা সবে সম্ভাষিল॥
দক্ষের দুহিতা সতী জামাতা শঙ্কর।
শঙ্কর না সম্ভাষিল হৈল ক্রোধান্তর॥
স্ববাসে আসিয়া কৈল যজ্ঞ আরম্ভন।
নারদেরে নিমন্ত্রণে কৈল নিয়োজন॥
বিশেষ করিয়া দক্ষ বলয়ে তখন।
নিমন্ত্রণ যেরূপ করিবে তপোধন॥
ভুবনে যতেক আছে, সুরাসুর নর।
সকলে বলিবে মাত্র, বাকী সেই হর॥
দক্ষের আজ্ঞায় মুনি নারদ তখন।
হাসিয়া হাসিয়া গেল হরির ভবন॥
বিনায়ে হরির গুণ বীণায় গাইয়া।
প্রণমিল হরিপদ, পঙ্কজে পড়িয়া॥
কেশবে এ সব কথা কহিয়া সত্বর।
উত্তরে ব্রহ্মার স্থান উত্তর উত্তর॥

পাতাল ভূতল স্বর্গ সকলে কহিয়া।
ভাবিল এখন কব কৈলাসেতে গিয়া॥
হরের নিকটে কথা করিয়া প্রকাশ॥
করিব এ ছার যজ্ঞ এখনি বিনাশ॥
শুনিতে বিস্তর দুঃখ কহিতে অশেষ।
পতঙ্গ হইয়া করে মাতঙ্গের দ্বেষ॥
সিংহের উপরে কেন শৃগালের রোষ।
হায় বিধি নির্ব্বোধের পদে পদে দোষ॥
এত কেন অহঙ্কার একি অভিলাষ।
যেখানেতে তমঃ গুণ সেইখানে নাশ॥
এতেক ভাবিয়া মুনি বাধাইতে বাদ।
কৈলাসে শিবেরে গিয়া কৈলা সে সংবাদ
শুনিয়া হাসিল শিব ইঙ্গিতে ভাষিল।
বলিতে সতীর কাছে নিষেধ করিল॥
নারদ কহিল যাতে তোমার বারণ।
তবে সে কহিব আমি কিসের কারণ॥
একে তিনি রণজয়ী আরে পাবে গোল।
ত্বরায় তুলিয়া দিবে যাব যাব বোল॥
এরূপে নারদ কহে প্রবোধের বাণী।
রসিক কহিছে গেল যথায় শিবানী॥

সতীর নিকটে নারদের গমন।

তারা নামে বাজয়ে সেতারা। বল যে গোবিন্দ সেতারা॥ স্বর্গে দেবতারা তারা, সদা বলে তারা তারা, সন্দেহ তারার গুণ, জানেন জানে সেতারা। সুধাংশু তপন তারা, যার আজ্ঞাবর্ত্তী তারা, শিব নয়নের তারা, রসিক ভাবে সে তারা॥

পয়ার।

বিনায়ে সতীর গুণ বীণায় গাইয়া।
চলিল নারদ বেগে নাচিয়া নাচিয়া॥
তারিণীর বিদ্যমান গিয়া কহে বাণী।
কহিব দুঃখের কথা শুনগো ভবানি॥
তোমার জনক দক্ষ গুণের ঠাকুর।
যে কোরেছে যজ্ঞ শুনে দুঃখ হয় দূর॥
নিমন্ত্রণ করিয়াছে সকল ভুবন।
কেবল রহিল বাকি দেব ত্রিলোচন॥
এইত দুঃখের কথা হরে জানাইতে।
নিষেধিল আশুতোষ তোমারে কহিতে॥
আমি না জানায়ে আজি কেমনে যাইব।
কেমনে এমন কথা গোপনে রাখিব॥

তোমাদের বাপে ঝিয়ে কিসের বিবাদ।
গমন উচিত বটে শুনিয়া সংবাদ॥
জামতা শ্বশুরে দ্বন্দ্ব সদা দেখা যায়।
জনকের দোষ কোথা ধরে দুহিতায়॥
আজিত রাগের বৃদ্ধি কালি হবে ক্ষয়।
করিলে ঝকড়া কোথা চিরদিন রয়॥
বুঝিয়া কর মা কাজ মনে ভাব ঐ।
দিন যায় ক্ষণ যায় কথা যায় কই॥
এতেক কহিয়া যদি গেল মুনিবর।
পতির নিকটে সতী চলিল সত্বর॥
বন্দিয়া পতির পদ কহিছেন সতী।
যাইতে জনক ঘরে দেহ অনুমতি॥
শুনিনু করেছে যজ্ঞ জনক আমার।
বারেক যাইব আজ্ঞা হইলে তোমার॥
শুনিয়া হরের হরে বদনের বোল।
বুঝিল নারদে বেটা বাধাইল গোল॥
কান্দিয়া বন্দিয়া পদ কহিছেন সতী।
আশুদোষ ক্ষম দোষ রাখহ মিনতি॥
ভাবিছ অপার কেন গণিছ প্রমাদ।
আমি সে কুমুদ তুমি গগণের চাঁদ॥
আমি সে তোমার নাথ তুমি সে আমার
যেনে কি জাননা মন কেমন তোমার।
তুমি মোর ধন জন তুমি মোর বল।
তোমারি কুশলে হয় আমার কুশল॥

শুনিয়া শঙ্কর কন করেতে ধরিয়া।
কেমনে যাইব বল কেমন করিয়া॥
বিহনে আহ্বান কেন যাইতে চাহিলে।
কোথায় থাকিবে মান তার কি ভাবিলে॥
সতী কয় মহাশয় ভুলে রাখ মান।
যাইব পিতার ঘরে কিসের আহ্বান॥
সতীর বচনে নন সম্মত শঙ্কর।
দেবী হন দশবিদ্যা ক্রোধের উপর॥
ভয়েতে কম্পিত হর নাহি কন বাণী।
রসিক কহিছে ক্ষন্ত হও গো ভবানি॥

সতীর দক্ষালয়ে যাত্রা।

ত্রিপদী।

দেখে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, ভয়েতে কম্পিত হর,
বদনে নাহিক সরে বাণী।
উরু কাঁপে গুরু গুরু, হিয়া করে দুরু দুরু,
কি করি ভাবেন শূলপাণি॥
সতী যান রাগে রাগে, অন্তরে যাতনা জাগে,
কত না ভাবিছে ক্রোধভরে।
যাইয়া ক্ষণেক দূর, চাহিয়া কৈলাসপুর,
পড়িলেন বিপদ সাগরে॥

এক পদ বাড়াইয়া, আর পদ পিছাইয়া,
যাইতে ভাবেন কত দুঃখ।
মন হৈল ঘালাতন, প্রাণ করে উচাটন,
একলায় কোথা আছে সুখ॥
কি করি কোথায় যাই, কেমনে সম্মান পাই,
চৌদিকে বিপক্ষ সব হাসে।
এখানে হারানু কাজ, সেখানে পাইব লাজ,
হায়রে কুবুদ্ধি সব নাশে॥
ওখানে ভাবেন হর, কেমনে থাকিব ঘর,
কেমনে আসিবে মোর সতী।
নন্দীরে কহেন ধীরে, দেখ দক্ষনন্দিনীরে,
কোথা যান ত্যজিয়ে বসতি॥
আমার মঙ্গল চাও, নন্দীরে ত্বরায় যাও,
কি জানি ঘটিবে কোন দায়।
চঞ্চল হোতেছে মতি, কোথায় যাইল সতী,
বারেক দেখিয়া এস তায়॥
যাতে নাহি হয় দ্বন্দ্ব, যাতে না ঘটেরে মন্দ,
বারেক দেখরে চেষ্টা করি।
অন্তরে ভেবেছি যাহা, কাজেতে ঘটিল তাহা,
হায় হায় কি করে শঙ্করী॥
হরের আদেশ পায়, নন্দী মহাবেগে ধায়,
উপনীত নিকটে যাইয়া।
মায়ের চরণ ধরি, মিনতি প্রণতি করি,
বলে যাও কোথায় চলিয়া॥

দেশেতে কুরব হবে, কত লোকে কত কবে,
সন্তান হইয়া কত সব।
যেমন বাবার গুণ, তুমি তাঁর তিনগুণ,
আমিত নির্গুণ কত কব॥
লোকে কবে দশকথা, শরম পাইবে তথা,
মরম বুঝিয়া ফিরে চাও।
শঙ্করের রাখ মান, যাহে রবে তব মান,
কৈলাসে ফিরিয়া মাতা যাও॥
তুমি তায় পাবে সুখ, তাঁর যাবে মনোদুঃখ,
মানে মানে থাকিবেক মান।
যাহাতে চুদিক রয়, করিতে উচিত হয়,
কি বলিব আমিত সন্তান॥
নানা ছন্দে প্রবোধিয়া, নন্দী কয় বুঝাইয়া,
তারিণী কি শুনেন তখন।
রাগে২ চোলে যান, কোথা লাজ কোথা মান,
অভিমান অঙ্গের ভূষণ॥
মায়ের সঙ্গেতে নন্দী, চলিল চরণ বন্দি,
বুঝায়ে না ফিরাইতে পারে।
মনে মনে ভাবে দায়, রসিক আনন্দে গায়,
যেই শুনে সেই যায় পারে॥

সতীরে নন্দীর প্রবোধ বাক্য।

ভঙ্গ মালঝাপ।

রাগে যান, অপমান, নাহি পান, টের।
তবেত চরণে ধরি কহিছে কুবের ॥
কোথা যাও, ফিরে চাও, কেন দাও, দুঃখ।
কে দিল অন্তরে কালি কে হরিল সুখ ॥
নাহি সাজ, একি কাজ, বড় লাজ, পাই।
এ বেশে যাইবে কোথা এবে সে সুধাই ॥
ছাড় জোর, মাগো মোর, একি ঘোর দায়।
কুবারে বাবারে ফেলে যাইবে কোথায় ॥
সতী কন, বিবরণ, কৈতে মন দহে।
কি কব আমার প্রাণ যে অসুখে রহে ॥
পিত্রালয়, যজ্ঞ হয়, চক্ষে বয় জল।
সকলে বলিল বাকী আমায় কেবল ॥
কোন দোষে, আশু তোষে, আশুতোষে নাই।
দেখিতে পিতার যজ্ঞ আমি যাব তাই ॥
নাহি সুখ, যে অসুখ, নিম্নমুখ হয়।
পতির এ অপমান সতীতে কি সয় ॥
যক্ষ কয়, সবিনয়, যেতে হয় হবে।
শুনত দুঃখের কথা আমি কই তবে ॥
আগে বেশ, কর বেশ, তবে শেষ যাও।
এ বেশে যাইব বোলে লজ্জা কেন দাও ॥
লোকে কবে, ছিছি রবে, সেকি হবে ভাল।
কপালে মাণিক্ক নাই, গলায় কপাল ॥

যেন দীন, হীন ক্ষীণ, সুমলিন বেশ।
এলায়ে চরণতলে পড়িয়াছে কেশ॥
একি জ্বালা, মুণ্ডমালা, কানবালা ইশু।
দেখিয়া পাগলি কবে নগরের শিশু॥
চাও যত, দিব তত, মনোমত মণি।
বারেক আমার ঘরে এস গো জননী॥
এ কুবের, কিঙ্করের, চরণের আশ।
চিহ্নিত ভাণ্ডারী তব রয়েছে এ দাস॥
কোথা যাও, ফিরে চাও, পরে যাও ফিরা।
ভাণ্ডারে রয়েছে তব মণি মতি হীরা॥
নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত আর।
যে মণি চাহিবে দিব ভাবনা কি তার॥
আর কেন, ভাব হেন, মনে যেন রয়।
আমিত্ত চরণ ছাড়া কোনকালে নয়॥
মন মোর, আছে তোর, ভাবে ভোর হয়ে।
এস ওগো নিস্তারিণী সঙ্গে যাই লয়ে॥
আচড়িয়া, বিনাইয়া, বিনোদিয়া কেশ।
মস্তকে পরাব মণি অশেষ বিশেষ॥
একমনে সযতনে, শ্রীচরণে তবে।
আলোতায় সাজাইব আল তায় হবে॥
এস ঝাঁটী, মোর বাটী, পরিপাটি সাজে।
যতনে সাজাব তনু যেখানে যে সাজে॥
এই গীত, সুলোলিত, মনোনীত সার।
রচিল রসিকচন্দ্র রসের আগার॥

কুবেরের কৃত সতীর সজ্জা।

হররমণী কিবা সাজেরে। ছাঁদে কাঁদে
চাঁদে বাঁধে কাঁদে বিদ্যুৎ লাজেরে॥
রক্তপিণ্ড বিল্বদল, সহিত কারণ জল,
শোভে পদ নিরমল, শরক্রুহরাজেরে।
লম্বিত রতন মালা, বিধুমালা সুধাশালা,
বিরাজিতা দক্ষবালা, রসিকের মনো-
মাঝারে॥

পয়ার।

এইরূপে দক্ষরাজ বুঝাইয়া মায়।
সঙ্গেতে লইয়া নিজ নিকেতনে যায়॥
যতনে খুলিয়া সব রতনের খনি।
সাজায় যেখানে সাজে, যেইমত মণি॥
মাণিক্য হিরক মণি, মরকত কত।
অয়স পরশকান্ত, সূর্য্যকান্ত তত॥
কাহন্রে কাহনে মতি, মণি পণ পণ।
হীরায় ফিরায় আঁখি, কিরণ এমন॥
এসব মায়ের অঙ্গে, দিবায় দিবায়।
নিভায় নিবায় আল, তপনের ভায়॥
একপে পরায়ে সব, যতনে রতন।
কুবের তাকের কূপে, ডুবিল তখন॥

নয়নে গলিত ধারা, উল্লাসে আকুল।
শরীর লোমাঞ্চ যেন, কদম্বের ফুল॥
ভার্য্যারে ডাকিয়া ভাব, করিয়া প্রকাশ।
গদ গদ ভাবে কহে, আধ আধ ভাষ॥
কি কর প্রেয়সি বসি, দেখনা আসিয়া।
নয়ন সফল কর, বারেক হেরিয়া॥
শুনিয়াছি বিশ্বকর্ম্মা, চিত্রকর বটে।
এ রূপ তুলিতে নারে, তুলিতে সে পটে॥
কিবা মার ভঙ্গিভাব, কিবা গুণচয়।
ভাবিতে ভাবের ভাব, কত ভাব হয়॥
ভাবিনী হইয়া ভাব, ভাব বিনোদিনী।
ভবের ভাবিনী কত, ভাবের ভাবিনী॥
ডাকিয়া কুবের বাণী, কহিল যখন।
যক্ষিনীর চক্ষে নীর, বহিল তখন॥
কান্দিয়া কহিছে নাথ, একি দেখি আর।
এ পদে কি পায় শোভা, মাণিক্য তোমার॥
যাতে পায় পায় শোভা, আমি জানি সার।
বারেক চাহিয়া দেখ, সাজান আমার॥
বলিয়া তুলিয়া দেই, কমলের ফুল।
পঞ্চমুখী জবা তায়, শোভিত অতুল॥
চন্দনে চর্চ্চিত তায়, জাহ্নবীর জল।
সাজিল উত্তম পদ, কমলে কমল॥
ডাকিয়া যক্ষিণী কয়, বিনয় করিয়া।
হের দেখ প্রাণনাথ, বারেক চাহিয়া॥

হেরিয়া হর্ষিত হয়ে, কুবের তখন।
মস্তকে ধরিল ছুটি, মায়ের চরণ॥
রসিক কহিছে মাগো, দেখ এই ক্ষীণে।
এ দীনের ও দিন, হইবে কত দিনে॥

সঙ্কালয়ে সতীর গমন।

ওই আইল চম্পক বরণী। মন হবে গো হরের ঘরণী॥ দুর্ব্বা সচন্দন ভাগীরথি জলে, যুক্ত করি রক্ত জবা শতদলে, না জানি কে দিয়া চরণ কমলে, মোহিত করিল ধরণী॥ ভাস্কর সহিত বিধুর কীরণ, চরণ করেছে কি শোভা ধারণ, রসিকের ভব তারণ কারণ, হেররে চরণ তরণী॥

পয়ার।

এই রূপে বিধিমতে, সাজিয়া প্রচুর।
কণক বরণী যান, জনকের পূর॥
কি কব রূপের কথা, কি কহিব ছাঁদ।
থাকুক বদন হাতে, নখরেতে চাঁদ॥
হরিষ বিষাদে করি, একেত্রে মিলন।
চক্ষের নিমিষে যান, দক্ষের ভবন॥
মনের মানসে রূপ, নিরক্ষিয়া সব।
সতী এল সতী এল, পড়ে গেল রব॥

কেহ বলে কই কই, কেহ বলে ওই।
কেহ বলে একি রূপ, ওগো প্রাণ সই॥
কেহ বলে চল চল, আজি মনোমত।
দেখিব শুনিব আর, শুনাইব কত॥
কেহ বলে একি কথা, পাগলের প্রায়।
কি দেখিব কি শুনিব, কি শুনাব তায়॥
সেইত দুঃখিনী সতী, ভিখারীর নারী।
অন্নের অভাবে যার, চক্ষে বহে বারী॥
বিষম কুন্দুলে পতি, নারদের খুড়া।
কপালে আগুন মুখে, ছাই মাখা বুড়া॥
সিদ্ধিতে নিপুণ ছিছি, আই মা কি ভেকা।
সিন্ধে থাকে শ্মশানে, মাগিরে রাখি একা॥
সিদ্ধি খায় গাঁজা টানে, ধুতুরায় ভোর।
কটিতে বাঘের ছাল, ভুজঙ্গের ডোর॥
যেমন মিন্সের ভঙ্গি, মাগি তারোপরি।
পাগলের ঘরমাত্র, আগলেন হরি॥
আর জন বলে সই, এ কেমন বাণী।
সুখী হকু দুঃখী হকু, এ কেমন বাণী॥
যার ধন তাঁর ভোগ, তারি সুখ আছে।
সুখী দুঃখী সব সম, সুজনের কাছে।
ধনী হেলে ধনী কোন, বিলাইবে ধন।
নির্ধন যেমন দেখ, ধনীও তেমন॥
অমনি বিলায়ে ধন, কে করে প্রতুল।
ধন জন সব মিছা, নিনতিই মূল॥

বাক্যে যদি থাকে রস, ভাবে হয় যোগ।
বাক্যেতে যশের লাভ, যশে স্বর্গ ভোগ॥
এই রূপ কত কথা, হয়ে বয়ে যায়।
এ হেন সময়ে সতী, আইল তথায়॥
প্রসূতী আসিয়া কোলে, লইলেক সুতা।
পরমা রূপসী সতী, সর্ব্বগুণযুতা॥
উমা জগতের মায়, কোলে তুলে নিল।
মা এস মা এস বলে, বদন চুম্বিল॥
দেখিয়া সতীর সাজ, লাজে করি ভর।
কুলের কামিনীগণে, কহে পরস্পর॥
এ বলে উহারে সই, একি দেখি ছাঁদ।
একা সতী রূপে জিনে, তিন কোটি চাঁদ॥
যতনে রতন আনি, কে পরালে গায়॥
আমাদের আঁখি যেন, হীরায় ফিরায়॥
মতিকে লওয়ায় মতি, দেখিবারে চয়।
মণিতে মুনির মন, চুরি করি লয়॥
শুনেছি ভিখারী হর, ভিক্ষা মাগি খায়।
তবে কেন এতো সাজে সতীরে সাজায়॥
কোন ধনী বলে বুঝি, আনেছে চাহিয়া।
কেহ বলে কোথা পাবে, না পাই ভাবিয়া॥
না থাকিলে থাকে ধন, আমি জানি ক্রম।
যদি এ সংসার মাঝে, থাকয়ে সম্ভ্রম॥
এরূপে রমণীগণে, কহিতেছে বাণী।
রসিক কহিছে দয়া, করগো ভবানি॥

সতীর কৃত প্রসূতীর ভর্ৎসনা।

লঘুত্রিপদী।

অভিমানে সতী, কহিছে ভারতী,
মা তোর কঠিন মন।
জননীর কন্যা, যদি হয় কন্যা,
বর্জ্জে তারে কোন জন॥
আমিত দুঃখিনী, তোমার নন্দিনী,
জামতা ভিখারী হর।
এত কেন রোষ, যদি করে দোষ,
তথাপি সে নহে পর॥
মত্ত ধুতুরায়, আর বিষ খায়,
সঞ্চয় নাহিক ধন।
কি বলিয়া ছার, দোষ ধর তার,
তোরা বা কেমন জন॥
জনক যেমন, জননী তেমন,
দোঁহার কঠিন মন।
করি এই যাগ, শিবে যজ্ঞ ভাগ,
দিবিনে মা এ কেমন॥
নিমন্ত্রণ পত্র, লিখিয়া সর্ব্বত্র,
পাঠাইলে জনে জনে।
জামতা তোমার, অপমান তার,
করিলে মা কি কারণে॥

সুরাসুর নরে, যেবা যজ্ঞ করে,
শিবে ভাগ দেয় সবে।
বঞ্চে যেই জন, শুনেছি এমন,
সে যজ্ঞে বিপদ হবে॥

যা ভাল বুঝেছ, তাহাই কোরেছ,
তাহাতে কি কায মোর।
যেই সদানন্দ, সেই যেন মন্দ,
আমি কি করিনু তোর॥

কেমন কঠিন, দয়ামায়া হিন,
চির দিন দেখি তোর।
সদত উল্লাসে, রহ স্বীয বাসে,
জাননা কি দুঃখ মোর॥

ভিক্ষায় জীবন, হয় মা যাপন,
অধিক কি কব আর।
ঘটে না এমন, কভু অর্দ্ধাশন,
কোন দিন অনাহার॥

পরিধেয় বাস, শিবে কৌপীনখান,
কভু দেন বাঘছাল।
কি কব জধিক, ধিক ধিক ধিক,
যে দুঃখে কাটাই কাল॥

পিতা যজ্ঞ করে, বলে পরে পরে,
ভাবিয়ে ছিলাম মনে।
হবে নিমন্ত্রণ, করিব গমন,
পিত্রালয়ে শিব সনে॥

সে সাধে বিষাদ, নিমন্ত্রণ বাদ,
হইল শুনিনু কাণে।
ভাবিলাম মনে, পিতার ভবনে,
যাব কিবা কায মানে॥
যাচিবার মান, আছে কোন স্থান,
তাই আইনু যজ্ঞ স্থল।
বাৎসল্য মায়ায়, ছলিতে মাতায়,
নয়নে দেখান জল॥
প্রসূতি তখন, করিয়া ঈক্ষণ,
বিনয়ে কান্দিয়া কয়।
কি করিব তারা, নয়নের তারা,
পতিত সদৃশ নয়॥
মত্ত অহঙ্কারে, যাক্ ছারেখারে,
ভালত বুঝান তার।
আমি আছি যেই, আসা যাওয়া তেঁই,
নতুবা কে আইসে আর॥
আছি যতক্ষণ, মলিন বদন,
না কর ভাবিয়া দুঃখ।
মোর মাথা খাও, আইস আর যাও,
নয়নে দেখিলে সুখ॥
আমি নহি স্থির, যেন হড়পীর,
শাপের সমান ছাই।
কারে দুঃখ কই, মাথা গুঁজে রই,
গরল থাকিতে নাই॥

বুঝাইতে দক্ষে, গেল বিক্ষে বক্ষে,
কি আর কহিব ফিরা।
ভাবিয়া বিবর্ণ, অঞ্চলের স্বর্ণ,
ফেলিয়া দিয়াছি গিরা॥
সতী তোর তরে, পরাণ যে করে,
কি কব তোমারে হায়।
আপনার কন্যা, দৈন্যে কি অদৈন্যা,
সম স্নেহ সবাকায়॥
এই রূপে রাণী, সুমধুর বাণী,
কান্দিয়া কান্দিয়া কহে।
ধরে মার গলা, সতী সচঞ্চলা,
রসিক অসুখে রহে॥

দক্ষেরকৃত শিবনিন্দা।

ভোলার আছে কোন গুণ। ধক ধক জ্বলিতেছে কপালে আগুণ॥ মুখে মাখি ভস্ম রাশি, সদত শ্মশান বাসি, তুই সতী সর্ব্বনাশি, তাহার দ্বিগুণ॥ যেমন পাগল পতি, তেন পাগলিনী সতী, চিরকাল সমভাব, নহেত তরুণ॥ রসিক কহিছে মার, কেন নিন্দা কর তার, কিরণ দিতেছে যার, চরণে অরুণ॥

পয়ার।

এইরূপে প্রসূতীরে, করিয়া ভৎর্সন।
যজ্ঞ দেখিবারে সতী, করিলা গমন॥
হেরিয়া দক্ষের রাগ, হইল প্রবল।
আরে রে পাপিনী তোরে, কে আনিল বল॥
কে দিল সংবাদ তোরে, কে কহিল হেন।
বিনা আবাহনে তুই, যজ্ঞে এলি কেন॥
তোর নাই বুদ্ধি সত্তি, মোর দুঃখ ভারি।
লজ্জা নাই ঘৃণা নাই, পাগলের নারী॥
আমার মানস নহে, তোরে হেথা আনা।
যজ্ঞ হৈতে দুর্ভাগিনী, দূর হয়ে যানা॥
ভাঙ্গ খায় সিদ্ধি খায়, ক্ষেপা যার পতি।
কি কাজ সিন্দুর শিরে, মুচে ফেল সত্তি॥
স্বামীর মঙ্গল জন্য, কি কাজ লোহায়।
ভিখারির তুই সম, না থাকা থাকায়॥
এতেক বলিয়া তবে, কহিতেছে পুনঃ।
সভাজন শুন মোর, জামতার গুণ॥
কোন গুণ নাহি তার, বুঝেছি সটিক।
বয়সে বাপের বড়, মায়ের অধিক॥
কখন কৈলাসে কভু, শ্মশান নিবাসী।
কখন গৃহস্থ হয়, কখন সন্ন্যাসী॥
ঠাকুরে কুকুরে হয়, সম জ্ঞান যার।
এক মুখে কত দোষ, কহিব তাহার॥

কে কোথা সংসারে আর, দেখেছ এমন।
শ্মশান যেমন তার, ভবন তেমন ॥
মানের যেমন মান, অপমানে তাই।
ছাইকে চন্দন ভাবে, চন্দনেরে ছাই ॥
কি কব রূপের কথা, গুণের দ্বিগুণ।
কপালে আগুণ তার, কপালে আগুণ।
মুখে ছাই দেখি তার, মুখে ছাই তার।
গলায় ফণির পৈতা, দেখিয়াছ কার ॥
ভিক্ষায় কাটিল কাল, বৃষভে চড়িয়া।
মৃত্যুরে করেছে জয়, গরল খাইয়া ॥
যে করে বাজায়ে গাল, ববম ববম।
আসিতে নিকটে তার, ভয় করে যম ॥
অমৃতে ভাবিয়া বিষ, বিষ খায় যেই।
সতীর কপাল মন্দ, পতি হৈল সেই ॥
বিখ্যাত তাহার গুণ, জগৎ যুড়িয়া।
কভু ভূতড়িয়া সেই, কভু সাপড়িয়া ॥
বসন বাঘের ছাল, বেড়া বিষধর।
এই রূপে দক্ষরাজ, নিন্দিলেক হর ॥
রসিক কহিছে ইথে, নাহি অপমান।
স্তুতি নিন্দা দুই দিকে, শিবের সমান ॥

দক্ষ প্রতি শাপ ও সতীর প্রাণত্যাগ।

শিব নিত্য নিরঞ্জন। কেন নিন্দিলে সে কুমতিভঞ্জন॥ কি কব অধিক আর, সব তাঁর অধিকার, কে তাঁর অধিক আর, আছে সুরঞ্জন॥ মৃত্যুরে করিয়ে জয়, নাম যাঁর মৃত্যুঞ্জয়, কে আছে সমগুণে জগৎগঞ্জন। হরের করুণা বিনে, বারেক চাহিয়া ক্ষীণে, কে বিনাশে রসিকের মনোজ অঞ্জন॥

শুনিয়া পতির নিন্দা, অনল সমান।
ক্রোধেতে জ্বলিয়া সতী, চারিদিকে চান॥
ডাকিয়া বলেন পিতে, এ আর কেমন।
তুমি কি জাননা মনে, শঙ্কর কি ধন॥
বিরিঞ্চি তোমার পিতা, সৃজিলেন সব।
সে সব পালন কর্ত্তা, আপনি কেশব॥
একথাত শুনিয়াছ, সংহারিতে জীব।
কৈলাসে সংহারকর্ত্তা, রয়েছেন শিব॥
আজ্ঞায় অনন্ত আছে, ধরণী ধরিয়া।
সে শিবে নিন্দিলে তুমি, কেমন করিয়া॥
থাকিলে ভকতি মোর, শঙ্করের পায়।
ফলিবে ইহার ফল, আর কোথা যায়॥

যে মুখে নিন্দিলে শিব, গুণের আগার।
ঐ মুখ অজামুখ, হইবে তোমার॥
শিব যদি হন তিনি, গুণের ঠাকুর।
বক্ষ যাবে রসাতল, ভাগ্য যাবে দূর॥
মান যাবে ধন যাবে, শ্রম যাবে তল।
প্রত্যাহার করিবে যজ্ঞে, ভূতেতে সকল॥
এই সে তোমার দশা, ঘটিবে যখন।
আমার মানস পূর্ণ, হইবে তখন॥
তোমাতে উৎপত্তি দেহ, হয়েছে আমার।
এই দেখ ত্যজি দেহ, সাক্ষাতে তোমার॥
এইরূপে শাপ দিয়া, তাপে করি পণ।
জীবন ত্যজিল সতী, জীবের জীবন॥
ভূতলে পতিত দেহ, কনকের লতা।
নন্দী যায় কান্দি শিবে, কহিতে বারতা॥
নয়নে গলিত ধারা, মলিন বয়ান।
তথনি উত্তরে গিয়া, শিব বিদ্যমান॥
বলে কি কর গো বাবা, জগতের পতি।
তোমার নিন্দাতে দেহ, ত্যজেছেন সতী॥
আইলাম লয়ে এই, দুঃখের বারতা।
মৃত্যুকায়া পড়ে যেন, আছে স্বর্ণলতা॥
কোথায় রহিলে তুমি, সতী বা কোথায়।
বারেক ভাবিয়া দেখ, তাহার উপায়॥
কেমনে কৈলাসে রবে, কেমন করিয়া।
কেমনে থাকিবে তুমি, ধৈরজ ধরিয়া॥

যাহার লাগিয়া তুমি, হয়েছ সন্ন্যাসী।
সদত দেখিতে যারে, হও অভিলাষি॥
যাহার প্রেমেতে বাঁধা, জনমের তরে।
ধরেছিলে যার পদ, হৃদয় উপরে॥
যাহারে ভাবিয়া মৃত্যু, করিয়াছ জয়।
আজি সে তোমার সতী, তোমা ছাড়া হয়॥
এত দিনে হৈল ভব, আঁধার কৈলাস।
হায় বিধি ঘুচাইল, কৈলাসের বাস॥
এমন শোকেতে মোরা, কেমনে থাকিব।
আমরা কৈলাসে কারে, মা বলে ডাকিব॥
হৃদয়ে বহিয়া কালী, চরণের ভার।
রচিল রসিক সুধা, তরঙ্গিণী সার॥

দক্ষ যজ্ঞে বীরভদ্রের গমন।

ত্রিপদী।

যজ্ঞেতে শঙ্করী মৈল, শঙ্করের ক্রোধ হৈল,
নয়ন ঘুরিল যেন চাক।
সঘনে কম্পিত কায়, জ্বলন্ত আগুন প্রায়,
মার মার বলে দিল ডাক॥
দন্তে করে কট কট, জটা গুলা লটপট,
মট মট অস্থির নির্ঘোষ।
মুখে মার মার বলে, ললাটে আগুন জ্বলে,
পর পর বাড়িতেছে রোষ॥

কি কব তেজের ঘটা, রাগেতে ছিঁড়িয়া জটা,
বেগেতে ফেলিয়া দিল দূরে।
জটায় জন্মিল ভূত, বীরভদ্র মহা-দূত,
দাপটে কাঁপায় তিনপুর ॥
যোড় হাতে দাঁড়াইয়া, কহে বাক্য বিনাইয়া,
ভূতনাথ পড়েছ কি ঘোরে।
আর না থাকিতে পারি, আজ্ঞা কর ত্রিপুরারি,
কি কর্ম্ম করিতে হবে মোরে ॥
শঙ্কর কিঙ্করে কয়, সতী শোকে অতিশয়,
আগুন জ্বলিছে যেন মনে।
আমারে রুষিল দক্ষ, খেদে ফেটে যায় বক্ষ,
বিপক্ষ নাশরে এইক্ষণে ॥
হয়ে সেই সতী হারা, নয়নে বহিছে ধারা,
বল বুদ্ধি সব হৈল পণ্ড।
আমারে হানিয়া বাজ, যজ্ঞ করে দক্ষরাজ,
এখনি কররে লণ্ড ভণ্ড ॥
বিনাশ কররে পাপ, দূরে যাকু মনস্তাপ,
নিষ্পাপ কররে এই দায়।
কোথায় রহিল সতী, কি হবে আমার গতি,
এ দুঃখ কহিব আমি কায় ॥
শিবের আদেশ পায়, বীরভদ্র বেগে ধায়,
সঙ্গে ভূত ভৈরবের দানা।
জঞ্জালে বেতাল তাল, যেন কালান্তক কাল,
যজ্ঞেতে দিতেছে গিয়ে হানা ॥

ধায় কেহ গায় কেহ, সতী দেহ সতী দেহ,
সতী দেহ পতিত দেখিয়া।
বজ্র সম ঝন ঝন, ভৈরবের ভুতগণ,
হুঙ্কারিছে থাকিয়া থাকিয়া ॥
নাচিতে নাচিতে কয়, কেবল শিবের জয়,
সে বোল হানিছে যেন তীর।
যে কিছু যজ্ঞের পায়, চারিদিকে লুটে খায়,
প্রমাদ গণিছে যত ধীর ॥
এদিকে ওদিকে ভুত, কেবল শিবের দূত,
খাইয়া খাইয়া নয় সুস্থ।
মহা রব কিচিমিচি, ফলমূল ফুল বিচি,
সকল করিল উদরস্থ ॥
ধায় খায় গায় গীত, চারিদিকে বিপরীত,
উৎপাৎ করিল বড় ভুতে।
কেহবা ছুটিয়া যায়, আহুতির ঘৃত খায়,
যজ্ঞের কুণ্ডেতে দেই মুতে ॥
ভাঙ্গিয়া দক্ষের বাটী, সাপটে ফাটায় মাটী,
সঘনে হতেছে ভুমিকম্প।
বেতালের ছুটাছুটী, দানবের ছুটাছুটি,
পদঘায় বাজে জগঝম্প।
চৌদিকে ভুতের গোল, কে শুনে কাহার বোল
ধেই ধেই নাচিছে পেতিনি।
টুটিল দক্ষের বল, যজ্ঞ গেল রসাতল,
রসিকের ভরসা তারিণী ॥

দক্ষ যজ্ঞ নাশ।

পয়ার।

এইরূপে ভূতগণে, নাচিয়া কুঁদিয়া।
বিনাশ করিছে যজ্ঞ, হাসিয়া হাসিয়া॥
দাপটে সাপটে লোক, মারিল বিস্তর।
কার ভাঙ্গে উরু জঙ্ঘ, কার ভাঙ্গে কর॥
কারবা মাথার খুলি, চাপড়ে উপায়।
ভূতের দর্পেতে রসা, বুঝি তল যায়॥
কারে করে পদাঘাৎ, কারে মারে কীল।
দাঁতেতে কপাটী লাগে, আঁতে লাগে খিল॥
কেহ বলে বাপ বাপ, কেহ বলে ওই।
কেহ বলে কোথা যাই, কার কাছে কই॥
দেবগণ পলাইল, নরগণ কাঁপে।
দৈত্যগণ কম্পবান, পিশাচের দাপে॥
আচম্বে মরিল কত, কীলে মরে কেউ।
রুধিরে নদীর সম, বয়ে গেল ঢেউ॥
তরঙ্গে তরঙ্গ কত, ভেসে যায় শব।
ভূতগণ বলে জয়, ভৈরব ভৈরব॥
বেতালে বেতাল নাচে, তালে নাচে তাল।
থেই থেই থেই থেই, দেখিতে করাল॥
ঘুঘুর ঘুরুন্দে নাচে, ভূতে করে রঙ্গ।
নন্দির নাচুনি দেখে, ভৃঙ্গি থেই ভঙ্গ॥

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ ধরে তাল।
ছিঁড়িয়া দক্ষের মুণ্ড, ঘুচায় জঞ্জাল॥
সতী দেহ সতী দেহ, কয়ো এই বাণী।
ধরিয়া ভৃগুর দাড়ি, করে টানাটানি॥
দাড়ির জ্বালায় ভৃগু, দেই গড়াগড়ি।
আশে পাশে চারিদিকে, রক্ত ছড়াছড়ি॥
ওখানে ভৃগুর ভার্য্যা, বাড়িতে বসিয়া॥
ভাবনা করিছে কত, হাসিয়া হাসিয়া॥
গিয়াছেন দক্ষযজ্ঞে, পতি মহাশয়।
আনিবে সামিগ্রী কত, সংখ্যা নাহি হয়॥
করিছে ভাণ্ডার খালি, পূর্ণ হবে পিছে।
এটার সামিগ্রী লয়ে, ওটায় ঢালিছে॥
এমন সময়ে ভৃগু, আসি উপনীত।
দাড়ির জ্বালাতে জ্ঞান, হয়েছে রহিত॥
রুধিরে ভাসিয়া যায়, পেট পিঠ দুই।
গিন্নি বলে কেরে বাপু, কার বেটা তুই॥
ভৃগু কহে পরিচয়, কি চাও আমার।
দক্ষযজ্ঞে এই দশা, হইল সবার॥
ভৃগুর রমণী নিজ, পতি নাহি চিনি।
বলিছেন কোথা তবে, আমাদের তিনি॥
কান্দিয়া কহিছে ভৃগু, কি কহিব আর।
আমি ভৃগু এই দশা, হোয়েছে আমার॥
দুর্দ্দশার সীমা নাই, হায় হায় হায়।
ভুতে দিল দাড়ি ছিঁড়ে, মুতে দিল গায়॥

কোথা গেলে পথ পাই, চক্ষে নাই নিভা।
শুনিয়া ভূপের নারী, দাঁতে কাটে জিহ্বা ॥
ধরিয়া পতির কর, ঘরে লয় সতী।
রসিক কহিছে হর, হর হে দুর্গতি ॥

দক্ষ লয়ে ভূতের উৎপাৎ।

জয় শিব শিব শিব কারণ। ববম ববম বম বলে ভূতগণ ॥ প্রসীদ প্রসীদ হর, নীলকণ্ঠ দিগম্বর, করে নেত্র কলুষ নাশন ॥ বিষ্ণুপদ গুণত্রয়, সুমতি কল্যাণাশ্রয়, নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন ॥ উর গো পবীতাধারী, ত্রিপুরেশ ত্রিপুরারী, তুষ্টদাতা ত্রিলোক রঞ্জন ॥ বিষধর বিষধর, সুরেশ স্বরেশ হর, রসিকের দুর্গতি বারণ ॥

পয়ার।

দক্ষ গেল গড়াগড়ি, যজ্ঞ হৈল ধ্বংশ।
দেখিতে যজ্ঞের কিছু, না রাখিল অংশ ॥
তবেত অন্দরে ঢুকে, দানবের দল।
মাসি মাসি বলে সব, হাসে খল খল ॥

কেহ বলে আই কোথা, কেহ বলে মামি।
ব্রহ্মদৈত্য বলে দেখ, আসিয়াছি আমি॥
বীরভদ্র বলে ভদ্র, লোকের কি ধারা।
আইল কুটুম্ব সব, সম্ভাষিবে কারা॥
কোথা গো গৃহস্থ আছ, গিন্নিবা কোথায়।
ভদ্রকালী পুত্র মোরা, ভদ্রলোক তায়॥
বসিতে আসন দেহ, এনে দেহ জল।
পদধৌত করি মোরা, কুটুম্ব সকল॥
নন্দী বলে একি কথা, ফন্দি ছাড় ভাই।
এসেছি মামার বাড়ি, লুটে পুটে খাই॥
ভাল ভাল বলে বীর, ভদ্র দিল সায়।
চারিদিগে ভূতগণ বগল বাজায়॥
হইল বিষম তায়, ভূতের উৎপাত।
কুলা সম জিহ্বা আর, মূলা সম দাঁত॥
ঢুকিল রন্ধন শালে, ভূত পালে পাল।
কেহ খায় লুটে পুটে, কেহ ঠুকে তাল।
পলায় রমণী যত, গায়ে দেই মুতে।
মাসি বলে আঁকাড়িয়া, ধরে সব ভূতে॥
কেহ বলে মামি মামি, কেহ বলে আই।
অন্নদার মা কোথা গো, অন্ন দেনা খাই॥
উলঙ্গ করিয়া কারে, কীল মারে তাল।
ভাদ্র মাসে যেমন, পড়য়ে পাকাতাল॥
এইরূপে ভূতগণে, বাধায়ে জঞ্জাল।
খাবায় খাবায় অন্নে, পূরে ফেলে গাল॥

সুকুতা শাকের ঘন্ট, ঝোলে ঝালে গুলে।
তাল তাল ব্যঞ্জন, বেতালে খায় ভুলে ॥
কেহবা অম্বল খায়, কেহ খায় ঝোল।
কেহ করে কাড়াকাড়ি, কেহ করে গোল ॥
যে ছিল অন্নের রাশি, সকল উড়ায়।
অবশেষে পরমান্ন, বসে বসে খায় ॥
বেতাল বলিছে ভাই, আর কিবা চাও।
মামার বাড়ির দ্রব্য, ধামা ধামা খাও ॥
কসিয়া বসিয়া খাও, যত পার ভাই।
ঘরে গিয়া নিন্দা করা, সে বড় বালাই ॥
উদর হইল পূর্ণ, নিন্দা করা ভার।
বাবার শ্বশুর বাড়ি, কসুর কি আর ॥
শাক চাই সুক্তা চাই, কিম্বা চাই ঝোল।
খুলে কথা বল ভাই, কেন কর গোল ॥
এসব যজ্ঞের কাণ্ড, নহে ভাতে পোড়া।
দধির উপরে খাও, মোণ্ডা গুড়া গুড়া ॥
রসভরা পান্ত খাও, আনন্দ অন্তরে।
আহারে ব্যাভারে বল, লজ্জা কেবা করে ॥
এরূপ ভূতের রঙ্গ, কহিতে বিস্তর।
কত দিকে ফিরে কত, শঙ্করের চর ॥
নাশিল দক্ষের সব, যে যে খানে ছিল।
কেবল সতীর বরে, প্রসূতী বাঁচিল ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশা।
রচিল রসিকচন্দ্র, সুললিত ভাষা ॥

মহেশের রোদন।

সতি হে কোথা রহিলে। ত্বরায় আসিব বাণী কালি যে কহিলে॥ পাগলে পাগল করি, কোথা গেলে শুভঙ্করী, ভাবিয়া গুমরি মরি, মিলন নহিলে॥ নয়ন ভাসিল জলে, চলিতে পদ না চলে, কেন হে বিচ্ছেদানলে, আমারে দহিলে॥ কি হবে আমার গতি, কোথা গেলে হৈমবতী, কি দোষে আমারে সতি, শোকেতে মোহিলে॥

পয়ার।

হোথায় ভাবেন শিব, সতীর কারণ।
সতী শোকে মনোদুখে, মলিন বদন॥
হায় সতী কোথা সতী, বলিয়া বলিয়া।
একাকি দক্ষের যজ্ঞে, গেলেন চলিয়া॥
হেরিয়া সতীর অঙ্গ, ধূলায় পতন।
আকুল হইল শিব, ব্যাকুল জীবন॥
নয়নে গলিত ধারা, ঘন বহে শ্বাস।
কোথা যাব কি করিব, কে পুরাবে আশ॥
বারেক উঠিয়া সতী, কথা কহ হাসি।
হইল তোমার শোকে, সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী॥

শ্মশানে মশানে থাকি, তোমার লাগিয়া
করেছি মৃত্যুরে জয়, তোমারে ভাবিয়া ॥
তুমি মোর দেহ প্রাণ, তুমি মোর গতি।
আজি কেন তুমি হেন, হইলে হে সতী ॥
কালি যে আসিব বলি, আমারে কহিলে
পাগলে পাগল করি, কোথায় চলিলে ॥
কেন হে কনকলতা, ধূলায় পড়িয়া।
প্রাণ যায় সতি মোর, ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
তুমি আমি এক অঙ্গ, সদাই বলিতে।
সে রঙ্গ করিতে বুঝি, পাগলে ছলিতে ॥
আজি সে মনের ভাব, করিয়ে প্রকাশ
শিবের অশিব করি, টৈকলে সর্ব্বনাশ ॥
দেখনা বারেক চায়ে, দুর্গতি আমার।
অঙ্গ যে হইল কালি, বিহনে তোমার ॥
হের দেখ ফিরে চাও, কেন দেহ দুখ।
আমারে কাঁদায়ে সতী, তোমার কি সুখ
তাহাতে একান্ন খণ্ড, হৈল নিরূপণ।
তজ্জন্য একান্ন পীঠ, পুরাণে বর্ণন ॥
সতীর শোকের কথা, কার কাছে কন।
শব লয়ে শব রূপ, সব ত্যাগি হন ॥
কেশব ভাবেন হোথা, একি বিপরীত।
এবারে সংসার বুঝি, মজিল নিশ্চিত ॥
এতেক ভাবিয়া হরি, চক্র লয়ে যান।
কাটিয়া সতীর অঙ্গ, করে খান খান ॥

এরূপে সতীর অঙ্গ, ফেলিলেন কাটি।
হইল একান্ন তায়, খণ্ড পরিপাটি॥
সেই সে সতীর অঙ্গ, যেখানে পড়িল।
ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি তায়, তখনি হইল॥
বিশেষ করিয়া তাহা, কহিতে বিস্তর।
যেখানে সতীর অঙ্গ, সেইখানে হর॥
কালীঘাটে কালীরূপ অতি চমৎকার।
নকুল ঈশ্বর হন, ভৈরব তাহার॥
যতনে মায়ের পদে, প্রণাম করিয়া।
চলরে গোকুলে মন, হর্ষিত হইযা॥
চরমে পরম জ্ঞান, লভ্য হবে মন।
এখন শুনরে মার, জন্ম বিবরণ॥
সেই সে কালীর ভক্তি, করিয়া অধিক।
বিনাইয়া ছন্দ গীত, রচিল রসিক॥

হরগৌরী মিলন।

হরগৌরী কিবা সাজে রে। কৈলাস ভূধর মাঝে উভয়ে বিরাজে রে॥ যেই মত পশুপতি, সেই মত হৈমবতী, চরণ নখরে চাঁদ, লুকাইল লাজে রে। কিবা অপরূপ রূপ, ভুবন মোহন কুপ, রসি-কের আশা পদ, স্মরক্নহরাজে রে॥

পয়ার।

যজ্ঞ হৈল লণ্ড ভণ্ড, সুস্থ হৈল হর।
আসিয়া প্রসূতী স্তব, করে বহুতর॥
দয়ার ঈশ্বর তুমি, গুণের ঠাকুর।
তোমার মহিমা ব্যাপ্ত, আছে তিনপুর॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু, তুমি সে তপন।
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র, তুমি হুতাশন॥
তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান, তুমি সারাৎসার।
তুমি তপ তুমি জপ, তুমি মূলাধার॥
তুমি ক্ষিতি তেজ বারী, আকাশ পবন।
নিশ্বাস প্রশ্বাস রূপ, জীবের জীবন॥
তোমার সমান দেব, কে আছে কোথায়।
দোষ গুণ সব সম, বুঝে উঠা দায়॥
এখন উপায় মোর, কি হইবে কও।
ত্যজ রোষ আশুতোষ, আশুতোষ হও॥
এরূপে অনেক স্তব, প্রসূতী করিল।
তবেত তাহারে শিব, সদয় হইল॥
বাঁচায়ে দিলেন তবে, দক্ষে পুনর্ব্বার।
তারিণীর শাপে অজা, মুণ্ড হৈল তার॥
জীবন পাইয়া দক্ষ, করে বহু বহু স্তব।
বিস্তার করিয়া যায়, কহিতে বিস্তর॥
এখানেতে সতী অঙ্গ, ত্যজিয়া আপনি।
জন্মিলেন মেনকার, উদরে জননী॥

মেনকা প্রসবে তথা, বিদ্যুৎ আকার।
সেই কালে গৌরী নাম, হইল তাহার॥
বিবাহ করিলা হর, শোক হৈল দূর।
শোভিল যুগল রূপ, কৈলাসের পুর॥
রসিক কহিছে মন, বৃন্দাবন চল।
সাঙ্গ হৈল দক্ষযজ্ঞ, হরি হরি বল॥

দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান সমাপ্ত।

গৌরাঙ্গ দেবের উপাখ্যান।

মন ভজরে গৌর। মনের তিমির সব হইবেক দূর॥ বন্দ প্রভু নিত্যানন্দ, অদ্বৈত প্রভুরে বন্দ, বিশ্বরূপ বিশ্বের ঠাকুর। বন্দ ব্রহ্ম হরিদাস, ঐ ভাবে কর আশ, হবে সুখ প্রেমের অঙ্কুর॥ হৃদয়ে ভকতি ধর, বৈষ্ণব বন্দনা কর, রসিকের বাসনা প্রচুর॥

পয়ার।

উদ্দেশে হরির পায়, করিয়া প্রণাম।
চলরে পামর পাবি, কৈবল্যের ধাম॥
এড়াইয়া বৈদ্যবাটী, ফেলে নানাদেশ।
উত্তীর্ণ হইবি গিয়া, নদীয়ায় শেষ॥
শুনিয়াছি সেই নব, বৃন্দাবন সার।
যেখানে গৌরচন্দ্র, হন অবতার॥
চৈতন্য চরিতে ইহা, রচিয়াছে যেই।
নাম তার কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস সেই॥
ভাগবত বিরচিল, বৃন্দাবন দাস।
সকলের সার হরি, ভকতি বিলাস॥

রচিল অনেক গ্রন্থ, রূপ সনাতন।
কতমত কত রচে, কত মহাজন॥
বিশ্বসার নাম তন্ত্রে, কহিলেন হর।
গউরের জন্ম কথা, সুধার সোসর॥
সে সব কহিব আমি, শুন ওরে মন।
যাহার শ্রবণে তৃপ্ত, হয় জগজ্জন॥
প্রথমে নদের চাঁদ, বন্দিলাম ভাই।
জীবের চৈতন্য রূপ, চৈতন্য গোঁসাই॥
অদ্বৈত প্রভুর পদ, করিয়া স্মরণ।
বন্দিলাম নিত্যানন্দ, প্রভুর চরণ॥
শির পাতি বীরভদ্রে, প্রণাম করিয়া।
কহিব কিঞ্চিৎ মন, শুন মন দিয়া॥
যেরূপে গৌরাঙ্গ দেব, হইলেন হরি।
চৈতন্য আত্মার তত্ত্ব, বেদের লহরী॥
যেই রূপে নিত্যানন্দ, উদয় সত্বর।
যেরূপে অদ্বৈত প্রভু, হইলেন হর॥
যেরূপে হইলা ব্রহ্মা, ব্রহ্ম হরিদাস।
শ্রীদাসের অবিরাম, রূপের প্রকাশ॥
হইল মুরলি গুপ্ত, বীর হনুমান।
খণ্ডেতে অখণ্ড পাট, স্বর্গের সমান॥
হইলেন বৃহস্পতি, সর্ব্বভৌম ধীর।
খ্যাত যার ভট্টাচার্য্য, বিদ্যান গভীর॥
নারদ জগদানন্দ, গোঁসাই ঠাকুর।
অদ্যাপি যাহার নাম, খ্যাত তিনপুর॥

যেরূপে অক্রূর হন, কেশব ভারতি।
বিশেষ কহিব আমি, সে সব ভারতি॥
যখন দ্বাপরে হরি, কৃষ্ণ অবতার।
করিলেন কত সুখ, কতই বিহার॥
বৃন্দাবন মধুপুর, দ্বারকা প্রভাস।
সে সব লীলার ঠাঁই, রচিয়াছে ব্যাস॥
পার্থের সারথি হয়ে, নন্দের তনয়।
হস্তিনায় পাণ্ডবেরে, দিলেন অভয়॥
কত ঠাঁই কত রঙ্গ, কতমত বেশ।
আগত কলিতে লীলা, করিলেন শেষ॥
অঙ্গদের ছিল পূর্ব্ব, হরিদত্ত বর।
ত্যজিলেন অঙ্গদের, হাতে কলেবর॥
সাঙ্গ হৈল কৃষ্ণ লীলা, অপূর্ব্ব বিহার।
সেই অস্থি হৈতে হয়, বৌদ্ধ অবতার॥
দেখিয়া কলিতে বড়, পাপের প্রবল।
কেমনে হইবে সব, জীবের কুশল॥
যাগ যজ্ঞ ব্রত ফল, কেহবা পাইবা।
কেমনে কলির জীব, তরিয়া যাইবা॥
কলিতে কেবল ধন্য, কেশবের নাম।
সেই নাম বিলাইতে, ভাবিলেন শ্যাম॥
জীবের শিবের জন্য, ভাব উপজিল।
আপনি আপন ভক্ত, তেঁই সে হইল॥
মরি কি দয়ালু হরি, মরি কি স্বভাব।
ভাবের ভাবক বিনা, কে বুঝিবে ভাব॥

বৈষ্ণবের পাদপদ্ম, হৃদে করি ধ্যান।
রচিল রসিকচন্দ্র, কৃষ্ণ গুণগান॥

অদ্বৈত প্রভুর অবতীর্ণ।

গৌর প্রেম সাগরে করিয়া যতন। ডুবিয়া তুলরে মন, পিরীতি রতন॥ ভাবের তরঙ্গ যায়, সদত বহিয়া যায়, হইয়াছে হেতু তায়, করুণা পবন॥

পয়ার।

বিরিঞ্চি হরের সহ, গোলোকের পতি।
জীবের নিস্তার হেতু, করেন যুকতি॥
হরির হইল মন, হৈতে অবতার।
যেপারি সংক্ষেপে কিছু, আমি কব তার॥
যেরূপে হরির নাম, প্রচার হইল।
কহিব মধুর নাম, যে আনিয়া দিল॥
আপনি আপন ভক্ত, ভক্তের কারণ।
কে কোথা ভাবের লীলা, দেখেছে এমন॥
শুনরে পামর মোর, মন হয়ে স্থির।
ভাব শুনে দুনয়নে, বহিবেক নীর॥
প্রথমেতে শান্তিপুর, শান্তির কারণ।
উদয় হইল হর, ত্রিলোকের ধন॥

হইল অদ্বৈত প্রভু, নামেব প্রচার।
জীবের মঙ্গল হৈল, যাহার হুঙ্কার॥
গাদি তাঁর শান্তিপুর, আদি কথা এই।
আনিয়া গৌরাঙ্গ দেবে, মিলাইল যেই॥
তাহার বিবাহ হৈল, দুই মাত্র জানি।
প্রধানা হইলা তার, সীতা ঠাকুরাণী॥
মেনকা নন্দিনী হর, হৃদয়ের ধন।
আপনি উদয় মাতা, ভক্তের কারণ॥
হইল তাঁহার গর্ভে, প্রিয় দুই সুত।
গুহ আর গজানন, রূপ গুণ যুত॥
শুনিতে মধুর কথা, কৈবল্যের ধাম।
গোপাল অচ্যুতানন্দ, হৈল দুই নাম॥
এরূপে অদ্বৈত প্রভু, থাকেন তথায়।
সর্ব্বাংশ বলেন হরি, কথায় কথায়॥
কিবা রূপ কিবা গুণ, কি ভাব সুন্দর।
শ্রবণ দর্শনে যত, তরে যায় নর॥
তাঁহার মাহাত্ম্য আমি, কি করিব গান।
দ্বিতীয় কৈলাস যার, গাদির বাথান॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায়, কান্তি কলেবর।
দশখানি চন্দ্র যার, চরণ নখর॥
সুচারু কমল জিনি, দুই খানি পদ।
কর যেন ফুটিয়াছে, দুটি কোকনদ॥
ঊরু রাম রম্ভা জিনি, নাভী সরোবর।
অঙ্গুলি চাঁপার কলি, রূপ মনোহর॥

যেমন রূপের ছটা, গুণেতে তেমন।
হরি নাম সুধা রস, সাগরে মগন॥
দিলেন হুঙ্কার এক, করিয়া গৌরব।
গোলোকে গোলোকনাথ, জানিলেন সব॥
রসিক কহিছে মন, বুঝরে নিশ্চয়।
নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম, নাম ব্রহ্মময়॥

নিত্যানন্দ প্রভুর অবতীর্ণ।

আনন্দে ভজরে নিত্যানন্দ। অনাশে পাইবে যদি চরণার বিন্দ॥ ভুবনমোহন রূপ, করুণা মাখান রূপ, ফুল্ল মুখ সরোসিজে হাসি মন্দ মন্দ॥ গুণাতীত গুণ যাঁর, ভবাকূলে কর্ণধার, যাঁরে ভাবে অনিবার, সনক সানন্দ॥ করুণা নিধান যেই, ভক্তেরে সর্ব্বস্ব দেই, রসিকের মাত্র সেই, চরণে সম্বন্ধ॥

পয়ার।

হোথায় গোলোকে হরি, ত্রিলোকের নাথ।
খেলিছেন লুকাচুরি, রাখালের সাথ॥
দ্বাদশ রাখাল সহ, করেন বিহার।
হেনকালে অদ্বৈত, দিলেন হুহুঙ্কার॥

হুঙ্কারে হরির মনে, পড়ে গেল সব।
জীবের নিস্তার হেতু ভাবেন কেশব ॥
কত দেব কত দেবী, কত মুনিগণ।
কতই রাখালে হরি, করিলা প্রেরণ ॥
ক্রমেতে সকল কব, শুন পরিচয়।
যেরূপে শ্রীনিত্যানন্দ, চাঁদের উদয় ॥
মায়াতে ব্রজের রাম, রোহিণী কুমার।
হইলেন রক্তপিণ্ড, মানব আকার ॥
জাহ্নবীর জলে তাম্র, কুণ্ডেতে থাকিয়া।
তরঙ্গে পড়িয়া যান, ভাসিয়া ভাসিয়া ॥
এইরূপে কুণ্ডে থাকি, কিছুকাল কাটে।
উত্তীর্ণ হইল গিয়া, নদীয়ার ঘাটে ॥
সেইকালে ছিল তথা, হাড়াই পণ্ডিত।
বড় পুণ্যবান দ্বিজ, নির্ম্মল চরিত ॥
পূর্ব্বকার বসুদেব, সেই গুণধাম।
আছিল তাঁহার ভার্য্যা, পদ্মাবতি নাম ॥
বুঝহ দেবকী সেই, চারুশীলা নারী ॥
এক মুখে তাঁর গুণ, বর্ণিতে নাপারি ॥
করিত নিবাস দোঁহে, একচাকা গ্রামে।
যেরূপে পাইল শুন, গোকুলের রামে ॥
কেহ বলে গর্ত্ত জাত, চাঁদের উদয়।
অযোনী সম্ভব সেই, কোন মতে কয় ॥
কি কব সে সব কথা, কহিতে অপার।
ওখানে জাহ্নবীকুলে, শুন সমাচার ॥

কুণ্ডের ভিতরে দ্বিজ, দেখিল তখন।
রক্তের পিণ্ডেতে দেই, সূর্য্যের কিরণ॥
দেখিয়া বড়ই স্নেহ, জন্মাইল তাঁর।
হাতে করি লয়ে যান, আপন আগার॥
যেখানে ব্রাহ্মণী পদ্মা, বসে আছে ঘরে।
লইয়া দুর্লভ ধন, দিল তাঁর করে॥
পদ্মার হইল স্নেহ, রূপ নিরখিয়া।
রতন সমান রাখে, যতন করিয়া॥
এইরূপে কত মত, কত স্নেহ করে।
সর্ব্বদা রাখেন তাঁরে, হৃদয় উপরে॥
তিলমাত্র আনন্দের, নাহিক বিরাম।
সেই হেতু রাখিলেন, নিত্যানন্দ নাম॥
বিশ্বরূপ নামে পুত্র, হইল শচীর।
রূপের নাহিক সীমা, গুণেতে সুধীর॥
কত দিনে সেই পুত্র, সন্ন্যাসী হইল।
নিতায়ের অঙ্গে অঙ্গ, মিশাইয়া দিল॥
কহিনু যে সব কথা, বুঝহ মরম।
এক্ষণে কহিব গৌর, চাঁদের জনম॥
যেরূপে হইলা হরি, ভক্ত অবতার।
যেরূপে করিলা সব, জীবের উদ্ধার॥
গোরার মহিমা কথা, সাগর সমান।
রসিক কহিছে তার, কিঞ্চিৎ সন্ধান॥

গৌরাঙ্গদেবের জন্ম।

গৌর গৌর বল মন। যাঁহার উদয়ে হৈল নদে নব বৃন্দাবন॥ যাঁহার করুণা দৃষ্টি, কেবল অমৃত বৃষ্টি, যাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্টি, হইল সৃজন॥ সেই ব্রহ্ম তেজ রাশি, শচীর উদরে আসি, উদয় গোলোকবাসী, বৈকুণ্ঠ বামন॥ হরি হরি সুধা রবে, তারণ কারণ ভবে, রসিক পাইবে কবে, যুগল চরণ॥

পয়ার।

কলির প্রধান তীর্থ, নদীয়ায় ধাম।
শুনিয়াছ জগন্নাথ, মিশ্র যাঁর নাম॥
তাঁহার রমণী শচী, শুন দিয়া মন।
ব্রজের যশোদানন্দ, তাঁরাই দুজন॥
হেথায় কৌশল্যা আর, দশরথ ভুপ।
শুনিতে সে সব কথা, অতি অপরূপ॥
নন্দ হৈল জগন্নাথ, শচী নন্দরাণী॥
তাঁদের পুণ্যের কথা, বলিব যা জানি॥
কহিতে বিস্তর হয়, শুনিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু, শুনরে পামর॥
নরক হইতে জীব, করিতে উদ্ধার।
চিন্তিলেন চিন্তামণি, হৈতে অবতার॥

শচীর উদরে জন্ম, লইলেন জানি।
পূর্ণ রূপে সম যেন, পূর্ণ চাঁদখানি ॥
যখন গর্ভেরে শচী, প্রসব হইল।
গগণে কুসুমবৃষ্টি, দেবতা করিল ॥
অবনী হইল তবে, আনন্দে মগন।
আইল বসন্ত সহ, মলয় পবন ॥
ফুটিল বিবিধ পুষ্প, গন্ধে মনোহরে।
কমলে কমল ফুটে, শোভা সরোবরে ॥
ফুলের গন্ধেতে যোগী, ভুলে যায় জপ।
গুঞ্জরে ভ্রমর কত, মুঞ্জরে পাদপ ॥
আনন্দ উথলে পড়ে, ভকতের মনে।
আজ কি সুখের দিন, দেবগণে গণে ॥
ওখানে হেরিয়া নব, কুমারের রূপ।
শচীর উথলে পড়ে, আনন্দের কূপ ॥
কিবা বদনের ছাঁদ, কিবা নাক কাণ।
কিবা কটি কিবা উরু, কিবা ভুরু টান ॥
কিবা অপরূপ রূপ, ভুবন জিনিয়া।
কান্দয়ে কুমার মার, সে রূপ দেখিয়া ॥
বিদ্যুতে বিদ্রূপ করে, রূপের কিরণ।
স্বর্ণ চায় করিবারে, বরণে বরণ ॥
নিরখিয়া নদীয়ার, যতেক রমণী।
বলে সে মানুষ নহে, মস্তকের মণি ॥
হইবে দেবতা কোন, বিধি হরি শিব।
আইল অবনী বুঝি, নিস্তারিতে জীব ॥

নতুবা চরণে কেন, চাঁদের উদয়।
হের দেখ রূপ হেরে, মন মুগ্ধ হয়॥
আমরি কি অপরূপ, রূপ হেরি ঝুরি।
শচীর তনয় কেন, মন করে চুরি॥
বেলা হৈল মনে করি, ফিরে যাই ঘর।
শিশু যেন ইষু হানে, মনের ভিতর॥
গোকুলে যেমন কৃষ্ণ, যশোদার ধন।
তেমনি শচীর এই, গর্ভের রতন॥
কেহ বলে সেই বুঝি, কেহ বলে নয়।
সে ছিল চিকন কালো, নন্দের তনয়॥
কেহ বলে কি জানি, বরণ যদি ফিরে।
আমি বলি সেই কৃষ্ণ, সদয় শচীরে॥
রসিক কহিছে এই, যুক্তি বটে সার।
সে ধন বিহনে মন, কে হরিবে আর॥

নগরীয় রমণীগণের গৌরদর্শন।

আহামরি, ভূতলে উদয় চাঁদ। হের গো চাঁদের ছাঁদ। আজি যেন নবদ্বীপে তিমির হইল বাদ॥ রূপ মোহনীয়, ভাব কমনীয়, একি রমণীয় ফাঁদ। নিরখিয়া মুখ, মনে হৈল সুখ, দূরে গেল পরমাদ॥

পয়ার।

এইরূপে রামাগণ, কহিয়া বিস্তর।
পুনঃ সে শচীর প্রতি, করিল উত্তর॥
হের দেখ ঠাকুরাণী, সাবধান হও।
পায়েছ অমুল্য ধন, কোলে তুলে লও॥
জন্মে ছিল বিশ্বরূপ, দিয়া গেল দুঃখ।
ইহারে লইয়া কর, সংসারের সুখ॥
ফলত অনেক দেখি, যে দিনের যেবা।
সকল গাছের ফল, ভোগ করে কেবা॥
পূর্ব্ব দুঃখ পাসরিয়া, থাক মায় ছায়।
পায়েছ পুণ্যের ফল, আর কোথা যায়॥
যেমন তোমার মন, হইল তেমন।
মনোমত বিধি বিধি, দিলেন এখন॥
আহামরি বড় শোক, পায়েছিলে মনে।
হেরিয়া পুত্রের মুখে, চুম্বহ বদনে॥
এতই দিবসে তব, ঘুচে গেল দায়।
বিধি না সঁপিলে ধন, কে কোথায় পায়॥
এত বলে গেল সবে, নিজ নিজ ঘর।
কোলেতে লইল শচী, কুমার সুন্দর॥
নিরখিয়া ব্রহ্মরূপ, মন গেল ভুলে।
বাছা বলে বুকের, উপরে নিল তুলে॥
মুখপদ্ম হেরে শচী, পাদপদ্মে চায়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, দেখিবারে পায়॥

বুকের উপরে ভৃগু, চরণের দাগ।
দেখিয়া শচীর হৈল, ভাব অনুরাগ॥
জন্মাইয়া ব্রহ্ম ভাব, পুনঃ গেল দূর।
মায়ায় ঘেরিল হরি, গুণের ঠাকুর॥
যেমন গৌরাঙ্গদেব, শচীর উদরে।
তেমনি সে নিত্যানন্দ, হাড়ায়ের ঘরে॥
দিনে দিনে বাড়ে দুই, পূর্ণিমার চাঁদ।
করুণা মাখান রূপ, মনোহর ফাঁদ॥
ধরিয়া ভক্তের মন, মায়া বন পাখী।
চরণ পিঞ্জরে দেই, দুজনায় রাখি॥
তুষিয়া পুষিয়া করে, করুণার করে।
কৃষ্ণনাম সুধা দেই, আহারের তরে॥
এমনি তুষিয়া রাখে, সে পাখীর মন।
পুনঃ না যাইতে দেই, মায়ার কানন॥
ভাবের ভাবক বিনা, ভাব বুঝা ভার।
ভক্তের তারণ জন্য, ভক্ত অবতার॥
বুঝরে কেমন ভাব, আহামরি মরি।
আপনি আপন ভক্ত, হইলেন হরি॥
ভকত বৎসল হরি, ভকতের ধন।
করিলেন নবদ্বীপ, নব বৃন্দাবন॥
ধন্য সে শচীর পুণ্য, ধন্য নদীয়ায়।
শুনেছি হরির ভক্তি, ঢেউ বয়ে যায়॥
আপনি উদয় যথা, ভাবের ভাণ্ডার।
কত জনে কত ভাব, লইবে তাহার॥

এক ভাব নহে ভাব, বিস্তর বিস্তর।
কে পারে ঢুকিতে সেই, ভাবের ভিতর॥
ব্রহ্মা আদি উচাটন, যে ভাব ভাবিয়া।
সে ভাব পাইব মোরা, কেমন করিয়া॥
পাঁচ ভাবে নব রস, যশস্ত দ্বিগুণ।
হর হৈল পঞ্চ মুখ, গাইতে সে গুণ॥
কি গুণে বর্ণিব আমি, সে রসের ছাঁদ।
কৃপা কর ওহে প্রভু, নদীয়ার চাঁদ॥
আমি দীন মূঢ়মতি, কি জানিব সার।
সগুণে শ্রবণ কর, কীর্ত্তি আপনার॥
বৈষ্ণবের পাদপদ্মে, করিয়া প্রণাম।
রসিক রচিল এই, মোক্ষ ধাম ধাম॥

ব্রহ্ম হরিদাসের জন্ম।

শ্রীগৌরাঙ্গ পদ পঙ্কজ। অরে মন ভজ ভজ॥ ভজরে অদ্বৈতচন্দ্র নিত্যানন্দ পদে মজ॥ প্রভু বীরভদ্র বন্দ, বন্দ সে অচ্যুতানন্দ, রায় বসু রামানন্দ, বন্দরে বৈষ্ণবধ্বজ॥ বন্দ রূপ সনাতন, কৃষ্ণ-দাস বৃন্দাবন, রসিকের সার ধন, বৈষ্ণ-বের পদরজ॥

পয়ার।

বন্দিনু গউরচন্দ্র, সর্ব্বগুণযুত।
তার পর নিত্যানন্দ, হাড়ায়ের সুত॥
ব্রহ্ম হরিদাস বন্দি, অদ্বৈত গোঁসাই।
স্থির মনে বীরভদ্র, বন্দিলাম ভাই॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ বন্দি, বন্দি দেবগণ।
বন্দিনু অচ্যুতানন্দ, সীতার নন্দন॥
এক্ষণে শুনহ সবে, হইয়া উল্লাস।
যে রূপে জন্মিল সেই, ব্রহ্ম হরিদাস॥
দ্বাপরে যখন হরি, কৃষ্ণ অবতার।
গোগণ লইয়া করে, গোষ্ঠের বিহার॥
ধীরে যান ফিরে চান, বাজাইয়া বেণু।
চাতুরি করিয়া ব্রহ্মা, হরিলেন ধেনু॥
অন্তরে জানিয়া কৃষ্ণ পরম মঙ্গল।
সেইরূপ ধেনু বৎস করেন সকল॥
সর্ব্ব শক্তিমান কৃষ্ণে তখন জানিয়া।
পুনর্ব্বার দিলা ব্রহ্মা গোগণ আনিয়া॥
কৃষ্ণেরে কহেন বিধি, এ বিধি কেমন।
তুমি কর রাখালের, উচ্ছিষ্ট ভোজন॥
এ নহে উচিত কৃষ্ণ, যবনের কাজ।
তোমার কাজেতে বড়, পাইলাম লাজ॥
এ সব কেশব শুনে, হাসিল তখন।
সেই পাপে ব্রহ্মা হৈল, কলিতে যবন॥

কেশবের পূর্ব্ব শাপ, কে সবে রে আর।
হের দেখ-ব্রহ্মা হৈল, কাজির কুমার ॥
জনম দ্বিজের কুলে, কাজির পালন।
সে বড় ভাবের কথা বুঝে কোন জন ॥
অন্তরে হরির ভক্তি, হরিপদে আশ।
রাখিল ব্রহ্মার নাম, ব্রহ্ম হরিদাস ॥
কে আর করিবে আন, পূর্ব্বকার পাপে।
যবন হইল ব্রহ্মা, কেশবের শাপে ॥
নাহি খান্ন অন্ন জল, নাহি তাঁর ক্ষুধা।
তাঁহার আহার মাত্র, হরিনাম সুধা ॥
হরির প্রেমেতে রত, হরিগুণ গায়।
প্রেমের সাগরে ডুবে, নগরে বেড়ায় ॥
ভজ হরি পূজ হরি, এই তাঁর বোল।
বদনে বহিছে হরি, নামের হিল্লোল ॥
শুনিয়া যবনগণে, গণে পরমাদ।
এ কেন খোদার সঙ্গে, করিতেছে বাদ ॥
না মানে কোরাণ বিধি, পুরাণে ভেমত।
দিনান্তে আল্লার নাম, না করে স্মরণ ॥
হিন্দুর সকল মানে, বিন্দু যবনের।
কদাচ নাহিক মানে, কি বুদ্ধির ফের ॥
এত বলে কতবার, মানা করে তায়।
তথাচ কেবল ব্রহ্মা, হরি গুণ গায় ॥
রাগেতে বাঘের সম, যতেক যবন।
মারিয়া গঙ্গার জলে, ফেলিল তখন ॥

ফলিল পূর্ব্বের ফল, দুঃখ হৈল দূর।
দয়ায় তুলিয়া নিল, গুণের গভীর ॥
বৈষ্ণবের পাদপদ্মে, সমর্পিয়া মন।
রসিক রসের গ্রন্থ করিল রচন ॥

গৌরাঙ্গের পাঠ শিক্ষা।

গৌরচাঁদের কিবা ভাব। অরে মন মনে ভাব, ভুবন জিনিয়া সেই ভাবের প্রাদুর্ভাব ॥ ভাবিলে ভাবনা ক্ষয়, কত ভাব মনে হয়, ভাবনা রে দুরাশয়, কারুণ্য স্বভাব ॥ আহা মরি ভাব কত, ভাবরে অনবরত, সে ভাব অভাবে যত, সকলি অভাব ॥

পয়ার

গৌরাঙ্গ দেবের কথা, শুনিতে মধুর।
ভাবিয়া দেখরে মন, ভাব কত দূর ॥
বৃক্ষেতে ফলয়ে ফল, সর্ব্বলোকে কয়।
এ যে দেখি ওরে মন, ফলে ফল হয় ॥
শ্রীহরি ফলের তত্ত্ব, নাম তাঁর ফল।
সে ফল হইতে ফলে, মানস সকল ॥

তাহাতে ফলয়ে দেখ, মোক্ষ আদি ফল।
যে ফল বিহনে হয়, জনম বিফল॥
কহিতে বিস্তর কথা, শুনিতে বিস্তর।
চৈতন্য চাঁদের কথা, বড় মনোহর॥
দিবস দিবস বাড়ে, নদীয়ার চাঁদ।
কি কব রূপের কথা, বদনের ছাঁদ॥
কুহু পর শশী যেন, ভুবন বিরল।
নিশিতে বৃদ্ধির কিছু, না করে অলস॥
তাহার অধিক বৃদ্ধি, আহা মরে যাই।
যেমন গউর চাঁদ, তেমনি নিতাই॥
রূপের সাগরে বহে, করুণার ঢেউ।
এ হেন কোথায় বল, দেখিয়াছ কেউ॥
অপর সাগরে পাই, হীরা চুণি মতি॥
এ সাগরে মিলে ভাই, কেবল মুকতি॥
কিবা রূপবান হরি, কিবা গুণময়।
রসের রসিক রস, জানে সমুদয়॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, মাতামহ হন।
তাহার নিকটে গৌর, পড়িবারে রন॥
পঞ্চম বৎসরে খড়ি, গুরু দেই হাতে।
বিস্তর বিদ্যার বৃদ্ধি, হইল তাহাতে॥
জানিলা বিস্তর বিদ্যা, বিস্তর সন্ধান।
ব্যাকরণ অভিধান, নাটক পুরাণ॥
বিদ্যাতে অলস কিন্তু, পাঠে নাই মন।
সর্ব্বদা ভাবেন হরি, ভক্তের কারণ॥

ছাত্রগণ বলে গুরু, দেখি ছুটী বেলা।
তোমার চৈতন্য দেব, পাঠে করে হেলা॥
গুরু বলে একি শুনি, আরে রে গউর।
কেনরে পড়িতে নাহি, হেলা কর দূর।
গউর বলেন পাঠ, করিয়াছি শেষ।
দেখনা জিজ্ঞাসা করি, অশেষ বিশেষ॥
জিজ্ঞাসা করিয়া গুরু, দেখিলেন সার।
গুরু হৈতে গুরু জ্ঞান, হইয়াছে তাঁর॥
ভয়েতে গুরুর হয়, কম্পবান উরু।
গুরু কি জানেন তিনি, জগতের গুরু॥
গুরুর হইল তবে, গুরুতর জ্ঞান।
রসিক হরির পদ, করিতেছে ধ্যান॥

গৌরচন্দ্রের মাহাত্ম্য।

গৌরচাঁদের ভাব বুঝা ভার। করুণা মাখান রূপ গুণ চমৎকার॥ সামান্য তিমির যত, গগণচাঁদ করে হত, এ চাঁদে বিনাশ করে মনোগত অন্ধকার। কৃপামৃত বরিষণে, ভকত চকোরগণে, তুষিলেন গুণনিধি জগতের সার॥

পয়ার।

এই রূপে শান্তিপুর, থাকিয়া গউর।
অদ্বৈত সহিত খেলে, গুণের ঠাকুর॥
যেই হরি সেই হর, অভেদ আত্মার।
তারিতে কলির জীব, দুই অবতার॥
আত্মার অভেদ মাত্র, শরীরের ভেদ।
সেই বুঝে এই তত্ত্ব, যেই জানে বেদ॥
বেদান্ত বেদের ডাল, ভাগবত সার।
চৈতন্য চরিতামৃত, পল্লব তাহার॥
ভকতির ফুলে হয়, মুকতির ফল।
ফলের সুস্বাদ জানে, সাধক সকল॥
কে আছে পামর হের, কমলার বঁধু।
হরির মুখেতে শুন, হরিনাম মধু॥
আপনি আপন ভক্ত, ভক্তের কারণ।
এ বড় কঠিন ভাব, বুঝে কোন জন॥
আপনি প্রসবে গঙ্গা, আপনার পায়
তথাপি হরির ভক্তি, অধিক গঙ্গায়॥
না দেন গঙ্গায় পদ, না করেন স্নান।
ভক্ত অবতার জন্য, ভকতি জানান॥
এক দিন ছাত্রগণ, করিয়া যুকতি
বলে এর নাহি কেন, গঙ্গায় ভকতি॥
না করে গঙ্গায় স্নান, গঙ্গাজলে দ্বেষ।
গুরুর নিকটে কথা, জানাইল শেষ॥

যে দেখি চৈতন্য দেব, কেমন কেমন।
নামিতে গঙ্গায় গুরু, নাহি তার মন॥
না স্পর্শে গঙ্গার জল, নাহি যায় তীর।
না জানি কেমন তার, পাপের শরীর॥
দেখেছি অনেক জন, একি দুরাচার।
দেখহ আপনি গুরু, করিয়া বিচার॥
যখন গঙ্গায় কল্য, করিবেন স্নান।
চৈতন্যরে কহিবেন, কোশা খানা আন॥
জানিয়া তাহার ভক্তি, মানিবেন তবে।
তোমার নিকটে ছাপা, কখন না রবে॥
শিষ্যের কথায় হৈল, গুরুর মনন।
প্রভাতে চৈতন্য বলে, ডাকেন তখন॥
চলিল গুরুর সঙ্গে, জগতের সার।
আর সবে কৌতুক, দেখিতে চলে তার॥
স্নান করি গুরু ডাকে, চৈতন চৈতন।
ত্বরায় লইয়া কোশা, এসত এখন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া ভাবে, কমলার পতি।
কেমনে নামিব জলে, কি হইবে গতি॥
পুন পুন ডাকে গুরু, জানিতে কারণ।
কারণ জানিয়া উঠে, ভুবন তারণ॥
যাহার ইচ্ছাতে হয়, জগৎ সংসার।
মরি কি বিষ্ণুর মায়া, বুঝে উঠা ভার॥
ধরিতে চরণ পদ্ম, কত পদ্ম উঠে।
এক পদ বাড়াইতে, আর পদ্ম ফুটে॥

বিকচ কমল সব, দেখিতে ললিত।
ভূমি হৈতে উঠে পদ্ম, মৃণাল সহিত॥
যেখানে আছেন গুরু, নিরীক্ষণ করি।
কমলে কমল পদ, দিয়া যান হরি॥
হেরিয়া গুরুর জ্ঞান, গুরুতর হয়।
অন্তরে জানিল এই, মানুষত নয়॥
হইবে দেবতা কোন, বুঝি অকস্মাৎ।
রসিক কহিছে টের, পাইবে পশ্চাৎ॥

লক্ষ্মীর জন্ম।

পয়ার।

বন্দিয়া চৈতন্য দেব, বন্দিনু নিতাই।
অদ্বৈত প্রভুরে বন্দি, আর কিছু গাই॥
এই রূপে কিছু কাল, যায়ত বহিয়া।
শিখিলা অনেক বিদ্যা, অনেক দেখিয়া।
ওখানে বৈকুণ্ঠ ধাম, দেখে শূন্যময়।
কমলার মনে হৈল, চিন্তার উদয়॥
কি করি বসিয়া মনে, ভাবিলেন সার।
নদীয়ায় আসিতে, মানস হৈল তাঁর॥
পরে শুন কহি আর, দয়ার প্রকাশ।
বল্লব নামেতে দ্বিজ, নদীয়ায় বাস॥

গুণের আকার রূপ, শশধর জিনি।
হইল রুক্মিণী দেবী, তাঁহার নন্দিনী ॥
জন্মিলেন লক্ষ্মী তেঁই, লক্ষ্মী নাম তাঁর।
রূপের নাহিক সীমা, গুণ চমৎকার ॥
কি দিব তুলনা তার, অনর্থক গুলা।
সবার তুলনা লক্ষ্মী, লক্ষ্মীকার তুলা ॥
এক মুখে কি বর্ণিব, আমিত পামর।
ব্রহ্মা হৈল চারি মুখ, পঞ্চমুখ হর ॥
আপনি হইল হরি, সহস্র বদন।
তথাপি না হৈল সার, রূপের বর্ণন ॥
সেই কন্যা কত দিনে, বরিলেন হরি।
যেমন সুন্দর তেন, মিলিল সুন্দরী ॥
বিবাহের পর হরি, বঙ্গদেশে যান।
পতির শোকেতে সতী, ত্যজিলা পরাণ ॥
নদীয়ায় ছিল এক, দ্বিজের কুমার।
শুনিয়াছি সনাতন, মিশ্র নাম তাঁর ॥
জন্মিল সত্যভামা, তাঁহার আলয়।
সেই খানে বিষ্ণু প্রিয়ে, নাম তাঁর হয় ॥
রূপসী যেমন হৈল, ভাবিনী তেমন।
বিবাহ করিল তারে, গউর বরণ ॥
এই রূপে বিভা করি, কিছু দিন যায়।
উদাস হইল হরি, ভকতের দায় ॥
ভক্তি তার মন প্রাণ, ভক্ত তাঁর দেহ।
না পারে ভুলিতে হরি, ভকতের স্নেহ ॥

কে বুঝে প্রভুর দয়া, সাগর সমান।
করুণা মাখান যার, নামের বাখান॥
ডুবেছিল হরিনাম, পাপের সাগরে।
এলেন গৌরাঙ্গ দেব, তুলিবার তরে॥
ভাসাইয়া নাম ব্রহ্ম, করিয়া যতন।
সেই হেতু হলো নাম, চৈতন্য রতন॥
দেহটী ভাবের সিন্ধু, রূপ তায় জল।
কান্তি তায় বহিতেছে, তরঙ্গ তরল॥
অাঙ্গি সে ভবের ঘাট, রসের সোপান
কে আছ পামর এসো করিবারে স্নান
রসিক কহিছে দিন, গেল ওরে মন।
ডুবিয়া তুলহ শীঘ্র, পিরীতি রতন॥

গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ।

হইল গৌরচন্দ্র নবীন সন্ন্যাসী।
কটিতে কৌপীন ডোর মুখে মৃদু হাসি॥

পয়ার।

এইরূপে নানা সুখে, গেল কিছু কাল।
ভবেত সংসার রসে, ঘটিল জঞ্জাল॥
জীবের জীবাত্মা রূপ, জীবের লাগিয়া
সর্ব্বদা উদাস গৌর, ভাবিয়া ভাবিয়া।

এক দিন নদে হতে, রজনীর শেষ।
উদয় গউরচন্দ্র, কাটোয়ার দেশ॥
যেখানে আশ্রয় করে কেশব ভারথি।
সেইখানে উপনীত, পার্থের সারথি॥
কেশবের সঙ্গে হৈল, কেশবের দেখা।
কে তার করিতে পারে, আনন্দের লেখা॥
কহেন শ্রীগৌরচন্দ্র, শুনহ গোঁসাই।
আইনু দীক্ষার হেতু, আপনার ঠাঁই॥
শুনেছ গোকুলে সেই, রাধা আর শ্যাম।
মন্ত্রের সহিত দেহ, সেই দুটী নাম॥
কেশব ভারথি কহে, একি পরমাদ।
কেমনে এমন কহ, নদীয়ার চাঁদ॥
কথায় বলিলে দীক্ষা, কোথায় পাইব।
শিখাইয়া দেও যদি, তবেত শিখিব॥
তবেত শ্রীগৌরচন্দ্র, মুড়াইয়া কেশ।
পবিত্র করিল সেই, কাটোয়ার দেশ॥
ভুমেতে লিখিয়া বীজ, নামের সহিত।
নয়নে গলিত ধারা, চিত্ত পুলকিত॥
আপনি আপন গুরু, শিষ্য আপনার।
কেশব ভারথি মাত্র, সাক্ষী হৈল তার॥
যেমন দেখিল মন্ত্র, তেমন বলিল।
সন্ন্যাস সাধন-ধন, সন্ন্যাসী হইল॥
পরম সন্ন্যাসী যাঁরে, না পায় ভাবিয়া।
সে ধন সন্ন্যাসী হয়, ভক্তের লাগিয়া॥

কেবল ভক্তের তরে, ভকতের ধন।
হেলায় সন্ন্যাসধর্ম্ম, করিল গ্রহণ॥
এই রূপে দিন দুই, তিন হৈল গত।
এক মুখে আমি তাঁর, গুণ কব কত॥
সঙ্গেতে নিতাইচাঁদ, ভকতির ভূপ।
যার অঙ্গে মিশাইল, বিশ্বরূপ রূপ॥
বিশ্বরূপ সঙ্গে যার, বিশ্বরূপ ধর।
খাইল চকোর ফুটে, কুমুদ বিস্তর॥
ত্রিলোক পালক সঙ্গে, বালকের দল।
এ বলে উহারে ভাই, এ বেটা পাগল॥
কেহ দেই করতালি, কেহ বলে হায়।
নাচিয়া হরিষে তারা, হরি গুণ গায়॥
হরি দেন কোলাকুলি, নাচিয়া নাচিয়া।
হর্ষিত দেবতাগণে, কৌতুক দেখিয়া॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশ।
রসিক করিল নব, রসের প্রকাশ॥

পাষণ্ডদলন।

পয়ার।

একরূপে নন্দের চাঁদ, সন্ন্যাসী হইয়া।
নগর বেড়িয়া যায়, নাচিয়া নাচিয়া॥

কত দেশ হৈতে আইল, কত মহাজন।
অনন্ত করিতে নারে অনন্ত রচন॥
মুড়াইয়া কেশপাশ, দুঃখ করি দূর।
অনেকে অনেক ভেক, দিলেন গোউর॥
অনেকের বাড়াইল, অনেক আনন্দ।
রায় রামানন্দ আর, বসু রামানন্দ॥
খণ্ডেতে মুরলি গুপ্ত, বীর অবতার।
একানন একাননে, কত কব তার॥
আর আর কত শত, কত মহাজন।
হরিদাস কৃষ্ণদাস, রূপ সনাতন॥
চৌষট্টি মহান্ত আর, দ্বাদশ গোপাল।
দেখিতে আইল পায়ে, মনোমত কাল॥
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ কয় মরি।
কেহ বলে রাধা রাধা, কেহ বলে হরি॥
আছিল পাষণ্ড বড়, দীন দুরাশয়।
জগাই মাধাই দুটী, দ্বিজের তনয়॥
দিনান্তরে না লইয়া, কেশবের নাম।
কেবল কুকর্ম্মে রত, নাহিক বিশ্রাম॥
পরদ্বেষ পর নিন্দা, পরধনে আশ।
পরে কি হইবে তার, নাহিক তল্লাস॥
আপনা পাষাণ গণে পাষণ্ডের মন।
জীবনের বিঘ্ন যেন, পরের জীবন॥
কেবল পরের লবে, পরের খাইবে।
ভাবিত পরের ধন, কেমনে পাইবে॥

শিশুর যেমন বুদ্ধি, পশুর যেমন।
অসুর বৃত্তিতে নাহি, কসুর কখন॥
এইমত্ত ছিল দুই, দ্বিজের নন্দন।
তরাইতে গৌরাঙ্গের হইল মনন॥
সেই খানে গিয়া তবে, শ্রীগৌর নিতাই।
দুবাহু তুলিয়া বলে, হরি বল ভাই॥
জগাই মাধাই শুনে, হরি হরি বোল।
বলে একি বেটারা করয়ে গণ্ডগোল॥
কলসীর কানা ক্রোধে, নিক্ষেপ করিল।
নিতাইচাঁদের যাহে, কপাল কাটিল॥
বাহির হইয়া রক্ত, পড়য়ে যখন।
পাত্র লয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ, ধরয়ে তখন॥
অনন্ত দেবের রক্ত, কার সাধ্য ধরা।
ধরায় পড়িলে পাছে, তল যায় ধরা॥
ভক্তের মঙ্গল জন্য, ভাবিয়া অস্থির।
ধরেন স্বকরে তাই, গৌরাঙ্গ রুধির॥
অসহ্য পাষণ্ড দোষ, করিল যখন।
নিতাইচাঁদের রোষ, হইল তখন॥
দেখিয়া গৌরচন্দ্র, কহিলেন তায়।
কি ভাবে কি ভাব আন, এত বড় দায়॥
এ নয় ব্রজের লীলা, সুস্থ কর মন।
মাধুর্য্য লীলাতে কেন, ঐশ্বর্য্য এমন॥
অন্য অন্য ভাবে হয়, অন্য অন্য মতি।
বৈরাগ্য ভাবেতে নাহি, রাগের পদ্ধতি॥

বৈরাগ্য পরম ধর্ম্ম, সব শাস্ত্রে কয়।
যেখানে বৈরাগ্যভাব, সেইখানে জয় ॥
এরূপে গউরচন্দ্র, কহিলা বচন।
রচিল রসিকচন্দ্র, শুনহ সুজন ॥

জগাই মাধাইয়ের বৈরাগ্যভাব।

লঘুত্রিপদী।

হরির বচন, শুনিয়া তখন,
নিতাই ত্যজিল ক্রোধ।
গউর নিতাই, চলে দুটি ভাই,
অবোধে অর্পিতে বোধ ॥
জগৎ তারণ, ভকত কারণ,
ভাবেন গউর চাঁদ।
যেমন জগাই, তেমনি মাধাই,
এত বড় পরমাদ ॥
প্রত্যেক ভাবিয়া, মন্ত্রণা করিয়া,
নিতায়ে লইয়া সাথে।
চলে গুণাকর, দয়ার সাগর,
কে জানে ত্রিলোক নাথে ॥
জগাই মাধাই, যথা দুই ভাই,
সেইখানে গিয়া হরি।

কতেক বলিয়া, কত বুঝাইয়া,
তরাইল দয়া করি ॥
সগুণে অভয়, দিয়া দয়াময়,
পাতক করেন নাশ।
জগাই মাধাই, নাচে ছুটী ভাই,
হরিনামে মনোল্লাস ॥
নাচিয়া নাচিয়া, পিরীতি যাচিয়া,
ভ্রমণ করয়ে রঙ্গে।
পাপ তাপ যত, সব হৈল হত,
বেড়ায় হরির সঙ্গে ॥
মুখে হরি বোল, প্রেমের হিল্লোল,
মাঝারে ভাসিয়া যায়।
অস্ত গিয়া দুঃখ, উদয়েতে সুখ,
হরি হরি গুণগায় ॥
দেহে হৈল রস, কত কব যশ,
অপযশ যাহে হরে।
সাধনের জোরে, ভকতির জোরে,
শ্রীগৌরাঙ্গ বদ্ধ করে ॥
যে ছিল পাষণ্ড, পাপ করে খণ্ড,
অখণ্ড মণ্ডলাকার।
ভকতের ধন, সেই নারায়ণ,
কে জানে মহিমা তাঁর ॥
অপার মহিমা, দিতে তার সীমা,
না পারে ত্রিশূলপাণী।

ভক্ত অবতার, ত্রিলোক আঁধার,
আমি তাঁর কিবা জানি ॥
ভবের বারীতে, ভকতে তারিতে,
উদয় নদের চাঁদ।
কি গুণ কি রূপ, কহিব কি রূপ,
কেবল করুণা ফাঁদ ॥
কোটি চাঁদ মিলে, একত্র হইলে,
সে চাঁদে তুলনা নয়।
কৈতে গুণ তারি, ব্রহ্মা মানে হারি,
রসিক কোথাবা রয় ॥

গৌরচন্দ্রের কৃত হিতোপদেশ

অনিত্য সংসারে কেন ভ্রম অকারণ।
তুমি কার কে তোমার কররে স্মরণ ॥
মিছা ঘর পরিবার, কুটুম্ব বান্ধব কার,
নিরখিবে অন্ধকার, মুদিলে নয়ন ॥
বারেক সচেষ্ট হও, মুখে হরি হরি কও,
রসিক কহিছে লও, চরণে শরণ ॥

পয়ার।

এইরূপে কিছু দিন, ভ্রমিয়া গউর।
জীবের অনেক পাপ, করিলেন দুর ॥

ভবেত ভাবিলা মনে, দেখিতে স্বধাম।
সুখেতে নাচিয়া যান, মুখে হরি নাম ॥
সঙ্গেতে বৈষ্ণব সব, হাজারে হাজার।
নাচিয়া নাচিয়া যান, নদের বাজার ॥
আগেতে দয়াল চাঁদ, বামেতে নিতাই।
থাকিয়া থাকিয়া বলে, হরি বল ভাই ॥
দিন যায় মিছা কাজে, রাত্রি যায় ঘুমে।
কেনরে পড়েছ জীব, এমায়ার ধুমে ॥
জীবন জলের বিম্ব, জীবনে যেমন।
দেখিতে দেখিতে ভগ্ন, হইবে তেমন ॥
কখন আসিয়া কাল, বান্ধিবেক কর।
কখন যাইতে হবে, শমন নগর ॥
বার নাই তিথি নাই, কাল নাই তার।
তনু যেতে অনুরোধ, না মানে কাহার ॥
মায়া ঘুম ঘুমাইয়া, মিছা দিন যায়।
এখন ত্যজিয়া নিদ্রা, উঠরে ত্বরায় ॥
এ দেহ মন্দিরে বাস, কতক্ষণ আর।
বালকের খেলা ঘর, যেমন প্রকার ॥
কখন ভাঙ্গিবে ঘর, দেখিতে দেখিতে।
উপায় কররে দিন, থাকিতে থাকিতে ॥
জন্মিলে মরণ আছে, কে করিবে নয়।
ভেবে দেখ চিরদিন, কে বাঁচিয়া রয় ॥
পাষাণ গলিয়া যায়, লোহ হয় মাটী।
চিরদিন নাহি থাকে, বৃক্ষবস্তু বাটী ॥

এমন যে বসুমতি, অটল ভুবন ।
অবশ্য জানিবে আছে, ইহার পতন ॥
ব্রহ্মাণ্ড তাজেন দেহ, ইন্দ্রপাত যায় ।
হইলে নিয়ম কাল, কে রাখে কাহায় ॥
সময়ে যাইতে হবে, শমনের ঠাঁই ।
দৈবেতে বিপদ কাটে, মৃত্যু কাটে নাই ॥
অবশ্য ঘটিবে যার, যে দিন মরণ ।
বারেক শেষের দিন, কররে স্মরণ ॥
শয়ন করিয়া ক্ষিতি, নয়ন মুদিয়া ।
সেই যে পড়িয়া রবে, জীবন ত্যজিয়া ॥
কোথা রবে অহঙ্কার, কোথা রবে ঘর ।
কোথায় থাকিবে প্রাণ, কোথা কলেবর ॥
এমন প্রেয়সী ভার্য্যা, থাকিবে কোথায় ।
কে আসি যোগাবে মন, কথায় কথায় ॥
অপার বাসনা কোথা, থাকিবে তখন ।
কোথা রবে কন্যা আর, কোথায় নন্দন ॥
সকলি স্বপ্নের ন্যায়, মায়ার কারণ ।
জানিয়া কেনরে জীব, হয়েছ মগন ॥
প্রত্যহ শুনিছ আজি, অমুক মরিল ।
তথাপিহ কেন তোর, জ্ঞান না হইল ॥
যখন শুনিলে মৃত্যু, তখনি উদাস ।
ক্ষণেক বিলম্বে কর, ঘোর অভিলাষ ॥
আপনি কি না মরিবে, ভাবিয়াছ সার ।
রসিক কহিছে বটে, এইত প্রকার ॥

গৌরচন্দ্রের গুণ ও নবদ্বীপ গমন।

দিন গেলরে অশান্ত জন, কি কর এখন।
ত্যজিয়া অনিত্য আশা ভাব নিত্য নিরঞ্জন॥ সেই সত্য সেই সত্য যিনি সত্য সনাতন। আর যত দেখ সব মায়ারি কারণ॥ ভাব সত্য বল সত্য, মনে এই কর সত্য, সত্বরে হইবে বৈকুণ্ঠে গমন॥
না জান মায়ার মায়া কারে মায়া কর। সংসার মায়ার দাস সব পরিহর। দারা সুত আর ভাই, ভবেত সম্পর্ক নাই, রসিক ভাবিছে তাই, মনে অনুক্ষণ॥

পয়ার।

এরূপে গউরচন্দ্র, অশেষ বিশেষ।
ভক্তেরে বুঝাতে কত, দেন উপদেশ॥
নাচিতে নাচিতে যান, নদের বাজার।
সঙ্গেতে ভকতগণ, হাজার হাজার॥
কত নাচে কত গায়, কহিতে প্রচুর।
দুবাহু তুলিয়া নাচে, নিতাই গউর॥
ভজরে ভজরে জীব, জগতের সার।
গঙ্গার উদ্ভব হৈল, চরণে যাঁহার॥
যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ, আছে তিনপুর।
স্মরিলে যাঁহার নাম, পাপ যায় দূর॥

যাঁহার বাঁশীর গান, গোকুলে শুনিয়া।
শুনেছ যমুনা যায়, উজান বহিয়া॥
অকুল কাণ্ডারী সেই, গোকুলের ধন।
দেবের দুর্লভ যিনি, দেব নারায়ণ॥
করে জপ নাম তার, পরে হবে জয়।
নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম, নাম ব্রহ্মময়॥
এইরূপে হরি হরি, নাম বিতরিয়া।
নদের বাজারে যান, নাচিয়া নাচিয়া॥
দেখিতে নগরে লোক, ধায় কতজন।
কিরূপে করিব তার, কতই বর্ণন॥
নগরের নাগরী, ধাইল বহুতর।
এবলে উহারে সই, একি মনোহর॥
মদনমোহন কিবা, বদনের ছাঁদ।
নগর বেড়িয়া যায়, দুই খানি চাঁদ॥
মগন করিছে যেন, গগণের চাঁদে।
পড়িল আমার মন, ও রূপের ফাঁদে॥
এমন বয়সে সই, কেমন করিয়া।
পরেছে কৌপীন ডোর, কটিতে বেড়িয়া॥
কে দিল সাজায়ে যোগী, কে হরিল বাস।
খাইয়া চক্ষের মাথা, কে করে উদাস॥
কিবা রূপ কিবা ঠাম, কি মধুর হাসি।
ইচ্ছা হয় চরণ পঙ্কজে হই দাসী॥
কি নাম শুনায়ে যায়, শুন শুন সই।
মন যে হরিয়া নিল, কার কাছে কই॥

উড় উড় করে মন, উহার লাগিয়া।
নিকটে পাইলে রই, চরণ ধরিয়া॥
শ্যামের লাগিয়া যেন, ব্রজের রমণী।
করিছে আমার মন, আজি যে তেমনি॥
না জানি উহার সঙ্গ, কেমনে পাইব।
কামিনী হইয়া আমি, কোথায় যাইব॥
কি ফেরে পড়িনু সই, কি রূপ হেরিনু।
আহামরি মরি মরি, গুমরি মরিনু॥
কি কাজ সংসারে থাকি, কি কাজ লজ্জায়।
ভজিব গোরারে আর, মজিব ও পায়॥
কোথায় বসতি করে, কোথায় গমন।
জিজ্ঞাসা করিব চল, ইহার কারণ॥
আর জন বলে সই, মোর মনে লয়।
এই সে গৌরাঙ্গ দেব, সচির তনয়॥
সঙ্গেতে নিতাই চাঁদ, হাড়ায়ের সুত।
ভুবনমোহন দুটি, রূপ গুণযুত॥
ভাবের নাহিক সীমা, প্রেমের ঠাকুর।
বদনে হরির নাম, শুনিতে মধুর॥
এইরূপে রামাগণ, কহে পরস্পর।
রসিক রচিল গীত, রসের সাগর॥

সচী মায়ের রোদন।

কে সাজালে নদীয়া সন্ন্যাসী। আমার গৌরচাঁদে॥ দেখেছ গো নদে বাসি॥ দণ্ড কমণ্ডল্ করে, কটিতে কোপিণ পরে, মন যে কেমন করে, নয়ন সলিলে ভাসি॥ কোনপথে কোথা যাব, কোথা গেলে দেখা পাব, কেন গো আমার গোরা, করিল উদাসী॥ বিশ্বরূপ পুত্র ছিল, নিতায়েতে মিশাইল, আবার গৌর কেন দিল দুঃখরাশি॥ ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়ে, কে রাখিবে প্রবোধিয়ে, বুঝি গৃহ ত্যাগিয়ে, গৌর চলিল কাশী॥

পয়ার।

নগর বেড়িয়া যায়, নদীয়ার চাঁদ।
ওখানে জননী তাঁর, শুনিল সংবাদ॥
বিদ্যুৎ আকারে ধায়, চক্ষে বহে জল।
নদের বাজারে গিয়া, জিজ্ঞাসে কুশল॥
কোথা সে গৌউরচাঁদ, কোথায় নিতাই
শুনিনু আসিয়াছিল, তারা দুটী ভাই॥
কহরে নগরবাসি, কোথায় যাইব।
গৌউরচাঁদের দেখা, কোথায় পাইব॥
কোথায় গেলরে গৌর, কোন পথ দিয়া
দেহরে দেহরে মোরে, পথ দেখাইয়া॥

কে সাজায়ে দিল যোগী, কে করিল দূর।
কে আসি ভাঙ্গিল মোর, আনন্দের পুর॥
অভাগী সচীরে কেন, শোকেতে ঘেরিয়া।
কে হানিল বজ্রাঘাৎ, এমন করিয়া॥
এই যে আসিয়াছিল, গোউর রতন।
কে লয়ে কোথায় গেল দুঃখিনীর ধন॥
হায়রে নগরবাসী, প্রাণ যায় যায়।
কি করি কোথায় যাব, কোথা পাব তায়॥
মন করে উড়ু উড়ু, প্রাণ বলে যাই।
চৌদিক আঁধার দেখি, কার পানে চাই॥
কে আনি মিলায়ে দিবে, কে হরিবে দুঃখ।
কেমনে হেরিব আমি, গোউরের মুখ॥
পলকে প্রলয় হয়, যারে না হেরিয়া।
কে দিল এমন ধনে, সন্ন্যাসী করিয়া॥
কিবা গোউরের মুখ, কিবা সে নয়ন।
বাপধন বাছা মোর, হৃদয়ের ধন॥
কোথারে গোউরচাঁদ, মোরে দিয়া তাপ।
নদীয়া আঁধার করি, কোথা গেলি বাপ॥
পায়েছি কঠোর জ্বালা, জঠরে ধরিয়া।
এমন নিষ্ঠুর হৈলি, কেমন করিয়া॥
মান যায় প্রাণ যায়, লাগিয়া তোমার।
বারেক এসোরে বাছা, কোলেতে আমার॥
না হেরে তোমার মুখ, পুর্ণিমার চাঁদ।
দুঃখেতে দহিল অঙ্গ, একি পরমাদ॥

নয়নে তোমার দেখা, যদি না পাইব।
তেমন বদনচাঁদে, কেমনে ভুলিব॥
কেমনে পাসরি মুখ, থাকিব হেথায়।
বিদীর্ণ হতেছে বুক, কথায় কথায়॥
কোথায় রহিলে তুমি, আমারে ভুলিয়া।
এ বুঝি জীবন গেল, জ্বলিয়া জ্বলিয়া॥
আরেরে গৌউরচাঁদ, না হেরে তোমায়।
যে করে আমার প্রাণ, জানাইব কায়॥
গৌউর গৌউর বুলি, বলিয়া বলিয়া।
কত না কাঁদেন সচী, ধূলায় পড়িয়া॥
দিন গেল রাত্রে হৈল, চন্দ্রের উদয়।
হেরিয়া সচির হৈল, প্রফুল্ল হৃদয়॥
বলে কে গৌউর এলি, এত দিন পর।
হৃদয় জুড়াল হেরে, মুখ শশধর॥
সঙ্গিনী কাঁদিয়া কয়, ও নহে গৌউর।
গগণে উঠিয়া চাঁদ, তম করে দূর॥
রসিক কহিছে হরি, কান্দিলে কি রন্।
গিয়াছে ভক্তের ধন ভক্তের কারণ॥

নদেবাসীদিগের খেদ।

একি গৌরচাঁদরে। জগতের মোহনীয় ফাঁদ রে॥ কি নাম শুনালে গোরা,

পাগল হইনু মোরা, ভুলিতে না পারি আর, ঘটিল প্রমাদ রে। নাম নয় সুধা-রাশি, শুনিতে কি ভালবাসি, কি করিল হাসি হাসি, মধুর নিনাদরে ॥ এই বলি হরি হরি, কোথা গেল পরিহরি, রসিক কহিছে মরি, কি রূপের ছাঁদরে ॥

পয়ার।

এইরূপে সচি কান্দে, বিনিয়া বিনিয়া।
কান্দিছেন বিষ্ণুপ্রিয়ে, ধুলায় পড়িয়া ॥
নগর বাসিনী আর, নগর বাসিরা।
কান্দিয়া কহিছে আর, কোথা যাই ফিরা ॥
না যাইব গৃহে আর, না করিব বাস।
করিল গৌউরচন্দ্র, সকলে উদাস ॥
চল চল এই ছার, গৃহে দিয়া ছাই।
যেখানে গৌউরচন্দ্র, সেইখানে যাই ॥
কি নাম শুনায়ে গেল, কি বোল বলিল।
না জানি গৌরাঙ্গ দেব, কি ফেরে ফেলিল ॥
মন বলে হরি হরি, প্রাণ বলে তাই।
পাগল করিয়া গেল, গৌউর নিতাই ॥
এমন মধুর নাম, নাহি যার পর।
অমৃত হইতে নাম, অমৃত বিস্তর ॥
এ নাম জপিয়া শুনি, যোগী হন শিব।
ভাবিলে ভাবনা যায়, ভাবনারে জীব ॥

কে জানে নামের গুণ, কে করে নির্ণয়।
স্বমনে জপিলে যায়, শমনের ভয় ॥
শুনিতে অক্ষর দুটী, ভাব বহুতর।
না পায় নামের তত্ত্ব, সুরাসুর নর ॥
কে হেন রাখিল হরি, নাম সুধাময় ॥
এক নাম হৈতে হয়, ভুবনের জয় ॥
ভাবিলে সবার ভাল, না ভাবিলে দুঃখ।
ঐহিকে বিস্তর ফল, পারত্রিকে সুখ ॥
লিখ নাম দেখ নাম, জপ নাম সার।
আরেক ভাবিলে তার, ভাবনা কি আর ॥
কি বোল বলিয়া গেল শচির তনয়।
গৃহেতে থাকিতে মন, তিলেক না হয় ॥
ভাবরে পামর জীব, হরি নাম সার।
কি ছার মিছার কাজে, ভ্রমিছ সংসার ॥
আমার আমার করি, কেন কাট কাল।
কখন কালের করে, ঘটিবে জঞ্জাল ॥
এখন সময় আছে, ভাবিতে সুসার।
আলস্য ত্যজিয়া কর, ভাবনা তাহার ॥
যাঁহার কৃপায় হৈল, সৃষ্টির সৃজন।
যাঁহার নিয়মে ফিরে, শশী তারাগণ ॥
শিরের সহস্র দলে, বসতি যাঁহার।
জগৎ রয়েছে গাঁথা, মায়ায় তাঁহার ॥
তিনি তেজ তিনি বায়ু, তিনি সে আকাশ।
স্থল জল যত কিছু, তাঁহাতে প্রকাশ ॥

রসিক কহিছে সেই, ভব সার সার।
কবে সে উদয় হবে, হৃদয়ে আমার॥

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য।

বৈষ্ণব মাহাত্ম্য যত, কে পারে কহিতে তত। বারেক স্মরিলে হয় পাপ তাপ সব হত॥ যেখানে বৈষ্ণবগণ, হরি সেইখানে রন, সেই স্থান বৃন্দাবন, ব্যাসের রচিত মত। বৈষ্ণবের পদরজ, আরে মন তাতে মজ, শ্রীপাদপঙ্কজ ভজ, ভকতিতে হয়ে রত॥ চরণে কি গুণ ধরে, জীবের ত্রিতাপ হরে, রসিক প্রণাম করে, সে চরণে শত শত॥

পয়ার।

এই রূপে নবদ্বীপ, বাসিরা সকল।
ভাবিয়া হরির নাম, চক্ষে বহে জল॥
হেথায় গৌরাঙ্গদেব, দেবের প্রধান।
বেড়াইয়া নানা দেশ, এড়াইয়া যান॥
সঙ্গেতে বৈষ্ণবগণ, কত শক্তগণ।
হরিগুণ গান করে, করেন ভ্রমণ॥

তারা সম তারা গৌর, চাঁদেরে ঘেরিয়া।
নগর নগরে ভ্রমে, হর্ষিত হইয়া॥
বিস্তর হইল বৃদ্ধি, বৈষ্ণবের দল।
এক মুখে কত তার কহিব মঙ্গল॥
পুণ্যের নাহিক সীমা, যশের ঠাকুর।
স্মরিলে যাঁদের নাম, পাপ হয় দূর॥
মহাপুণ্যবান সব, বৈষ্ণবের সার।
আছিল যাদের মুক্ত, হৃদয় আগার॥
সেই সে গৃহেতে ব্রজ, নাথের নিবাস।
রাধিকাবল্লভ কৃষ্ণ, করিলেন রাস॥
কি আছে বৈষ্ণব সম, মাধবের ধন।
বৈষ্ণবের প্রেমে হরি, সদাই মগন॥
বৈষ্ণব বিষ্ণুর ভক্ত, বিষ্ণু তায় রত।
বিষ্ণুর সম্পত্য নাই, বৈষ্ণবের মত॥
যে খানে বৈষ্ণব গণ, সেই খানে হরি।
বৈষ্ণব সিন্ধুর জল, মাধব লহরী॥
যে ভজে বৈষ্ণব গণ, ধন্য সেই নর।
বৈষ্ণবের মান জানে, বিষ্ণু পরাৎপর॥
শ্রবণে বৈষ্ণব তত্ত্ব, দূরে যায় দুঃখ।
বৈষ্ণব নিন্দায় হয়, বিষ্ণুর অসুখ॥
বৈষ্ণবের পদরেণু, পড়য়ে যথায়।
তাহার মাহাত্ম্য কত, কহিব কথায়॥
মৃত্তিকা পবিত্র হয়, দেশের মঙ্গল।
তাপ না কোথায় থাকে, পাপ যায় তল॥

বিষ্ণুর ভকতি ছাড়ি, বৈষ্ণবেতে মন।
যে দেয় তাহার তুষ্ট, নন নারায়ণ ॥
জানিলে শুনিলে সব, এড়াইবে দায়।
মজরে মজরে জীব, বৈষ্ণবের পায় ॥
বৈষ্ণবের দাস হেতে, বিষ্ণুর বিধান।
বৈষ্ণব হইল তুষ্ট, বিষ্ণু কোথা যান ॥
দেখেছি অনেক গ্রন্থ, শুনেছি এমন।
বৈষ্ণবের পিছে পিছে, বিষ্ণুর গমন ॥
যেখানে বৈষ্ণব তুষ্ট, সেইখানে শ্যাম।
হইলে বৈষ্ণব রুষ্ট, বিষ্ণু হয় বাম ॥
বৈষ্ণবের গলে কণ্ঠি, তুলসীর হার।
এক মুখে কত কব, মাহাত্ম্য তাহার ॥
দর্শনে পাপের নাশ, স্পর্শনে প্রচুর।
পুণ্যের উদয় হয়, পাপ যায় দূর ॥
ধারণে হরণ করে, শমনের ভয়।
জপেতে সাধক সিদ্ধ, জানিবে নিশ্চয় ॥
বিশেষ বর্ণনে সার, নহেত নিপুন।
নির্গুণ রসিক কহে, বৈষ্ণবের গুণ ॥

বৈষ্ণবের তেজঃ হ্রাস।

গৌর বড় দয়াময়। যাঁহার স্মরণে হয় পাপ তাপ ক্ষয় ॥ ভাবিলে চরণারবিন্দ,

দূরে যায় নিরানন্দ, লহরে পরমানন্দ, শ্রীচরণাশ্রয়। কিবা রূপ কিবা নাম, কি গুণের গুণধাম, পদে যার মোক্ষধাম, চারিবেদে কয়॥ অনাথের বন্ধু হরি, গৌররূপে অবতরি, রসিক কহিছে মরি, কি ভাবে উদয়॥

পয়ার।

এ হেন ভকত সঙ্গে, নদীয়ার চাঁদ।
ভ্রমণ করেন কত, কি কব সংবাদ॥
দেশে দেশে পাড়া পাড়া, হাট ঘাট যত।
ভ্রমিয়া হরির নাম, কন অবিরত॥
এমনি দয়ালু সেই, গউর নিতাই।
সবার মঙ্গল কারী, তাঁরা দুটী ভাই॥
রূপের নাহিক সীমা, গুণেও তেমন।
অনাথ দীনের বন্ধু, কে আছে এমন॥
দেখহ হরির দয়া, এমনি প্রকাশ।
কার্য্যের পাতক সব, হইল বিনাশ॥
হরি প্রেম সরোবর, ভক্ত মীনগণ।
সর্ব্বদা ভাবের জলে, আছয়ে মগন॥
ভাসিয়া বেড়ান কিবা, দেখিতে সুন্দর।
যে জানে ইহার মর্ম্ম, ধন্য সেই নর॥
হইল প্রবল বড়, বৈষ্ণবের বল।
তেজেতে দহিল তারা, ভুবন মণ্ডল॥

এমনি হইল তেজ, কহিতে অপার।
অনল করয়ে দৃষ্টি, অনল আকার॥
হরির তেজেতে তেজঃ প্রবল অধিক।
কতবা ঋষির তেজঃ, ধিক ধিক ধিক॥
পরম তেজস্বী হৈল, পরম ব্যাপক।
পরম সাধক সব, পরম জ্ঞাপক॥
পরম ধার্ম্মিক তারা, পরম বৈষ্ণব।
সঙ্গের সম্বল হরি, যিনি ভব ধব॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ বৈরাগী যত সব।
এক একজন যেন, দ্বিতীয় ভৈরব॥
এমনি তেজস্বী সব, এমনি সাধক।
যে দিকে নিরখে জলে, সে দিকে পাবক॥
বিষম বলের বৃদ্ধি, হইল প্রচুর।
সে বল বিনাশ হেতু, ভাবের গউর॥
বৈষ্ণব অধিক কৈল, বৈষ্ণবীর দল।
ক্রমেতে হরিল তারা, বৈষ্ণবের বল॥
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী সব, মিলিয়া তখন।
কত দেশে কত ঠাঁই, থাকে কতজন॥
মনের মানসে করে, ধনের সন্ধান।
হইল বলের হ্রাস, জলের সমান॥
সে নয় ব্রজের সঙ্গী, সঙ্গিনীর বল।
ন্যাড়া আর নেড়ি মাত্র, বুঝিবে সকল॥
তবেত গৌরাঙ্গ দেব, জগতের সার।
ভ্রমিলেন কত দেশ, কত কব তার॥

শান্তিপুরে অদ্বৈত, প্রভুর কাছে গিয়া।
তথায় করিল দেখা, শচীরে আনিয়া ॥
অম্বিকা নিবাসী যার, গৌরীদাস নাম।
ব্রজের সুবল সখা, সেই গুণধাম ;
পণ্ডিত বিখ্যাত নাম, রাষ্ট্র বহু দূর।
রূপ বা কহিব কত, গুণের ঠাকুর ॥
তাঁহার গৃহেতে কাল, কিঞ্চিৎ বঞ্চিয়া।
ভবেত গৌউর মনে, নাম বিনাইয়া ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশ।
রচিল রসিকচন্দ্র, চৈতন্য বিলাস ॥

ভেকের মাহাত্ম্য।

ইচ্ছা ময় গৌরহরি। কতই ভাবের ভাব, আহা মরি মরি ॥ কি ভাবে কারে তারে, কে চিনিতে পারে তাঁরে, ভকতি সাগরে যার, করুণা লহরী ॥ যত ভাব ভাব মনে, ভাব বৃদ্ধি প্রতিক্ষণে, যে ভাবে ভাবের ধনে, পায় পদতরী। ভাবরূপ সরোবরে, পাদপদ্ম শোভা করে রসিক পাইলে পরে, রাখে হৃদে ধরি

পয়ার।

এরূপে গৌউরচন্দ্র, বিলান অভয়।
সঙ্গেতে মহন্তগণ, চক্রবর্ত্তী হয়।।
কবিরাজ অষ্ট জন, গোপাল দ্বাদশ।
আর যত শিষ্যগণ, কে করে প্রকাশ।।
যখন হইল ব্রজ, বিহারের অন্ত।
চৌষট্টি সখিরা হয়, চৌষট্টি মহন্ত।।
আর যে প্রধান সখী, অষ্টজন তায়।
অষ্ট অবতার হয়ে, অষ্টদিকে ধায়।।
জগদীশ পণ্ডিতের, শুনিয়াছ নাম।
আছিল ব্রজের সখী, সেই গুণধাম।।
তাহারে লইয়া হরি, ভ্রমিয়া বিস্তর।
পাপীর ঘুচায়ে দিল, তাপিত অন্তর।।
কে জানে গৌউরচাঁদে, কে জানে স্বভাব।
যেই জানে সেই জানে, ভাবের প্রভাব।।
এক ভাব নহে ভাব, কতই প্রকার।
কত ভাবে করিলেন, কতই বিস্তার।।
দয়ার ঠাকুর সেই, নদীয়ার চাঁদ।
কি তাঁর রূপের ছটা, করুণার ফাঁদ।।
তারিলেন কৃপা নিধি, কতশত নর।
এমনি ভেকের মর্ম্ম, বুঝরে পামর।।
গন্ধর্ব্বের গলে দিয়া, তুলসীর মাল।
আপনি প্রণাম করে, সচীর দুলাল।।

গোউর সবার বড়, ভেক বড় তাঁর।
যে জানে ভেকের মর্ম্ম, সেই জানে সার ॥
যতনে কি অযতনে, ভেক যে লইবে।
তাহারে হরির দয়া, অবশ্য হইবে ॥
কহিব তাহার কথা, বিশেষ করিয়া।
কহিয়ে ভেকের মর্ম্ম, শুন মন দিয়া ॥
বড়ই পাষণ্ড নর, ছিল এক জন।
কেবল করিত সেই, কুপথে ভ্রমণ ॥
আছিল তাহার ভেক, বৈষ্ণবের মত।
সংখ্যার অতীত পাপ, করিয়াছে কত ॥
কতই দিবসে তার, হইল মরণ।
করিল শমন দূতে, জীবন হরণ ॥
সেই সে পাপীর দেহ, তরঙ্গে প্রচুর।
ভাসিতে গঙ্গার জলে, দেখিলা গোউর ॥
কটিতে কৌপীন গলে, তুলসীর হার।
নিরখি করিল দয়া, সচির কুমার ॥
বিশেষ জানেন হরি, সে জন কুজন।
বিষ্ণু নয় রুষ্ট তায়, ভেকের কারণ ॥
দয়ার প্রকাশ করি, ভাবিলেন আসি।
ধন্য রে হরির ভেক, সাবাসি সাবাসি ॥
এমনি ভেকের গুণ, ভেক কর সার।
ভেকের গুণেতে হয়, পাপের উদ্ধার ॥
মুকতি মাখান ভেক, ভকতি করিয়া।
যে করে ধারণ যায়, সে জন তরিয়া ॥

ধন্য সে গৌউর চাঁদ, ধন্য সে নিতাই।
ধন্য সে হরির নাম, তুল্য যার নাই ॥
নদীয়ার লোক ধন্য, ধন্য কলিকাল।
যে যুগে গৌউর হৈলা, নন্দের গোপাল
ধন্য সে কলির জীব, বৈষ্ণবের দল।
যাদের লাগিয়া হরি, আপনি পাগল ॥
কেশব ভারথি ধন্য, সাধুর প্রধান।
রসিকের গীত ধন্য, গৌউরের গান ॥

নিতাইচাঁদের গৃহধর্ম্মের যুক্তি।

কি কর অকারণ ধনের সঞ্চয়। নয়ন মুদিলে পর কিছু কিছু নয় ॥ হরিপদ রত্ন ধন, তাতে কর যতন, অনিত্য বিষয়ে মন, দেওয়া উচিত নয় ॥ মিছা কর উপার্জ্জন, মিছা কর পর্য্যটন, ভাবরে পরম ধন, দেবকী তনয় ॥ সংসারে অসার সব, সার মাত্র সে কেশব, যাহারে ভাবিয়া শব, রূপ ত্রিলোচন। সকল বেদের সার, সম্পদের মূলাধার, রসিক যাচয়ে তাঁর চরণ আশ্রয় ॥

পয়ার

এরূপে তারিয়া নর, বিস্তর অধম।
পুরুষোত্তমেতে যান, পুরুষ উত্তম ॥

সঙ্গেতে বলাই চাঁদ, রঙ্গেতে গমন।
করিল নদের চাঁদ, জীবের জীবন॥
কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি, সঙ্গে নাই ধন।
প্রত্যহ করেন ভিক্ষা, নূতন নূতন॥
এরূপে কাটিয়া কাল, যান কতদূর।
ধনের সঞ্চয় নাহি, করেন গোউর॥
করিল নিতাই চাঁদ, ধনের সঞ্চয়।
গোউরের মনে হৈল, রোষের উদয়॥
ডাকিয়া গোউর কন, শুনহ নিতাই।
সন্ন্যাসের ধর্ম্ম এত, কভু নহে ভাই॥
এখন তোমার আছে, ধন অভিলাষ।
এ হেতু উচিত নহে, মম সহ বাস॥
এত অভিলাষ যদি, দেহেতে তোমার।
তবে সে কেমনে যাবে, সঙ্গেতে আমার
মনের বাসনা ত্যজ, ত্যজ অহঙ্কার।
বুঝিবে মরম তবে, সন্ন্যাসের সার॥
যখন সংসারে সব, উদাস হইবে।
তবেত সন্ন্যাস ধর্ম্ম, গ্রহণ করিবে॥
সন্ন্যাস পরম ধর্ম্ম, কহিতে অপার।
কিঞ্চিৎ জানেন মর্ম্ম, পঞ্চমুখ যার॥
আর সে জানেন ব্রহ্মা, সন্ন্যাসের গুণ।
তেঁই সে সন্ন্যাস ধর্ম্মে, সদত নিপুন॥
জানিয়া মানিয়া শিব, কারণ তাহার।
হইলেন যোগীরাজ, বুঝে দেখ সার॥

ত্যজহ ধনের মায়া, ত্যজ অভিলাষ।
তবে সে উচিত হয়, লইতে সন্ন্যাস॥
বুঝিয়া শুনিয়া, তবে, নিতাই তখন।
বিনয়ে কহেন মোর, কি হবে এখন॥
কহেন গৌউরচাঁদ, মানস আমার।
আর কিছু দিন তুমি, করহ সংসার॥
পানীহাটী নামে দেশ, আছয়ে সুন্দর।
রাঢ়ীয় দ্বিজের বাস, তথায় বিস্তর॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের, বসতি যথায়।
তাহার গুণের কথা, কি কব কথায়॥
গৌরীদাস সূর্য্যদাস, দুই সহোদর।
পুণ্যের সাগর নাই, তাঁদের সোসর॥
সূর্য্য রন্ পাণীহাটী, গৌরীদাস তায়।
অম্বিকা নিবাসী হয়ে, আছেন তথায়॥
সূর্য্যের তনয়া দুই ক্রমেতে হইল।
বসুধা জাহ্নবা নাম, দোঁহার রাখিল॥
সে নয় সামান্যা দুই, মদনমোহিনী।
রেবতী বারুণী দোঁহে, ব্রজের গোপিনী॥
জাহ্নবার সহ হবে, বিবাহ তোমার।
বসুরে যৌতুক পাবে, কহিলাম সার॥
লইয়া উভয় কন্যা, উভয়ের মন।
তুষিয়া সংসারে কাল, করহ যাপন॥
জাহ্নবা উদরে সুত, জনমিয়া সাত।
শ্রীদামের প্রণিপাতে, হইবে নিপাত॥

অষ্টমে আমার জন্ম, হইবে যখন।
সাক্ষাৎ হইলে পুনঃ জানিবে তখন ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশ।
রচিল রসিকচন্দ্র, গোউর বিলাস ॥

নিতানন্দ প্রভুর খেদ।

ভাবেন নিতাইচাঁদ। একি হরি ঘটালে প্রমাদ ॥ কি করিব কোথা যাব, কার পানে ফিরে চাব, আর কি দেখিতে পাব, সে রূপের ছাঁদ ॥ অধীনেরে পরিহরি, কোথায় গেলেন হরি, হরির বদনে হরি, মধুর নিনাদ ॥ বিলাসে মধুর নাম, অধীনে হইয়ে বাম, না জানি কেনবা শ্যাম, সাধিল এবাদ ॥

পয়ার।

এতেক যুকতি দিয়া, নিতায়ের মন।
তুষিয়া গউর চন্দ্র, করেন গমন ॥
যথায় সে ক্ষেত্রধাম, তথায় যাইয়া।
হইলেন যড়ভুজ, নাচিয়া নাচিয়া ॥
মোহিয়া ভক্তের মন, কহিয়া উপায়।
প্রভুর আজ্ঞায় প্রভু, মিশাইয়া যায় ॥

সংক্ষেপে কহিনু নহে, বিশেষ তাহার।
কহিতে সটীক সব, শকতি কাহার॥
কহিয়াছে কৃষ্ণ দাস, বৃন্দাবন দাস।
রূপ সনাতন আদি, সাধকের ভাষ॥
এখানে নিতাইচন্দ্র, ভাবিয়া ভাবিয়া।
মলিন হইলা মহা, প্রভুর লাগিয়া॥
ত্রেতার লক্ষ্মণ যিনি, দ্বাপরে বলাই।
কখন তিলেক ছাড়া, নহে দুটী ভাই॥
এমন প্রণয়ে যদি, হইল বিচ্ছেদ।
কতই কহিব আমি, নিতায়ের খেদ॥
সুখের সম্পর্ক নাই, অসুখের শেষ
প্রভুর আজ্ঞায় যান, পাণীহাটী দেশ॥
কেহ বলে পাণীহাটী, কেহ বলে নয়।
কত মতে কত লোক, কত মত কয়॥
যে হকু সে হকু খেদ, নাহিক তাহাব।
আমি বলি পাণীহাটী, অন্যে কহে আর॥
সেই সে প্রধান গানী, হইল যখন।
দুজন সুজন ভক্ত, আছিল তখন॥
এইরূপে কিছু কাল, যায়ত বহিয়া।
বেড়ান হরির নাম, কহিয়া কহিয়া॥
নাচিয়া নাচিয়া কন, গুণের নিতাই।
কে আছরে কোন খানে, হরি বল ভাই॥
জলে বা স্থলেতে থাক, অথবা কাননে।
ভজরে ব্রজের বাঁকা, মদনমোহনে॥

গেলরে গেলরে দিন, এল এল কাল।
ভুলিয়া রয়েছ কেন, নন্দের গোপাল॥
সময় থাকিতে ভজ, রসময় হরি।
অসময় পাবে যদি, সে চরণ তরি॥
অনিত্য কার্য্যের তরে, দেখ দেখ ভাই।
হারাওনা নিত্যধন, গুণের গোঁসাই॥
ভাই বল সুত বল, কেহ কার নয়।
পার্থিবে কোথায় থাকে, অহিকে প্রণয়॥
আত্মিয় কুটুম্ব দেখ, আর পরিজন।
কে রবে তখন দেহ, ত্যজিবে যখন॥
সময়ের বন্ধু সব, অসময়ে বাম।
সেই সে হরির পদে, কররে প্রণাম॥
জগতের সার সেই, নন্দের তনয়।
স্মরিলে যাহার নাম, পুণ্যের উদয়॥
হেরিলে নিষ্পাপ দেহ, স্পর্শেতে নির্ব্বাণ।
কে আছে জগতে আর, তাহার সমান॥
বিনোদ বিহারী সেই, গোকুলের চাঁদ।
রূপ নয় জগতের, মোহনীয় ফাঁদ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ, কি মধুর হাসি।
যে রূপ হেরিতে হর, সদত প্রিয়াসি॥
যেমন রূপের ছটা, গুণ সেই রূপ।
স্বরূপ কহিতে নাই, সে ধন স্বরূপ॥
অকুল কাণ্ডারী সেই, গোকুল মোহন।
ভাবরে পামর জীব, জুড়াবে জীবন॥

শীতল হইবে দেহ, পাপ যাবে দূর।
রসিক কহিছে ভাব, গুণের ঠাকুর॥

নিতাইচাঁদের পাণীহাটী আগমন।

গৌর গৌর বলি কে বেড়ায়। উঁহারে চিনা বড় দায়। যোগী নয় গৃহী নয়, কি ভাবের ভাবী হয়, সুধাইলে পরিচয়, না বলে কাহায়। কি ভাবেতে দিয়া ভগ্ন, কিবা বসে আছে মগ্ন, কার প্রেমে মন লগ্ন, জিজ্ঞাস উঁহায়॥

পয়ার।

এ রূপে নিতাই চন্দ্র, নাম বিতরিয়া।
ভ্রমণ করেন দেশে, নাচিয়া নাচিয়া॥
হেরিয়া দেশের লোক, হাসিয়া তখন।
বলে কি পাগল বেটা, না দেখি এমন॥
কার বেটা কোথা ধাম, কোন খানে ছিল।
কোথায় হইতে বেটা, হেথায় আইল॥
না পাইনু ভাব কিছু না বুঝিনু স্থির।
যোগী নয় গৃহী নয়, দুয়ের বাহির॥

কেহ বলে ভণ্ডবেটা, কেহ বলে নয়।
পাগল বলিয়া তারে, আর জন কয়॥
পাগলে কোথায় হরি, হরি বলে বল।
যে বলে পাগল ওরে, সে বেটা পাগল॥
হইবে পরম যোগী, পরম সুবোধ।
আমিত বিকানু পায়, জনমের সোধ॥
আর জন বলে ভাই, এত বড় দায়।
ক্ষণেক করিয়া নৃত্য, ক্ষণে গীত গায়॥
কেহ গিয়া দেয় তাড়া, কেহ ডাকে তায়।
অঞ্জলি করিয়া ধূলা, কেহ দেই গায়॥
কেহ বা হাসিয়া বলে, এ আর কেমন।
দেখেছি অনেক লোক, না দেখি এমন॥
কি ভাব ভাবিয়া আছে, কি রসে মগন।
পাগলের মত ভাব, কেমন কেমন॥
কেহ দেই করতালি, কেহ বলে দূর।
নিতাই নাচিয়া বলে, গোউর গোউর॥
এইরূপে কিছু দিন, যায়ত বহিয়া।
আছেন নিতাই চন্দ্র, যোগেতে বসিয়া॥
সূর্য্যদাস পণ্ডিতের, হৈল আগমন।
তবেত করিলা প্রভু, অনেক যতন॥
অনেক যোগের তত্ত্ব, শুনিয়া তথায়।
ভুলিল সূর্য্যের মন, আর কোথা যায়॥
জানিয়া পরম ধন, মানিয়া সুসার।
জামাই করিতে তাঁরে, করিলা স্বীকার॥

নিজ করে দ্বিজ রাজ, ধরিয়া চরণ।
কহিছে প্রণয় ভাবে, বিনয় বচন॥
বিকার ত্যজিয়া বল, স্বীকার করিবে।
ত্বরিতে আমার কথা, ধরিতে হইবে॥
হয়েছি তোমার দাস, লয়েছে অভয়।
জাহ্নবার পতি হও, তুমি মহাশয়॥
জামাতা হইবে মোর, মমতার ধন।
যখন বলিবে যাহা, করিব তখন॥
আমিত কহিনু সার, আসিয়া সম্মুখ।
আপনি স্বীকার কর, তবে যায় দুঃখ॥
গোঁসাই করিছে রাম, গোঁসাই গোঁসাই।
ভাবিলে ভার্য্যার সনে, কোন সুখ নাই॥
আপনি বৈরাগী তার, সুস্থ নহে মন।
তবে যদি সঙ্গে দেহ, সেবার কারণ॥
তাহাতে স্বীকার আছি, বিকার কি আর।
দেশের মঙ্গল হবে, মঙ্গল তোমার॥
শুনিয়া দ্বিজের মন, শীতল হইল।
আপনারে ধন্য বলি, আপনি মানিল॥
শ্রোতার মঙ্গল হয়, পাঠকের হিত।
রচিল রসিক চন্দ্র, চৈতন্য চরিত॥

সূর্য্যদাস কর্ত্তৃক নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণন ॥

তারে কে পারে চিনিতে। সে পারে কটাক্ষে যত সুরাসুর জিনিতে ॥ সেই হরি সেই হর, সেই সে ধরণী ধর, সেই ব্রহ্ম পরাৎপর, অবতীর্ণ অবনীতে ॥ কত গুণ কত ভাব, কি ভাবের পরভাব, সেই ভাব সেই ভাব, যে চাহ অভয় নিতে ॥

পয়ার।

এইরূপ সূর্য্যদাস, পণ্ডিতের পণ।
শুনিয়া রাগিল যত, দেশের ব্রাহ্মণ ॥
বিষম দেশের দ্বেষ, কোথা রয় ধীর।
ছলেতে করিল তারে, দলের বাহির ॥
এক জন কহে কথা, আর জন শুনে।
পায়েছে উত্তম বর, রূপে আর গুণে ॥
জাতির নির্ণয় নাই, নাহি যার মান।
কেমনে এমন জনে, কন্যা দিবে দান ॥
এইরূপ বিধি মত, ভাবিয়া চিন্তিয়া।
জিজ্ঞাসা করিল তবে, সূর্য্যেরে ডাকিয়া ॥
ব্রাহ্মণের পৌত্র তুমি, ব্রাহ্মণের সুত।
কুলীনের বংশ জাত, রূপ গুণযুত ॥

মানীর প্রধান বটে, পণ্ডিতের কুল।
মহীতে গৌরব যত, কহিতে অতুল॥
জন্মিয়া উত্তম ঘরে, অধমে মিলন।
সুজনের পক্ষে নয়, উচিত এমন॥
বিদেশী বৈরাগী দেশে, আসিয়াছে যেই।
তোমার জামতা নাকি, হইবেক সেই॥
বুঝিয়া বিশেষ কর, যেবা হয় সার।
সতের ঘরেতে কেন, অসৎ বিচার॥
জাতি যাবে মান যাবে, আর যাবে কুল।
ভুবন জুড়িয়া হবে, কলঙ্ক অতুল॥
তবে কয় সূর্য্যদাস, শুন মহাশয়।
শুনেছি তাঁহার তত্ত্ব, জানেছি নিশ্চয়॥
সামান্য মানব নয়, সকলের সার।
আমিবা মাহাত্ম্য কত, কহিব তাহার॥
কি কব তাঁহার কুল, কি কহিব জাতি।
তাঁহার ইচ্ছায় হয়, দিবা আর রাতি॥
শুনিলে তাঁহার তত্ত্ব, পাপ যায় দূর।
রূপের নাহিক সীমা, গুণের ঠাকুর॥
শুনিয়া দেশের লোক, দ্বেষ করি কয়।
কহিতে এমন কথা, উচিত না হয়।
সামান্য মানব সেই, অমান্যের শেষ॥
কহিতে তাহার গুণ, অশেষ বিশেষ॥
এমনি কহিলে তুমি, কেমন করিয়া।
আমরা সকলে যাই, মরমে মরিয়া॥

একরূপে নিন্দিয়া সব, কত মত কয়।
শুনিয়া দ্বিজের হৈল, ক্রোধের উদয়॥
না কয়ে অপর কথা, না দিয়া উত্তর।
সেখান হইতে চলে, আপনার ঘর॥
না যায় পাড়ার মধ্যে, নাহি পায় দুঃখ।
বদনে হরির নাম, মনে বড় সুখ॥
শ্রোতার মঙ্গল হয়, পাঠকের হিত।
রচিল রসিকচন্দ্র, চৈতন্য চরিত॥

জাহ্নবীর মৃত্যু ও প্রাণদান।

কারে ভাবহ আপন। মায়াবশে দেখ যেন নিশিতে স্বপন॥ বিকারে যেমন হয়, ক্ষণে মোহ ক্ষণে ভয়, ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞানোদয়, সংসার তেমন। জলবিন্দু যে প্রকার, কিসের প্রত্যাশা তার, কেমনি বুঝিবে সার, দেহের ঘটন॥ লূতাতন্তু মধ্যে ভাস, যেমন তুষার মাল, সেইমত কিছু কাল দেহেতে জীবন॥ কর হরি পদ সার, সেই সার ভবসার, কি আছে উপায় আর, সে বিনা এমন॥ হরি পদে রাখ চিত, রসিকের বিরচিত, হরি সংকীর্ত্তন॥

পয়ার।

এই রূপ দ্বিজবর, হরিষে মগন।।
দেখহ হরির খেলা, দৈবের ঘটন।।
সকল হরির ইচ্ছে, ইচ্ছাময় হরি।
নিশিতে নিদ্রায় ছিল, জাহ্নবা সুন্দরী।।
এ হেন সময় তারে, দংশিলেক ফণি।
অমনি মরিল সেই, রমণীর মণি।।
কি করি ভাবিয়া দ্বিজ, করিল তখন।
যথায় নিতাইচাঁদ, তথায় গমন।।
কহিল বিশেষ কথা, হাসিল নিতাই।
হয়েছে বয়েছে কাল, উপায়ত নাই।।
যে দিনে যাহার মৃত্যু, কে করিবে লয়।
এখন সৎকার কর, কান্দিলে কি হয়।।
কাহার লাগিয়া কান্দ, কে কার আপন।
তুমি বা কখন যাবে, আমি বা কখন।।
মানব দানব যত, কীট আদি চয়।
অবশ্য মরিবে কেহ, চিরজীবি নয়।।
আজি হকু কালি হকু, কিম্বা কিছু পর।
যাইতে হইবে সেই, শমন নগর।।
তুমি যাবে যমালয়, পড়ে রবে ঘর।
তবে কেন হইতেছ, এতই কাতর।।
এমনি মায়ার দাস, হইয়াছে মন।
ক্ষণেক কৌতুক কর, ক্ষণেক রোদন।।

এ যেন বেদের বাজি, সংসারের সুখ।
জানিয়া মগন লোক, এত বড় দুখ ॥
কে কার নন্দিনী বল, কেবা কার সুত।
নয়ন মুদিলে দেখ, সকল অদ্ভুত ॥
বিকারে যেমন দেখ, বিবিধ প্রলাপ।
হইলে রোগের শান্তি, ঘুচে যায় পাপ ॥
মায়ার বিকারে দেখ, প্রলাপ তেমন।
ঘুচিবে যখন মায়া, জানিবে তখন ॥
সব দেখ মায়াময়, জগত সংসার।
কে আছে তোমার ভবে, তুমি বল কার ॥
তবে কেন কি লাগিয়া, এতই ভাবিত।
যে হয় এখন কর, ইহার উচিত ॥
মরেছে তরেছে সেই, এড়ায়েছে দায়।
ভবে কি করিব তার, তোমায় আমায় ॥
ভাবিলে যদ্যপি পাই, ভাবনা কি তার।
তাহার লাগিয়া কান্দি, জগৎ সংসার ॥
এ রূপে নিতাই চন্দ্র, কহিলেন সার।
কাঁদিতে কাঁদিতে যায়, দ্বিজের কুমার ॥
যাইয়া বিরস মুখে, জাহ্নবীর তীর।
দাহন করিতে যায়, কন্যার শরীর ॥
বুঝিয়া দ্বিজের মন, শুঝিয়া তখন।
চলিল গোঁসাই প্রভু, যথায় ব্রাহ্মণ ॥
হরিষে ধরি সে কর, কমলের ফুলে।
জাহ্নবায় বাঁচাইল, জাহ্নবীর কূলে ॥

যখন বাঁচিল কন্যা, হাসিল ব্রাহ্মণ।
দেখিল দেশের লোক, আশ্চর্য্য ঘটন ॥
হাসিয়া হাসিয়া দ্বিজ, সূর্য্যদাস কয়।
বুঝিনু গোঁসাই তুমি, মানুষত নয় ॥
হইবে দেবতা কোন, কহিবে আমায়।
আমিত দিলাম কন্যা, বরিতে তোমায়
এই রূপে দ্বিজবর, কত গুণ গান।
রসিক কহিছে প্রভু, গেলেন সস্থান

পাষণ্ডের ব্যাঙ্গ।

পয়ার।

এ রূপে প্রভুর দয়া, হইল বিশেষ।
তথাপি দেশের লোক, নাহি ছাড়ে দ্বেষ ॥
কেহ বলে সাপুড়িয়া, ও বেটা যেমন।
এ বেটা দ্বিজের সুত, মিলেছে তেমন ॥
কেহ বলে ওঝা ওটা, বুঝা গেল তাই।
জ্ঞানের গোঁসাই নহে, মন্ত্রের গোঁসাই ॥
সাবাসি সাবাসি মন্ত্র, সাবাসি উহারে।
না জানি পাইল কোথা, শাসিয়া কাহারে ॥
ভালত দেখিনু ব্যাঙ্গ, গুণিদের শেষ।
ফুয়ে বিষ উড়াইয়া, মোহিল এ দেশ ॥
দেখেছি অনেক ওঝা, না দেখি এমন।
মৃত্যু দেহে কে আনিয়া, সঞ্চারে জীবন ॥

এ বেটা গুণিন বটে, ভারতের সার।
মরা বাঁচাইতে ভাই, শকতি কাহার॥
বিদ্যায় নিপুণ বটে, সন্দেহ কি তায়।
তা বোলে উহারে নাকি, কন্যা দেওয়া যায়॥
কোন জাতি কার বেটা, কোথায় নিবাস।
দেখিতে দ্বিজের চিহ্ন, কি আছে প্রকাশ॥
সহজে দেখিনু যার, উন্মাদ লক্ষণ।
তাহারে দেখতা কয়, এ আর কেমন॥
না পাই ইহার মর্ম্ম, ভাবিয়া ভাবিয়া।
ক্ষেপেছে ব্রাহ্মণ সূর্য্য, উহার লাগিয়া॥
এত বলি সূর্য্যেরে ডাকিয়া সবে কয়।
পাগল হইলে কেন, দ্বিজের তনয়॥
কোথাকার ওঝা ওটা, নহেত ব্রাহ্মণ।
ওঝারে সঁপিবে কন্যা, এ আর কেমন॥
মনেরে প্রবোধ দিয়া, থাক কিছু দিন।
মিলাব উত্তম বর, উত্তম কুলীন॥
ঘর বর জাঁতি কুল, উত্তমে উত্তম।
মিলন হইলে কারে, কেবলে অধম॥
তোমার হইবে ভাল, দেশের সুখ্যাতি।
পাগলে সঁপিয়া কন্যা, হারাওনা জাতি॥
সূর্য্য বলে একি কথা, কহ বিপরীত।
না জান তাঁহার মর্ম্ম, তাঁহার চরিত॥
আমি জানি তিনি হন, সর্ব্ব মূলাধার।
অন্যের অসাধ্য যাহা, সুসাধ্য তাঁহার॥

তবে কহে দ্বিজগণ, বুঝিব কেমন।
একই পরীক্ষা আছে, শুনহ ব্রাহ্মণ॥
দেশের পশ্চিমে মাতা, জাহ্নবীর তীর।
উত্তরে পড়েছে দহ, বড়ই গভীর॥
নিশির ভিতরে যদি, দহ দূর হয়।
তবেত ধরিব তাঁর, শ্রীচরণদ্বয়॥
হাসিয়া হাসিয়া দ্বিজ, সূর্য্যদাস যায়।
কহিল প্রভুরে সব, কথায় কথায়॥
শুনিয়া হাসিয়া কন, একি বিপরীত।
কহিতে এমন কথা, না হয় উচিত॥
কি কথা কহিলে দ্বিজ, নিজ ঘর চল।
কেমনে এমন দহ, ঘুচাইতে বল॥
এ নয় আমার কর্ম্ম, বিপরীত কাজ।
তুমি কহ নিজ মত, আমি পাই লাজ॥
শুনিয়া দ্বিজের হৈল, দুঃখিত অন্তর।
ভাবিতে ভাবিতে যায়, আপনার ঘর॥
দ্বিজ গেল নিজ বাসে, দয়াময় কহে।
এক গাছি খড় লয়ে, ফেলে দাও দহে॥
যেমন ফেলিল খড়, রজনীর শেষ।
খড়েতে বুজিয়া হৈল, খড়দহ দেশ॥
প্রভাতে উঠিয়া যত, দেশের ব্রাহ্মণ।
দেখিল হয়েছে বড় আশ্চর্য্য ঘটন॥
শ্রোতার মঙ্গল হয়, পাঠকের হিত।
রসিক রচিত গীত, চৈতন্য চরিত॥

নিতাই গৌউরের গুণ ব্যাখ্যা।

ধন্যরে গৌর নিতাই। গুণের অনন্ত নাই ॥ যেমন গোকুলে সেই কানাই বলাই ॥ পাপী তাপী তরাইতে, অবতীর্ণ অবনীতে, হইবে দেবতা কোন, বলিহারি যাই ॥ নাম ধন্য গুণ ধন্য, ভুবনের অগ্রগণ্য, যে আছে তুলনা অন্য বল দেখি ভাই ॥

পয়ার।

এই রূপে দ্বিজগণ, প্রভাতে উঠিয়া।
বাথানে নিতাই চাঁদে, আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জানিল মাহাত্ম্য তাঁর, মানিল ঠাকুর।
ধন্য সে নিতাই চাঁদ, ধন্য সে গৌউর ॥
তখন ডাকিয়া সবে, সূর্য্যদাসে কয়।
তোমার যোগ্য বটে, সেই মহাশয় ॥
জাহ্নবার ভাগ্য ভাল, সকল বলিল।
বিধি সে গুণের নিধি, মিলাইয়া দিল ॥
এ বড় সুখের দিন, বলিহারি যাই।
নূতন জামাই হবে, নূতন গোঁসাই ॥
তোমার উড়িল ভাল, সুখ্যাতির ধ্বজা।
আমরা উদর ভরি, আজি খাব অজা ॥

মারিব পাঁঠার পাল, করিব ভোজন।
তবেত বিবাহ হবে, নির্ব্বাহ তখন॥
এ কথা উচিত কহ, গোঁসায়ের ঠাঁই।
দেখিব কেমন তুমি, কেমন জামাই॥
উদর ভরিয়া আজি, খেতে যদি পাই।
জানিব ধনাঢ্য সেই, মানিব গোঁসাই॥
শুনিয়া দ্বিজের হৈল, দুই দিকে দায়।
সত্বরে সংবাদ গিয়া, প্রভুরে জানায়॥
হাসিয়া কহেন প্রভু, গুণের ঠাকুর।
একি বড় সুখের কথা, দুঃখ কর দূর॥
আহারে যাহার যাহা, মনে হয় সুখ।
তাহাই খাওয়াব তারে, কেন ভাব দুঃখ॥
তবেত নিতাই চন্দ্র পাঠাইয়া চর।
আনিল অজার পাল, বিস্তর বিস্তর॥
সঙ্গেতে রক্ষক তার, আইল যখন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু কহিল তখন॥
কি কর তোমরা আর, এখানে বসিয়া।
পাইবে উচিত মূল্য, প্রভাতে আসিয়া॥
শুনিয়া রক্ষকগণ, চলে গেল ঘর।
আমোদে পুরিল যত, দ্বিজের অন্তর॥
কেহ কাটে কেহ ছড়ে, কেহ কুটে মাস।
পর্ব্বত সমান হৈল, দেখিয়া উল্লাস॥
উত্তম উত্তম মাংস, মধুকোষে তায়।
ছাল মাল অস্থি গুলা, ফেলে দিতে যায়॥

গোঁসাই বলেন রাখ, ঘরেতে সকল।
যারে রাখ সেই রাখে, ফেলিয়া কি ফল ॥
শুনিয়া প্রভুর কথা, অস্থি মাস্ত ছাল।
রাখিল পূরিয়া ঘর, বিস্তর জঞ্জাল ॥
ভবেত মাতিল সব, এক ঠাঁই বোসে।
কেহ রান্ধে কেহ বাড়ে, কেহ খায় কোসে॥
এরূপে হইল নিশি, প্রভাত যখন।
অজার পালকগণ, আইল তখন ॥
তারা বলে এই ঘর, প্রভু বলে নয়।
কথায় কথায় তবে, কত কথা হয় ॥
শ্রোতার মঙ্গল হয়, পাঠকের হিত।
রচিল রসিকচন্দ্র, চৈতন্য চরিত ॥

জাহ্নবীর সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ।

কে জানে অনন্তের অন্ত। নিতাই রূপেতে শোভা পান গুণবন্ত॥ অনন্ত মহিমা ধর, সে অনন্ত গুণাকর, অনন্ত রস সাগর, বিদ্যাও অনন্ত॥ কি অনন্ত রূপময়, অনন্ত তেজেতে লয়, ভকতে অনন্তাভয়, দানে নহে ক্ষন্ত॥ অনন্ত প্রেমেতে রত, আর সে অনন্ত যত, রসিক কহিবে কত, না পারে অনন্ত॥

পয়ার।

এইরূপে অজাপাল, যত কথা কয়।
প্রভুর রাগেতে হৈল, কম্পিত হৃদয়॥
তখন রুষিয়া কন, এত নয় হীরা।
কে দিবে এতেক দর, লয়ে যাও ফিরা॥
যেমন যেমন অজা, দিয়াছ আনিয়া।
ঘরের ভিতরে আছে, লহত চিনিয়া॥
এতেক বলিয়া প্রভু, খুলে দিল ঘর।
বাহির হইল অজা, নিস্তর বিস্তর॥
এমনি প্রভুর ইচ্ছা, বুঝে কোন জন।
দিয়াছে যেমন অজা, পাইল তেমন॥
আছিল অজার অস্থি, আর ছিল ছাল।
প্রভুর ইচ্ছায় অজা, হৈল পালে পাল॥
লইয়া অজার পাল, অজাপাল যায়।
অবাক দ্বিজের কুল, চারিদিকে চায়॥
এ বলে উহাকে ভাই, এ আর কেমন।
দেখেছি অনেক কর্ম্ম, না দেখি এমন॥
আমরা খাইনু পাঁটা, উদর ভরিয়া।
ঘরের ভিতরে আল, কেমন করিয়া॥
খাইনু যে সব পাঁটা, দেখিনু সে সব॥
জানিনু গোঁসাই কভু, নহেত মানব॥
হইবে দেবতা কোন, বুঝিনু আভাস।
দয়ার ঠাকুর করে, দয়ার প্রকাশ॥

পূর্ব্বেতে এ সব কথা, সূর্য্য দাস কয়।
না বুঝে উহারে কত, দেখায়েছি ভয়॥
কয়েছি কুবাক্য কত, বলেছি পাগল।
পাগলের গুণে দেখ, বাঁচিল ছাগল॥
যে বলে পাগল তাঁরে, পাগল সে জন।
এখন বুঝিনু তিনি, ব্রহ্ম সনাতন॥
এইরূপে দ্বিজগণ, বাখানে বিস্তর।
বিবাহ নির্ব্বাহ কথা, শুন অতঃপর॥
তবে দ্বিজ সূর্য্যদাস, কুটুম্ব লইয়া।
জাহ্নবীর বিয়া দেই, হর্ষিত হইয়া॥
বিবাহের পর বড়, বাড়িল কৌতুক।
কৌতুকে সঁপিল কন্যা, বসুরে যৌতুক॥
সুখের অবধি নাই, দুঃখ হৈল দূর।
সগুণে করিল দয়া, গুণের ঠাকুর॥
তবেত প্রভুর সুখ, বাড়িল অশেষ।
পবিত্র করিয়া সেই, পাণীহাটী দেশ॥
আপন স্থাপিত খড়, দহের উপর।
করিলা নিতাই চন্দ্র, উত্তম নগর॥
হইল শ্রীপাঠ সেই, থানে মনোহর।
যাহার দর্শনমাত্র, তরে যায় নর॥
স্বর্গের সমান ঠাঁই, দেবের দুর্ল্লভ।
না হয় বর্ণনা তার, এক মুখে সব॥
সেখানে থাকিয়া পাপ, করিয়া হরণ।
তারিল বিস্তর জীব, জীবের জীবন॥

এমনি প্রভুর দয়া, বুঝে কোন নর।
অনেক প্রকারে তরে, অনেক পামর ॥
ক্লেশ হীন বেশ হীন, দ্বেষ হীন সব।
নগর ভ্রমণ করে, যতেক বৈষ্ণব ॥
জপিয়া হরির নাম, দুঃখ হৈল দূর।
রসিক কহিছে দয়া, করহ গৌউর ॥

শ্রীদামের কৃষ্ণ অন্বেষণ।

কোথায় রহিলে হরি। দেখা দাও চরণে ধরি ॥ একি মম দুরাদৃষ্ট, না করিলে শুভ দৃষ্ট, কেন হে লুকালে কৃষ্ণ, তব পদ তরি ॥ অধম তারণ হরি, কোথা গেলে পরিহরি, তোমায় বিহনে মরি, মরি হে মুরারি ॥ ভক্তে হরি নিরাপদ, দিতে পার ব্রহ্ম পদ, রায় বলে দেহি পদ, পল্লবে বিহরি ॥

পয়ার।

তবে সে নিতাই চন্দ্র, ভার্য্যারে লইয়া।
সুখেতে কাটেন কাল, কৌতুক করিয়া ॥
চারিদিকে ভক্তগণ, দেখিছে সুন্দর।
হরিষে বরিষে পুষ্প, যতেক অমর ॥

এখানে নিতাই চন্দ্র, এইরূপে রন।
শুনহ আশ্চর্য্য আর, রামের কথন ॥
যখন খেলেন হরি, সেইকালে ধায়ে।
গিরির গহ্বরে ছিল, শ্রীদাম লুকায়ে ॥
থাকিয়া অনেক কাল, বাহির হইল।
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই, বলিয়া উঠিল ॥
করিয়া অনেক তত্ত্ব, তত্ত্ব নাহি পায়।
শ্রীদাম ভ্রমণ করে, যথায় তথায় ॥
তবে সে শ্রীদাম হৈল, প্রভু অভিরাম।
কটিতে কৌপীন ডোর, মুখে হরিনাম ॥
অপরে অপার কথা, কত মত কয় ॥
অনেকে বলেছে তাঁর, যোগীবেশ নয় ॥
এ ভাব প্রকাশ করে, রূপ সনাতন।
সন্ন্যাসী হইল সেই, সন্ন্যাসীর ধন ॥
হায় ! হরি কোথা হরি, বলিয়া বলিয়া।
কতই ভ্রমেণ প্রভু, প্রভুর লাগিয়া ॥
কোন খানে লুকাইয়া, আছেন কোথায়।
হায়রে বাঁকার মন, পাওয়া বড় দায় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে, অশেষ বিশেষ।
তল্লাস করিতে ধরা, আইলেন শেষ ॥
অনেক বিগ্রহ দেখি, অনেক প্রকার।
প্রণাম করিতে দেহ, না রহিল কার ॥
কেহ বা ফাটিয়া গেল, কেহ হৈল চুর।
হইলেন অঙ্গ হীন, অনেক ঠাকুর ॥

বগুড়ির কৃষ্ণরায়, বিখ্যাত সংসার।
তাহাতে কিঞ্চিৎ আছে, ব্রহ্মার সঞ্চার॥
সম্পূর্ণ মাধব নহে, অপূর্ণ বিশেষ।
প্রণাম করিতে বক্ষ, হইলেন শেষ॥
তিনবার প্রণমিতে, শ্রীদাম গোঁসাই।
অদ্যাপি রয়েছে তার, বক্ষ তিন ঠাঁই॥
হাসিল শ্রীদাম ভবে, জানিল কারণ।
হরির কিঞ্চিৎ অংশ, ইহাতে মিলন॥
এ নয় সম্পূর্ণ সেই, গোকুলের চাঁদ।
কোথায় রহিল প্রভু, একি পরমাদ॥
এইরূপে ভাবে অভি, রাম অবিরাম।
অন্তরে জানিল সব, নব ঘনশ্যাম॥
হইল আকাশ বাণী, শুনিতে মধুর।
যে রূপে উদয় হৈল, নিতাই গৌউর॥
যে রূপে তারিয়া জীব, জীবের জীবন।
প্রভুর অঙ্গেতে হৈল, প্রভুর মিলন॥
যেইরূপে নিত্যানন্দ, খড়দহে রন।
আকাশ বাণীতে হরি, বিশেষিয়া কন॥
নিতায়ের পুত্র আমি, হইব যখন।
স্থির হবে বীরভদ্র, নামেতে তখন॥
প্রণাম করিবে তুমি, একশত বার।
তবে সে জানিবে পূর্ণ, নন্দের কুমার॥
রসিক কহিছে ভাব, কহিলাম সার।
মতান্তর আছে এর, বিবিধ প্রকার॥

অভিরাম গোস্বামির খানাকুলে আগমন।

মোহন বংশীরস্বরে। মনো প্রাণ কেমন করে।। সুধা বরিষিল যেন কাণের ভিতরে।। শুনিতে মধুর বাঁশী, সদা মোরা ভালবাসি, দিবানিশি অভিলাষী, বাঁশী শুনিবার তরে।। মধুর মধুর রবে, পাগল হইনু সবে, এ রবে বাঁচিলে তবে, যে হবু হইবে পরে।। কে আইল কোনবংশী, বাজাইল কোন বংশী, ভাবে বুঝি সার অংশী, রসিক কি রসধরে।।

পয়ার।

এমনে আকাশ বাণী, শুনিয়া তখন।
অবিরাম গোস্বামির, তুষ্ট হৈল মন।।
ভ্রমিয়া অনেক দেশ, অনেক ভাবিয়া।
উপনীত হৈল খানা, কুলেতে আসিয়া।।
কলির কলহ সব, করিতে মোচন।
নিশিতে বংশীর ধ্বনি, করিল তখন।।
শুনিয়া দেশের লোক, মোহিত হইল।
একি একি বলে সব, জাগিয়া উঠিল।।
কেহ বলে হেন রব, কভু শুনি নাই।
কেহ বলে অমৃত, বরিষে বুঝি ভাই।।
কেহ বলে মধুর, সাগরে হৈল ঢেউ।
দেখি দেখি বলিয়া, ধাইয়া যায় কেউ।।

শুনেছি গোকুলে কৃষ্ণ, এই সে প্রকার।
হরিল বাঁশীর গানে, মন গোপীকার ॥
এমন করিয়াছিল, বাঁশরীর গান।
গোকুলে আপনি বয়, যমুনা উজান ॥
যখন বাজিত বাঁশী, থাকিয়া থাকিয়া।
সে রব শুনিত পশু, নিরব হইয়া ॥
পুনঃ বা বাজিল বাঁশী দেখ দেখ ভাই।
এ বুঝি আইল সেই, ব্রজের কানাই ॥
শুনেছি অনেক ধ্বনি, মধুর মধুর।
এ ধ্বনি শুনিয়া দেখ, দুঃখ হৈল দূর ॥
ও খানে রমণী গণ, শুনিয়া তখন।
এ রূপে কহিছে সব, মধুর বচন ॥
কত জন কত কথা, কত মত বলে।
বসিলেন অভিরাম, বকুলের তলে ॥
সেই সে বাঁশীতে জম্মে, সেই তরু বর।
অদ্যাপি রয়েছে বৃক্ষ, দেখিতে সুন্দর ॥
বসিয়া তরুর তলে, ভাবেন গোসাঁই।
কোথায় আছেন কৃষ্ণ, কোথা দেখা পাই
কোথায় সে নিত্যানন্দ, কোথায় যাইব।
কোথায় যাইলে তাঁর, দর্শন পাইব ॥
এই রূপে অভিরাম, আছেন বসিয়া।
ও খানে সকলে নিশি, প্রভাত দেখিয়া ॥
আসিয়া দেশের লোক, দেখে অতঃপর।
বসিয়া সন্ন্যাসী এক, পরম সুন্দর ॥

কটিতে কৌপীন ডোর, মুখে হরি নাম।
যেমন রূপের ছটা, তেমনি সুঠাম ॥
দেখিয়া সকলে কয়, কথায় কথায়।
না জানি এমন যোগী, আছিল কোথায় ॥
সুসিদ্ধ সন্ন্যাসী এই, বুঝিলাম ভাই।
থাকিয়া থাকিয়া বলে, গোউর নিতাই ॥
কি বোল বলিল যোগী, কি করে ফেলিল।
মন করে উড়ু উড়ু, বিপদ ঘটিল ॥
শুনি নাই শুনিব না, এমন বচন।
যোগীর বচনে হয়, সুধা বরিষণ ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশ।
রচিল রসিকচন্দ্র চৈতন্য বিলাস ॥

অভিরাম গোস্বামীর পরিচয়।

কে তুমি নবীন সন্ন্যাসী। গৌর গৌর বলি বর্ষিলে অমৃত রাশি ॥ শুনি যে মধুর নাম, পূর্ণ হয় মনস্কাম, বল প্রভু অবিরাম, ঐ শুনিতে ভাল বাসি ॥

পয়ার।

এ রূপে অনেক কথা, কহিয়া তখন।
যাইয়া শ্রীদামে কয়, মধুর বচন ॥

কোথায় আশ্রম তব, যাবে কোন ঠাঁই।
কি হেতু এখানে আইলে, সন্ন্যাসী গোঁসাই॥
কি নাম শুনালে তায়, গোউর গোউর।
নামের গুণেতে আজি, দুঃখ হৈল দূর॥
শুনেছি অনেক নাম, না শুনি এমন।
এ যেন করিলে পুনঃ, অমৃত মন্থন॥
এ সব মধুর নাম, মন যায় ভুলে।
বর্ষিল অমৃত যেন, শ্রবণের মূলে॥
কহিছেন অভিরাম, শুন বিবরণ।
আমি যে গোউর ভক্ত, গোউরের ধন॥
আশ্রমে গোউর পদে, বিশ্রাম হেথায়।
গোউর চন্দ্রের গুণ, কি কব কথায়॥
এ তিন সংসার সার, নিতাই গোউর।
বারেক স্মরিলে নাম, পাপ হয় দূর॥
উভয়ে নদীয়া দেশে, হইয়া প্রকাশ।
করিলেন নিত্যানন্দ, খড়দহে বাস॥
গুণের চৈতন্য চাঁদ, নাহি আর পর।
তারিল বিস্তর জীব, কহিতে বিস্তর॥
কি তার দুর্লভ নাম, শুনিতে মধুর।
তোমরা সকলে বল, গোউর গোউর॥
গোউর গোউর বলি, নাচিয়া নাচিয়া।
নগর ভ্রমণ কর, কৌতুক করিয়া॥
হইবে মঙ্গল তায়, ঘুচিবেক দুখ।
ত্যজরে ত্যজরে ভব, সংসারের সুখ॥

এসেছ যাহার জন্যে, সেখানে বসিয়া।
কি তার করিলে বল, এখানে আসিয়া॥
সংসার বিষয় বিষে, মাতিয়া এখন।
ভুলেছ অমৃত নাম, শ্রীমধুসূদন॥
অকুল কাণ্ডারী সেই, গোকুলের চাঁদ।
যাহার স্মরণে দূর, হয় পরমাদ॥
সেই সে রাধার রূপ করিয়া ধারণ।
করিলেন নবদ্বীপ, নব বৃন্দাবন॥
এমন দুর্লভ ধন, গৌড়ের আমার।
জীবের শিবের জন্য, হন অবতার॥
দয়ার ঠাকুর হরি, রূপ গুণ ধাম।
কে আনিল হেন ধন, কে থুইল নাম॥
সুধা হৈতে সুধা নাম, গৌড়ের নিতাই।
এ হেন মধুর নাম, ত্রিজগতে নাই॥
শ্রবণে পাতক নাশ, বলিলে মুকতি।
অবশ্য পাইবে এই, শিবের সুকতি॥
এ রূপ শ্রীরামচন্দ্র, কহিল তখন।
শুনিল দেশের যত, কুলীন ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ আর, অপর অপর।
উথলিল সবাকার, সুখের সাগর॥
হৃদয়ে ভকতি হয়, মনে ভাবে সার।
রসিক করিল নব, রসের প্রচার॥

অভিরামের মাহাত্ম্য প্রকাশারম্ভ।

পয়ার।

এই রূপ খানাকুলে, হইয়া প্রকাশ।
করিল শ্রীদামচন্দ্র, অপূর্ব্ব বিলাস॥
কহিতে অপূর্ব্ব কথা, শুনিতে সুসার।
কলির মঙ্গল জন্য, জীবের নিস্তার॥
এক দিন দ্বিজগণে, কহেন ডাকিয়া।
এসেছি অনেক দিন, কি করি থাকিয়া॥
একই মানস আছে, শুন অরে ভাই।
রন্ধন করিয়া অন্ন, খাওয়াইয়া যাই॥
শুনিয়া প্রভুর কথা, যতেক ব্রাহ্মণ।
আপনা আপনি কয়, এ আর কেমন॥
কেমনে এমন কর্ম্ম, আমরা করিব।
ধরমে ঠেকিব আর, শরমে মরিব॥
নাহিক জাতির ঠিক, কুলের নির্ণয়।
খাইতে ইহার অন্ন, উচিত না হয়॥
কেমন করিয়া খাব, লোকে কি কহিবে।
উদর করিতে পূর্ণ, কলঙ্ক হইবে॥
এই রূপ দ্বিজগণ, কহেন বচন।
ওখানে শ্রীদামচন্দ্র, শুনিল তখন॥
কহিল অনেক প্রতি, হাজার হাজার।
পঞ্চগুণ করি মুদ্রা, সঁপিব এবার॥
যেমন খাইবে অন্ন, তখনি প্রদান।
করিয়া রাখিব সব, ব্রাহ্মণের মান॥

সে সব শুনিয়া সবে, কথায় কথায়।
লোভেতে বাড়িল লোভ, আর কোথা যায়॥
বিশেষে অধিক লোভী, কলির ব্রাহ্মণ।
বলে কি বিলম্ব আর, খাইব কখন॥
জাতি বল কুল বল, আর বল মান।
কলিতে কিছুই নাহি, ধনের সমান॥
যেখানে ধনের স্থায়ি, সেই খানে সব।
ধন না থাকিলে কার, না থাকে গৌরব॥
যাগযজ্ঞ মহোৎসব, ধনের অধীন।
ধন না থাকিলে তারে, বলে দীন হীন॥
যে খানে ধনের বৃদ্ধি, সেই খানে জয়।
ধন না থাকিলে কেবা, মানামান হয়॥
কিন্তু সে সন্দেহ হয়, কহিব কাহায়।
সন্ন্যাসী সপিতে ধন, পাইবে কোথায়॥
কথায় বলিল যত, কাজে তত নয়।
দরিদ্রের দীর্ঘ কথা, কে করে প্রত্যয়॥
দেখেছি সন্ন্যাসী কত, কার আছে ধন।
তবে কি মাখিত ছাই, ভরিয়া বদন॥
এ সব অলীক কথা, শুন কেন ভাই।
নির্দ্ধনের কথা আর, শ্মশানের ছাই॥
বুঝিলাম ভণ্ড যোগী, কাণ্ড সব মিছা।
আগে কয় ভাল বটে, নাহি রয় পিছা॥
কাজেতে কিছুই নাই, কথার উৎপাত।
বর্ব্বর বুঝায়ে বুঝি, খাওয়াইবে ভাত॥

আগে চাই মুদ্রা ভাই, তবে করি কাজ।
নতুবা খাইয়া অন্ন, কেন পাব লাজ॥
যায় যাবে জাতিকুল, যদি পাই ধন।
এখনি খাইব অন্ন, যতেক ব্রাহ্মণ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশ।
রচিল রসিকচন্দ্র, গোউর বিলাপ॥

খানাকুলে দ্বিজগণের যুক্তি।

কি কর সম্পদ আশয়। সম্পদে বিপদ ঘটে আপদ সঞ্চয়॥ ত্যজ লোভ ত্যজ মায়া, মায়া সে পাপের ছায়া, জল বিম্ব মত কায়া, না রবে নিশ্চয়॥ দিনেক দুদিন তরে, বাস করি দেহ ঘরে, অবশ্য লইবে পরে, রবির তনয়॥ মিছা দেহ মিছা ঘর, ভাবিলে সকল পর, রসিক যে নিরন্তর এই ভাবে রয়॥

পয়ার।

এই রূপে দ্বিজগণ, নানা কথা কয়।
শুনিল শ্রীরামচন্দ্র, করুণ হৃদয়॥
হাসিয়া কহেন প্রভু, উচিত বচন।
আগে লহ ধন পরে, করহ ভোজন॥

কেহ বলে ভাল ভাল, ক্ষতি কিবা তাই।
করেছে উত্তম আজ্ঞা, সন্ন্যাসী গোঁসাই ॥
কেহ বলে একি কথা, কেমনে হইবে।
না জানি যোগীর অন্ন, কেমনে খাইবে ॥
কি কবে কুটুম্ব গণ, কি কহিবে জ্ঞাতি।
পড়িয়া ধনের লোভে, হারাইব জাতি ॥
পেটুকের কর্ম্মে হয়, জ্ঞানীর শরম।
লোভীর কোথায় আছে, ধরম করম ॥
যে খানে লোভীর কর্ম্ম, সেই খানে পাপ।
পাপেতে ঘটায় আনি, বিধিমত তাপ ॥
আগে বুঝ তবে কর, এই যুক্তি হয়।
করিয়া ভাবিবে পরে, সেত যুক্তি নয় ॥
আর জন বলে ভাই, এই কথা বটে।
ধরম করম নষ্ট, লোভের নিকটে ॥
লোভেতে হইবে পাপ, পাপে আয়ু ক্ষয়।
করিতে এমন কর্ম্ম, উচিত না হয় ॥
রুষিয়া অপর কহে, ছাড় ফের ফার।
ধনেতে হইবে মান, ভাবনা কি তার ॥
কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়ি সব সার।
কড়ি না থাকিলে মান, কে রাখে কাহার।
কড়িতে সকল হয়, জাতি কুল মান।
নির্দ্ধনেরে বল কেবা, করয়ে সম্মান ॥
শুনেছি কথার কথা, লোকে কহে সার।
কড়ি নাই যার দেখ, জাতি নাই তার ॥

লুকায়ে খাইব অন্ন, কেন দাও ফের।
কে দেখিবে কে শুনিবে, কে পাইবে টের॥
কেহ বলে বিপরীত, এ কেমনে হয়।
হাটের দুয়ারে চাপা, আগড় কি রয়॥
আজি হবে দেশে গোল, পরে জনরবে।
ক্রমে ক্রমে এবিষয়, জানিবেক সবে॥
হেলায় কহিলে ভাল, সুমধুর বাক।
বাজিলে ধর্ম্মের ঢাক, কে বলিবে ঢাক॥
এই রূপ ঘরে ঘরে, কত কানাকানি।
অধিক লোভেতে ধরি, করে টানাটানি॥
কি করে মনের টানে, লোভেতে টানিল।
হইল সবার মন, ভাবনা ঘুচিল॥
দ্বিজগণ বলে ভাই, চল চল যাই।
হেট মাথা করি অন্ন, পেট ভরি খাই॥
এতেক ভাবিয়া তবে, দ্বিজগণে যায়।
লাগিল লোভের গিরা, খসাইতে দায়॥
দরিদ্র সখার সখা, বুঝিয়া মনন।
তখনি অর্পিল সব, মনোমত ধন॥
দেখিয়া অবাক লোক, না পায় ভাবিয়া।
কোথায় পাইল ধন, কেমন করিয়া॥
যত চায় তত পায়, ঝুলির ভিতর।
এ নয় সামান্য যোগী, যোগের ঈশ্বর॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশ।
রচিল রসিকচন্দ্র, চৈতন্য বিলাস॥

মালিনী ঠাকুরাণীর আবির্ভাব।

রূপ কি সুন্দর। চরণ পঙ্কজ উরু করি রাজকর॥ কেশরী নিন্দিত, কটি কি শোভিত, নাভী সুধা সরোবর॥ মেদিনী নিন্দিয়া, নিতম্ব ছান্দিয়া, কি শোভিত দিব্যাম্বর॥ সুচারু দ্বিভুজ, সনাল অম্বুজ, মুখ তায় সুধাকর॥ নাশা তিল ফুল, মেঘমালা চুল, পক্কবিম্ব ওষ্ঠাধর॥

পয়ার।

তবেত শ্রীরামচন্দ্র, হর্ষিত হইয়া।
উদ্যোগ করিল দ্রব্য, হাসিয়া হাসিয়া॥
আপন তনুর শক্তি, বাহির করিল।
তাহাতে মালিনী নাম, তাহার হইল॥
নখরে উদয় চাঁদ, উরু করি কর।
মরি কি নিবিড় তায়, নিতম্ব সুন্দর॥
কটিতে কিঙ্কিণী আর, চরণে নূপুর।
মাঝায়ে হরির দর্প, করিয়াছে দূর॥
নাভী সুধা সরোবর, ত্রিবলি সোপান।
শোভিছে যুগল কুচ, দাড়িম্ব সমান॥
কমল মৃণাল সম, বাহু শোভা কর।
বদন নির্ম্মল চন্দ্র, কেশ পয়োধর॥
নয়ন সফরি জিনে, খঞ্জন গঞ্জন।
নাসিকা তিলের ফুল, ভুবন রঞ্জন॥

শ্রবণ গৃধিনী তায়, অধর বিম্বুর।
দশন মুকুতা পাতি, সিঁতায় সিন্দূর॥
গলায় তুলসি মালা, হরিনাম গায়।
পরম বৈষ্ণবী তিনি, কে চিনিবে তায়॥
হেরিয়া শ্রীদাম কহে, নিকটে তাহার।
এখানে হইবে যত, দ্বিজের আহার॥
উত্তম উত্তম দ্রব্য রন্ধন করিয়া।
ভোজন করাহ সব, হর্ষিতা হইয়া॥
শুনিয়া হাসিল দেবী, এই কোন কাজ।
এখনি ডাকিয়া আন, দ্বিজের সমাজ॥
বলিবা মাত্রেতে দেবী, করিয়া রন্ধন।
প্রস্তুত করিল বহু, ওদন ব্যঞ্জন॥
হোথা সব দ্বিজগণ, ভাবিছে বসিয়া।
খাইব যোগীর অন্ন, কেমন করিয়া॥
হেনকালে আসি এক, দ্বিজ কয় ধেয়ে।
রন্ধন করিছে এক, বৈষ্ণবের মেয়ে॥
দিবসে খাইতে হবে, এত নহে রাতি।
এ বুঝি ধনের লোভে, হারাইনু জাতি॥
এইরূপে নানা কথা, হইছে যখন।
অভিরাম অবিরাম, ডাকিছে তখন॥
অন্তরে অশেষ ভয়, মুখে বলে নাই।
কি জানি করিবে রাগ, সন্ন্যাসী গোঁসাই॥
যে দেখি দারুণ যোগী, তেজস্বীর প্রায়।
না গেলে করিবে ভস্ম, নাহিক নিস্তার॥

যাইতে উচিত বটে, খাইতে হইবে।
নতুবা কি জানি শেষে, প্রমাদ ঘটিবে ॥
এ রূপে কহিছে কথা, এমন সময়।
ওখানে আকাশে হৈল, মেঁঘের উদয় ॥
হেরিয়া হরিষে বলে, এই বেলা চল।
যখন বসিব খেতে, বরিষিবে জল ॥
অমনি উঠিব সব, জঞ্জাল ঘুচিবে।
রসিক কহিছে তাহা, পশ্চাত জানিবে ॥

অভিরামের ব্রাহ্মণ ভোজন।

পয়ার।

যুক্তি করি দ্বিজগণ, হাসিয়া হাসিয়া।
শ্রীদামের নিকটেতে, উত্তরিল গিয়া ॥
যতনে আসন দিয়া, শ্রীদাম তখন।
বসাইয়া বিপ্রগণে, পুলকিত মন ॥
সুখের নাহিক সীমা, দুঃখ হৈল দূর।
পদ ধৌত করি দেন, শ্রীদাম ঠাকুর ॥
তবেত খাদ্যের সব, হয় আয়োজন।
পড়িল আসন পাত, বসিল ব্রাহ্মণ ॥
তখন মালিনী দেবী, হাসিয়া হাসিয়া।
লইয়া অন্নের পাত্র, উদয় আসিয়া ॥
অন্নদা রূপিণী সেই, অন্য কেহ নয়।
সুধা বাঁটিবারে যেন, মোহিনী উদয় ॥

এমনি বিতরে অন্ন, ব্যঞ্জনের রাশি।
সৌরভে ভুলিয়া যান, পরম সন্ন্যাসী॥
এমন সময়ে মেঘে, বরিষিল জল।
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝনা, বিদ্যুৎ প্রবল॥
তরাশে দ্বিজের কুল, উঠিবারে চায়।
হাসিয়া শ্রীদাম বলে এত বড় দায়॥
ঝড় হকু বৃষ্টি হকু, হউক প্রলয়।
আমার নিকটে নাহি, সে সকল ভয়॥
প্রভুর কথায় দ্বিজ, সকলে মিলিয়া।
যতনে আহার করে, বসিয়া বসিয়া॥
অবাক হইয়া সবে, দেখ দেখ কয়॥
চৌদিকে বরিষে জল, এখানে না হয়॥
শিরে নাই আচ্ছাদন, এ আর কেমন।
তথাপি এখানে নহে, বিন্দু বরিষণ॥
হইবে দেবতা কোন, ফের দেখ ভাই।
বুঝিনু মানুষ নহে, সন্ন্যাসী গোঁসাই॥
এইরূপে দ্বিজগণ, বলে আর খায়।
সুধার সমান অন্ন, ফেলা বড় দায়॥
স্বভাবের আট গুণ, হইল ভোজন।
তবু বলে খাব খাব, আনহ ব্যঞ্জন॥
হেনকালে মহাঝড়, আইল তথায়।
মালিনীর ঘোমটা, খসিয়া গেল তায়॥
না পান উপায় ভাবি, একি আকস্মাৎ।
এক হাতে অন্ন পাত্র, আর হাতে ভাত॥

হাসিল দ্বিজের কুল, দেখিয়া তখন।
লজ্জায় দেবীর হৈল, মলিন বদন॥
পৃষ্ঠে হৈতে দুই বাহু, বাহির করিয়া।
ঈষৎ হাসিয়া দিল, ঘোমটা টানিয়া॥
সবে বলে একি একি, হের দেখ ভাই।
এমন আশ্চর্য্য কভু, দেখি শুনি নাই॥
কহিতে কহিতে হোথা, দেবী অন্তর্ধান।
জন্মিল দ্বিজের কুলে, গুরুতর জ্ঞান॥
জানিল পরম দেবী, মানিল কুশল।
দর দর নয়ন, বহিয়া যায় জল॥
ধরিয়া যোগীর পদে, করে নমস্কার।
তুমি দেব তুমি দেবী, তুমি সর্ব্বসার॥
তুমি সে পরম গুরু, তুমি মূলাধার।
ধরেছি চরণ পদ্ম, না ছাড়িব আর॥
বিপদ ভঞ্জন তুমি, জগতের ধন।
তারিতে হইবে যত, পামর ব্রাহ্মণ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদ, পদ্ম করি আশ।
রচিল রসিকচন্দ্র, চৈতন্য বিলাস॥

অভিরামের গৌর দর্শন।

পয়ার।

এ রূপে ভকতি করে, যতেক ব্রাহ্মণ।
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র, হাসিল তখন॥

সকলের গলে দিয়া, তুলসির মাল।
নাশিল পাপের রাশি, ঘুচিল জঞ্জাল ॥
মহাপাট খানাকুলে, যে যেখানে ছিল।
ভজিতে গোকুলচাঁদে, মন্ত্র শিখাইল ॥
পাপ গেল রসাতল, তাপ গেল দূর।
সকলে নাচিয়া বলে, গোউর গোউর ॥
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ দেই তাল।
কেহ বলে বল হরি, ঘুচিল জঞ্জাল ॥
এইরূপে অভিরাম, দেখাইয়া নাট।
তবেত গেলেন প্রভু, নদীয়ার পাট ॥
কেহ বলে পূর্ব্বে যান, কেহ বলে পরে।
কহিতে হরির নাম, সে দোষে কি করে ॥
যাইতে নদীয়া দেশ, এমন সময়।
গোউরের সঙ্গে দেখা, পথ মধ্যে হয় ॥
তাহার বৃত্তান্ত বলি, শুন দিয়া মন।
যে রূপে গোউরচন্দ্র, দেন দরশন ॥
সন্ন্যাসীর বেশে যান, নাচিয়া নাচিয়া।
শ্রীদাম ধরিল কর, বিনয় করিয়া ॥
বলে দেহ পরিচয়, তুমি কোন জন।
প্রভু কন গোকুলের, মদন মোহন ॥
শ্রীদাম বলেন প্রভু, না হয় বিশ্বাস।
আমিত শ্রীদাম সেই, মাধবের দাস ॥
আমারে রাখিয়া গিরি, গহ্বর ভিতর।
কোথায় গেলেন হরি, পরম ঈশ্বর ॥

আপনি হইবে যদি, সেই গদাধর।
সেই বেশে দেখা মোরে, দেহ অতঃপর ॥
করে বাঁশী শিরে চূড়া, গলে বনমাল।
কটীতে সুন্দর ধড়া, নন্দের গোপাল ॥
অলকা তিলকা ভালে, ভাল শোভা পায়।
দেখিব মোহন বেশ, দেখাও আমায় ॥
শুনিয়া গৌড়চন্দ্র, অমনি তখন।
হইল ব্রজের বাঁকা, মদনমোহন ॥
মরি কি চিকন কাল, রূপ মনোহর।
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম, দেখিতে সুন্দর ॥
শ্রীকরে মোহন বাঁশী, অধর বিম্বুর।
তাহাতে ঈষৎ হাসি, মধুর মধুর ॥
রতন নূপুর কিবা, শোভা পায় পায়।
ভব অন্ধকার নাশে, রূপের ছটায় ॥
এমনি বাড়িল কাল, রূপের কিরণ।
হেরিয়া শ্রীদাম হৈল, হরিষে মগন ॥
ধরিয়া যুগল পদে, করিয়া প্রণাম।
বলে কি হেরিনু রূপ, নব ঘনশ্যাম ॥
হইল অনেক দিন, না হেরি এমন।
করিছে দাসের মন, কেমন কেমন ॥
কেমনে এমন রূপ, লুকায়ে কানাই।
হইলে গৌড় রূপে, সন্ন্যাসী গোঁসাই ॥
কোথায় গোকুল তব, কোথায় গোধন।
কোথায় হইতে কর, কোথায় গমন ॥

কহেন গৌরচন্দ্র শুন অভিরাম।
যথায় ভক্তের স্থান তথা মোর ধাম॥
হরিবোল যেই স্থলে বলে ভক্তগণ।
সেই খানে যাই আমি শুন বিবরণ॥
অশেষ পাতকী যারা ও নামে অশিক্ষা।
তাহাদের কর্ণে দিব হরিনাম দীক্ষা॥
এমন মধুর নাম আর নাকি হবে।
হরিবোল বলিলে কে ভাবে আর ভবে॥
অভিরামে কৃপা করি কন গুণধাম।
সকল নামের মধ্যে সার হরিনাম॥
যোল নামে বত্রিশ অক্ষর যাহা কয়।
শরণে পাতক হরে ঘুচে যম ভয়॥
প্রভুর বচন শুনি কহে অভিরাম।
জানিলাম সবাকার সার হরিনাম॥
জীবের শিবের জন্য হরিনাম তব।
অবিরত পঞ্চমুখে গান তাহা ভব॥
চারিমুখে চারিমুখ সদা গুণ গায়।
সবার সম্বল হরি অন্যথা কি তায়॥
তবে এক নিবেদন করি শ্রীচরণে।
কৃপাকরি কৃপাময় কহ দীন জনে॥
শুনিয়াছি ছাড়া তুমি নহ বৃন্দাবন।
চৌষট্টি গোপীর তুমি মদনমোহন॥
কখন যা ত্যজ্য তব হইবার নয়।
কি ভাবে এভাব তব কহ দয়াময়॥

হাস্য করি অভিরামে বলেন গোঁসাই।
নদীয়ার লীলা সম লীলা আর নাই॥
বৃন্দাবন হৈতে শ্রেষ্ঠ নদীয়া নগর।
কি কব অধিক তাহা কহিতে বিস্তর॥
সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি শুন অভিরাম।
নদীয়া নগর যেন অতি পুণ্যধাম॥
ব্রজ দ্বারকার লীলা যেরূপ প্রকার।
নদীয়ার লীলা কিছু ভিন্ন নহে তার॥
বৃন্দাবনে সঙ্কর্ষণ অগ্রজ আমার।
সেই সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ অবতার॥
শঙ্কর অদ্বৈত গাদী শান্তীপুরে তার।
ভগবতী সীতা নাম বনিতা তাহার॥
গোপাল অচ্যুতানন্দ যুগল নন্দন।
জনম লয়েছে যেন গুহ গজানন॥
ব্রহ্মা হরিদাস সার্ব্বভৌম বৃহস্পতি।
অভিরাম তুমি হে শ্রীদাম মহামতি॥
কেশব ভারতী যেই অক্রূর সেজন।
নারদ জগদানন্দ শুন বিবরণ॥
একচাকা গ্রামে বাস হাড়াই পণ্ডিত।
বসুদেব সেই জন জানিবে নিশ্চিত॥
সতী পদ্মাবতী যেবা বনিতা তাহার।
দেবকী জননী তিনি জানিবে আমার॥
হরিদাস কৃষ্ণদাস ভক্ত যেই জন।
জানিবে তাহারা রূপ আর সনাতন॥

গৌরীদাস অম্বিকায় যাহার ভবন।
ব্রজের সুবল সেই শুন বিবরণ॥
বসুধা জাহ্নবা দুটী কুমারী তাহার।
রেবতী বারুণী তারা শুন সমাচার॥
জগন্নাথ মিশ্র নন্দ জনক আমার।
মা যশোদা শচী নামে বনিতা তাহার॥
বল্লভ দ্বিজের কন্যা লক্ষ্মীনামে ছিলে।
রুক্মিণী জনম লয়ে জীবন ত্যজিল॥
সনাতন মিশ্রের তনয়া বিষ্ণুপ্রিয়ে।
সত্যভামা সেই ধনী জনমে আসিয়ে॥
নদীয়ার লীলার নাহিক কোন অন্ত।
চৌষট্টি সখিরা যেন চৌষট্টি মহন্ত॥
ব্রজে গোপীগণ সনে রসরঙ্গে রাস।
কুঞ্জবনে কেবল বাড়িত মহোল্লাস॥
আহা কিবা নদীয়ার অপরূপ ভাব।
সখিগণে নাহি চাহে সেই প্রেমভাব॥
নাম ভাবে মগ্ন হোয়ে করে সংকীর্ত্তন।
হরি হরি হরি বোল রব সর্ব্বক্ষণ॥
অভিরামে এসকল কহিতে কহিতে।
হরিবোল বলি হরি লাগিল নাচিতে॥
অভিরাম সহ বলি হরি হরি বোল।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ দেব ধরে দেন কোল।
সুধাময় নাম কর্ণে শুনে যেই জন।
ছুটোছুটী এসে তারা করিতে শ্রবণ॥

আবাল বণিতা বৃদ্ধ সকলে আসিয়া ।
হরিনাম নৃত্য করে বিভোর হইয়া ॥
সুধাময় নাম কর্ণে শুনে যেই জন ।
সেই জানে হরিনাম কেমন রতন ॥
তাই বলি দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ ।
মিছে কি করিছ চিন্তা রে পামর মন ॥
প্রপঞ্চ মায়ায় কেন মজাও আমায় ।
রথের সারথী রথ সুপথে চালায় ॥
দেহ রূপ রথেতে সারথী তুমি মন ।
সারথী হইয়ে কেন কররে এমন ॥
সংসার বিপীনে রথে লহ কি কারণে ।
জানিয়ে কি জন্যে তুমি ভাবনাক মনে ॥
যে বনে চালাও রথ কি পাবে তথায় ।
জাননাকি কত বিভিষিকা আছে তায় ॥
মায়ারূপা রাক্ষসী বেড়ায় সেই স্থানে ।
সারথির গ্রিবায় সে রজ্জু দিয়ে টানে ॥
আছয়ে সাগর সেই কানন ভিতরে ।
তাহাতে ফেলিয়ে দেয় মায়া নাহি করে ॥
আহা সে দুঃখের কথা কি কব তোমায় ।
সলিলে সতত ষড় কুম্ভির বেড়ায় ॥
তাহাতে বিষম চিন্তা বিষম ব্যাপার ।
সংসার কানন অতি ভয়ের ব্যাপার ॥
সুপথ থাকিতে মন যেওনা সে পথে ।
পরিতাপ তাহলে পাইবে পর পথে ॥

যে পথ করিল মুক্ত নদের নিমাই।
সে পথ থাকিতে মন কেন ভুলে যাই॥
ভক্তি অসী করে ধরি হরি বল মুখে।
যে পথে যাইবে পথ পাইবে সম্মুখে॥
বল মন হরি২ ভাব কেন আর।
যে কথা বলিনু তাহা নহে ভাবিবার॥
বার তিথি চিন্তা তায় করিতে না হবে।
বদন ভরিয়া সদা হরিনাম কবে॥
বিনয়ে রসিকচন্দ্র করে নিবেদন।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল মধুর বচন॥